ওঁ

মাণ্ডূক্যোপনিষদ্।

কারিকা ও ভাষ্যাবলম্বনে প্রশ্নোত্তরচ্ছলে

শ্রী উপনিষদ্ বুঝিবার প্রয়াস।

প্রথম খণ্ড।

"माण्डूक्यमेकमेवालं मुमुक्षूणां विमुक्तये"

मुक्तिकोपनिषद्।

শ্রীরামদয়াল দেবশর্ম্মা (মজুমদার) এম, এ

আলোচিত।

উৎসব আফিস ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,কলিকাতা

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

শকাব্দ ১৮৩৯, সাল ১৩২৪, ইং ১৯১৭ ৮ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার।

শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব।

"নিউ আর্য্য মিসন প্রেস" ৬নং শিবনারায়ণ দাসের লেন,

শ্রীসুখময় মিত্র দ্বারা মুদ্রিত।

ওঁ তৎসৎ ব্রহ্মণে নমঃ।

মঙ্গলাচরণম্।

প্রজ্ঞানাংশুপ্রতানৈঃ স্থিরচরনিকরব্যাপিভি র্ব্যাপ্যলোকান্
ভুক্ত্বা ভোগান্ স্থবিষ্ঠান্ পুনরপিধিষণোদ্ভাসিতান্ কাম্যজন্যান্।
পীত্বা সর্ব্বান্ বিশেষান্ স্বপিতি মধুরভুঙ্ মায়য়া ভোজয়ন্ নো
মায়াসংখ্যাতুরীয়ং পরমমৃতমজং ব্রহ্ম যত্তন্নতোঽস্মি ॥১॥

যো বিশ্বাত্মা বিধিজবিষয়ান্ প্রাশ্য ভোগান্ স্থবিষ্ঠান্
পশ্চাচ্চান্যান্ স্বমতিবিভবান্ জ্যোতিষা স্বেন সূক্ষ্মান্।
সর্ব্বানেতান্ পুনরপি শনৈঃ স্বাত্মনি স্থাপয়িত্বা
হিত্বা সর্ব্বান্ বিশেষান্ বিগতগুণগণঃ পাত্বসৌ নস্তুরীয়ঃ ॥২

[ভগবান্ ভাষ্যকার পরম দেবতার নমস্কাররূপ মঙ্গলাচরণ করিতেছেন]।

"পরমমৃতমজং ব্রহ্ম যত্তন্নতোঽস্মি" অমৃত-মরণ রহিত, অজ-জন্ম-রহিত যে পরব্রহ্ম তাঁহাকে আমি নমস্কার করিতেছি। সেই পরব্রহ্ম কিরূপ? না—যিনি স্থির-স্থাবর, চর-জঙ্গম এই চরাচর সমূহ ব্যাপী সূর্য্যের রশ্মি বিস্তারের ন্যায় জ্ঞানরশ্মি বিস্তার করিয়া সমস্ত লোক ব্যাপিয়া আছেন; যিনি জাগ্রৎকালে স্থূল বিষয় সমূহ ভোগ করিয়া স্বপ্নকালে পুনরায় বুদ্ধি সমুদ্ভাসিত, অবিদ্যা কাম কর্ম্মজাত সূক্ষ্ম সংস্কার সমূহ ভোগ করেন; যিনি সুষুপ্তিকালে জাগ্রতের স্থূল বিষয় এবং স্বপ্নের সূক্ষ্ম সংস্কার সমূহ পান করিয়া, আপনাতে লয় করিয়া অর্থাৎ স্থূল সূক্ষ্ম কোন বিষয় অনুভব না করিয়া আর কিছুনা থাকা জন্য মধুরভুক্ বা আনন্দভুক্ হইয়া শয়ান থাকেন; যিনি মায়াদ্বারা ব্রহ্ম-প্রতিবিম্বরূপ আমাদিগকে মায়াকৃত মিথ্যারূপা জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি অবস্থা ভোগ করান এবং যিনি মায়াকল্পিত মিথ্যা সংখ্যা যে জাগ্রৎস্বপ্ন সুষুপ্তি তাহার সম্বন্ধে তুরীয়—চতুর্থ কিন্তু বাস্তবপক্ষে সর্ব্বসংখ্যাতীত

শুদ্ধ আত্মার সম্বন্ধে কোন সংখ্যাই হইতে পারে না এইরূপ অমৃত অজ যে পরব্রহ্ম তাঁহাকে আমি নমস্কার করি ॥১॥

[চৈতন্য আত্মাতে জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থার কল্পনা দেখাইতেছেন]। যে বিশ্বাত্মা ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ বিধি হইতে উৎপন্ন স্থূল বিষয় সমূহ ভোগ করিয়া পশ্চাৎ স্বপ্নের হেতুভূত যে সমস্ত কর্ম্ম তাহাদের অভিব্যক্তি হইলে পর স্বীয় বুদ্ধি প্রভাবে উৎপন্ন অপরাপর সূক্ষ্ম বিষয় সমূহ আত্ম জ্যোতিঃ দ্বারা প্রকাশ করিয়া তাহাতে আমি আমার রূপ অভিমান করেন পুনরায় যিনি এই সমস্ত বিষয় ধীরে ধীরে আপন আত্মায় লয় হইতে দেখেন এবং পরিশেষে যিনি সমস্ত বিশেষ বিশেষ ভাবও ত্যাগ করিয়া গুণাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হয়েন সেই তুরীয়রূপ পরমাত্মা মোক্ষ প্রদান করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥২॥

প্রশ্ন—বিশ্বাত্মা কে ?

উত্তর—আত্ম-চৈতন্য যিনি, তিনি তাঁহার এই বিরাট শরীর রূপ যে বিশ্ব তাহাতে যখন "আমি আমার" রূপ অভিমান করেন তখন তিনি বিশ্বাভিমানী জীবরূপ হয়েন। ইনিই বিশ্বাত্মা।

প্রশ্ন—বিশ্ব কোনটি ?

উত্তর—পঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূত এবং তাহাদের বিচিত্র কার্য্য এই লইয়া বিশ্ব। বিরাট পুরুষের স্থূল শরীর হইতেছে এই বিশ্ব। জাগ্রৎ কালে যিনি এই বিপুল বিশ্বে "আমি আমার" রূপ অভিমান করেন তিনি বিশ্বপুরুষ। তুরীয় আত্মা, মায়া ভাসিলে যখন বিশ্বাভিমানী হয়েন তখন ইনি বিশ্বাত্মা।

প্রশ্ন—বিধিজ বিষয়ান্ স্থবিষ্ঠান্ ভোগান্ প্রাশ্য-ইহা কিরূপ ?

উত্তর—স্থূল ভোগ সমূহ বিধি হইতে জাত কিরূপে দেখ।

অবিদ্যা ও কাল এই উভয় হইতে উৎপন্ন হইতেছে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম রূপ বিধি। বিধি হইতে জন্মিতেছে সূর্য্যাদি দেবতা। সূর্য্যাদি দেবতার অনুগ্রহ সহিত যে চক্ষুরাদি বাহ্য ইন্দ্রিয় তদ্দারা বুদ্ধির যে পরিণাম তাহা হইতেছে বিষয়। বিষয় যাহা তাহা অত্যন্ত স্থূল।

স্থূল বলিয়াই ভোগ করিবার যোগ্য। জাগ্রৎকালে বিশ্বপুরুষ ভোগ্য স্থূল বিষয়কে সাক্ষাৎ অনুভব করিয়া স্থিত হয়েন।

প্রশ্ন। চৈতন্য আত্মাতে জাগ্রৎ অবস্থার কল্পনা বুঝিলাম এখন বলুন চৈতন্য আত্মাতে স্বপ্নাবস্থার আরোপ কিরূপে হয়?

উত্তর। জাগ্রতের হেতু যে সমস্ত কর্ম্ম সেই সমস্ত কর্ম্মের ক্ষয় হইলে পর স্বপ্নের হেতু যে সমস্ত কর্ম্ম তাহারা উদ্ভূত হয়। উদ্ভূত হইলে জাগ্রৎকালের স্থূল বিষয় হইতে ভিন্ন, সূক্ষ্ম বিষয় সকল অনুভূত হয়। ঐ সময়ে বাহ্য ইন্দ্রিয় সকল আপন আপন বিষয় হইতে নিবৃত্ত হয়। তখন অবিদ্যা কাম ও কর্ম্ম ইহাদের প্রেরণা প্রাপ্ত হইয়া বুদ্ধি আপনার প্রকাশরূপ প্রভাবে অন্তঃকরণের বাসনা সমূহ উৎপন্ন হইতে দেখেন। স্বপ্নকালে সূর্য্যাদির প্রকাশ অনুভূত না হইলেও ঐরূপ একটা সংস্কার বুদ্ধি দ্বারা কল্পিত হয়। সূর্য্যাদির প্রকাশ নাই তথাপি বাসনা সমূহ দেখা যায় কিরূপে? ইহার উত্তরে বলা হয় আত্মা স্বয়ং জ্যোতিঃ। এই জ্যোতিঃ দ্বারা প্রকাশিত—অপঞ্চীকৃত তন্মাত্রারূপ পঞ্চমহাভূত এবং তাহাদের কার্য্যরূপ সূক্ষ্ম প্রপঞ্চময় হিরণ্যগর্ভ শরীর। হিরণ্যগর্ভের শরীর হইতেছে এই বাসনাময় স্বপ্নাবস্থা। এই স্বপ্নাবস্থাতে "আমি আমার" রূপ অভিমান যে চৈতন্য আত্মা করেন তিনিই হইতেছেন তৈজস নামক জীব।

বিশ্বপুরুষ, পঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূত ও তাহাদের কার্য্যরূপ স্থূল প্রপঞ্চময় যে বিরাটের শরীর তাহাতে অভিমান করেন; আবার তৈজস পুরুষ অপঞ্চীকৃত তন্মাত্রারূপ পঞ্চভূত এবং তাহাদের কার্য্যরূপ সূক্ষ্ম প্রপঞ্চময় যে হিরণ্যগর্ভের শরীর তাহাতে অভিমান করেন।

প্রশ্ন। আত্মার স্থূল বিষয় ভোগ এবং সূক্ষ্ম বিষয় ভোগের কথা বুঝিলাম এখন আত্মাতে সুষুপ্তি অবস্থার কল্পনা কিরূপ তাহাই বলুন।

উত্তর। যে কোন রূপ ভোগ হউক না কেন—স্থূল ভোগই বল আর সূক্ষ্ম ভোগই বল তাহাতে শ্রম আছেই। জাগ্রৎ ও স্বপ্নে পুরুষের যে শ্রম উৎপন্ন হয় সেই শ্রমকে পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা হইলে আত্মা

সব ছাড়িয়া আপন স্বরূপে প্রবেশ করেন। তখন কোন ভোগেচ্ছাও থাকে না কোন স্বপ্নও থাকে না। অবিদ্যা বশে আত্মা এই সুষুপ্তিতে আগমন করেন স্বরূপে প্রবেশ করিলেও পুরুষ আপনাকে আপনি অনুভব করিতে পারেন না। এই অবস্থায় চৈতন্য আত্মা প্রাজ্ঞ নামক জীব।

প্রশ্ন। যে তুরীয় ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইতেছে "পাত্মসৌ ন স্তুরীয়ঃ" ইনি জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি অভিমানী পুরুষ হইতে ত স্বতন্ত্র ?

উত্তর। শ্রুতির উপদেশ স্মরণ—সেই উপদেশ পুনঃ পুনঃ মনন অভ্যাস তাহার পরে শ্রুতি প্রমাণ জনিত জ্ঞানে স্থিতি বা ধ্যান এই হইলে তবে তুরীয় আত্মার দর্শন হয়। যখন জাগ্রতের স্থূল দৃশ্য দর্শন থাকে না, স্বপ্নের সূক্ষ্ম দৃশ্য দর্শন থাকে না, সুষুপ্তির অজ্ঞান আচ্ছাদন-থাকে না, গুণময়ী প্রকৃতি হইতে পুরুষ আপনাকে পৃথক্ করিয়া যখন অবস্থান করেন—যে মন লইয়া সাধনা হইতেছিল সেই মন লবণপুত্তলিকার সমুদ্র মাপিতে গিয়া গলিয়া যাওয়ার মত যখন সেই সচ্চিদানন্দ চলনরহিত পরমপদ দেখিয়া দেখিয়া তাহাতে ডুবিয়া তাহাই হইয়া যায়, দেখিতে দেখিতে "থির নয়ন জনু ভৃঙ্গ আকার মধু মাতল কিয়ে উড়ই না পার"—শুধু "উড়ই না পার" নয়, মন যখন আপন সত্তা হারাইয়া সেই পরমপদের সত্তাকে নিজ সত্তা করিয়া স্থিতিলাভ করে তখনই তুরীয়রূপ পরমাত্মা স্বস্বরূপে বিশ্রাম করেন। ইঁহারই কাছে কল্যাণ ভিক্ষা করা হইল।

মাণ্ডূক্য উপনিষদের অবতরণিকা।

অবতরণিকায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইবে।

(১) সকল মানুষের প্রয়োজন কোন্‌টি ?

(২) বেদে উপনিষদের স্থান।

(৩) উপনিষদে কি আছে ?

(৪) উপনিষদ্‌ কাহাকে বলে ? অর্থ কি ? অধিকারী কে ? প্রয়োগ।

(৫) ব্রহ্মবিদ্যা প্রাপ্তির উপায়।

(৬) শেষ কথা।

(৭) মাণ্ডূক্যে কি আছে ? এই নাম কেন ? ইহার বিশেষত্ব।

অবতরণিকার সার কথা বলিয়া অবতরণিকার বিষয়গুলি আলোচনা করা হইয়াছে।

তমেব বিদিত্বাঽতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥

মৃত্যু অতিক্রম করাই নরনারীর জীবনের সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য। তোমাকে জানাই মৃত্যু অতিক্রম করা। মৃত্যু অতিক্রম করা রূপ বিষয় সংসার মুক্তির আর অন্য পথ নাই।

তোমাকে জানিতে হইবে। জানা দুই প্রকার। পড়িয়া শুনিয়াও জানা এবং যাহা জানিতে চাই তাহা অনুভব করিয়া তাহা হইয়া যাওয়াও জানা। প্রথম জানা পরোক্ষ, দ্বিতীয় প্রকার জানা অপরোক্ষ।

যাঁর মৃত্যু নাই তাঁর মতন হইয়া স্থিতিলাভ ভিন্ন মৃত্যু অতিক্রম করা যায় না। আত্মার মৃত্যু নাই। আত্মাই চেতন। চেতন কখন অচেতন হন না। স্বরূপের ধ্বংস কখনও হয় না। এই আত্মভাবে স্থিতিই স্বরূপ বিশ্রান্তি। ইহাই অমর হওয়া। ইহাই মুক্তি। এই মুক্তিই মনুষ্য নামধারী জীবভাবের সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য। এই লক্ষ্য সাধন জন্যই মনুষ্যদেহ প্রাপ্তি।

আত্মাকে জানা যাইবে কিরূপে ?

আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ। আত্মাকে দেখিতে হইবে। সেই জন্য আত্মার কথা শুনিতে হইবে। শুনিয়া সদাসর্ব্বদা মনন করিতে হইবে। তবেই নিদিধ্যাসন বা ধ্যান করা যাইবে। ধ্যান করিতে করিতে আত্মভাবে স্থিতিলাভ করিতে পারাই আত্মার দর্শন পাওয়া। আত্মাকে দেখা, আত্মাকে জানা এবং আত্মভাবে স্থিতিলাভ করা একই কথা। ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মৈব ভবতি।

আত্মার কথা শুনিতে হইলে একটি অবলম্বন চাই। এই অবলম্বন ত্রিবিধ। প্রথমটি ওঁকার। দ্বিতীয় গায়ত্রী বা শক্তি বা বীজ। তৃতীয় নামরূপধারী মূর্ত্তি।

ওঁকারকে বিবৃত করেন গায়ত্রী। গায়ত্রী ধ্যানের জন্য নামরূপ বিশিষ্ট মূর্ত্তি। এই তিন অবলম্বন লইয়াই মন্ত্র। মন্ত্রে প্রণব বীজ ও নাম থাকে। কোথাও এই তিনটির একটি একটি মাত্রকেও অবলম্বন করা হয়।

ওঁকারই এই স্থূল সূক্ষ্ম কারণ জগৎ। আবার এই স্থূল সূক্ষ্ম কারণ জগতই ব্রহ্ম। এই আত্মাই ব্রহ্ম। এই জন্য আত্মার ব্যাখ্যা আবশ্যক। মাণ্ডুক্য শ্রুতি আত্মার কথাই শুনাইতেছেন। শ্রুতিমুখে শুনিয়া সদা মনন করা, পরে ধ্যান করা ইহা ভিন্ন মৃত্যুসংসারসাগর অতিক্রম করা যাইবে না। এই সার কথা কথঞ্চিৎ বিস্তৃতভাবে বলা যাইতেছে।

(১)

সকল মানুষের প্রয়োজন কোনটি ?

রোগাতুরের প্রয়োজন যেমন রোগশান্তি করিয়া সুস্থ হওয়া, তেমনি ভবরোগাতুরের প্রয়োজন হইতেছে ভবরোগের উপশম করিয়া সুস্থ হওয়া বা স্বরূপ বিশ্রান্তি লাভ করা।

সকল মানুষই কি ভব রোগাক্রান্ত ?

যাহারা ভবরোগের উপশম জন্য কোন সাধনা করে না তাহারা সকলেই রোগাক্রান্ত।

ইহাও ত আশ্চর্য্য যে রোগাতুর মানুষ নিজে বুঝিতে পারে না যে, সে রোগার্ত্ত। সকল মানুষই যে ভবরোগগ্রস্ত তাহারা ত ইহা স্বীকারই করে না।

স্বীকার না করাই ত রোগের চিহ্ন। পাগল প্রায়শই বলিতে চায় না যে, সে পাগল। টাইফয়িডের রোগী, বিকার অবস্থায় পড়িয়া থাকে কিন্তু কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে কেমন আছ তাহার উত্তরও দেয়। বলে বেশ আছি। ইহা কিন্তু বিকারেই বলে। বিকার একটু যখন কাটিতে আরম্ভ হয় তখন নিজের বিপদ্ বুঝিতে পারে।

যাহারা ভবরোগগ্রস্ত তাহাদের বিকারও এতদূর প্রবল যে, তাহারা বুঝিতেই পারেনা তাহাদের রোগ কি?

আচ্ছা রোগ ত মানুষকে আতুর করে। ভবরোগী আর্ত্ত কোথায়?

দেহের রোগ যখন হয় তখনও কিন্তু মানুষ একটানা যাতনা ভোগ করে না। সময়ে সময়ে ভালও থাকে।

ভবরোগগ্রস্তেরও ইহা হয়।

ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না ভবরোগটা কি?

মনের রোগই ভবরোগ। এই রোগের লক্ষণ হইতেছে ক্ষণে ক্ষণে মনের অসুস্থতা। এই মনে করিতেছে বেশ আছে, পরক্ষণেই বলিবে কিছুই ভাল লাগে না।

এই থাকিয়া থাকিয়া মন কেমন করা, এই সময়ে সময়ে কিছুই ভাল না লাগা ইহাই হইতেছে ভবরোগের প্রধান লক্ষণ। কিন্তু রোগের সামান্য সামান্য লক্ষণও বহু আছে।

কি সে সব?

সব বলিবার প্রয়োজন নাই। কোন প্রকার দুঃখ যে করে সেই রোগগ্রস্ত। নিরন্তর নূতন নূতন বিষয়ভোগেচ্ছা, অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি জন্য ছট্‌ফট্ করা, ভবরোগের শান্তি জন্য কর্ম্ম না করিয়া যা তা কর্ম্মে মনকে ডুবাইয়া রাখিতে চেষ্টা করা, কর্ম্মটি মনের মত ফল

দিলে বেশ আনন্দ করা আর বিফলতা মুখে চলিলে হা হুতাশ করা, কেহ নিন্দা করিলে ক্রোধে অন্ধ হওয়া, আর স্তুতি করিলে বেশ লাগা এই সব ভবরোগের বিকার অবস্থা। আমি এত কাল ধরিয়া লোকের উপকার জন্য কতই করিলাম, মানুষ কি অকৃতজ্ঞ আমার কথা মত চলিল না ; এখন জরা আসিতেছে আর কদিনই বা বাঁচিব — আহা ! জগৎটাকে উন্নত করিয়া যাইতে পারিলাম না, জগতের সব দুঃখই রহিয়া গেল—এই সব দুঃখও ভবরোগের লক্ষণ।

ভবরোগের কথায় তুমি ত সকল মানুষকেই আক্রমণ করিতেছ ?

হাঁ তাহা করিতেছি। আর বলিতেছি যাহার মন সর্ব্বপ্রকার দুঃখ অতিক্রম করিতে না পারিয়াছে সে ভবরোগাতুর। কাজেই বলিতে হয় [সিদ্ধজনের কথা স্বতন্ত্র কিন্তু] দুই চারি জন সাধক বাদে জগতের সকল মানুষই ভবরোগাতুর।

ভবরোগের কি প্রতীকার আছে ?

আছে। মাতেব হিতকারিণী শ্রুতি দেবী সেই প্রতীকার দেখাইয়া দিতেছেন। এই মাণ্ডূক্য শ্রুতি প্রধান ভাবেই ভবরোগের ঔষধ।

কিরূপে ?

শ্রবণ কর। ভবরোগের প্রতীকার জন্য শ্রুতি বলেন—

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য: শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিধিধ্যাসিতব্য:"

জগতে যে কোন দেশে যে কোন কালে যে কোন ব্যক্তি সাধনা করে বা সাধনা করিয়াছিল বা সাধনা করিবে তাহা এই আত্মারই সাধনা। এতদ্ভিন্ন অন্য কোন সাধনা নাই। জগতের সমস্ত সাধনা এই আত্মার সাধনার অন্তর্ভূত।

বড় জোরের কথা বলা হইতেছে কি ?

হাঁ। যাহা সত্য তাহা জোরেরই কথা। বেশ করিয়া মিলাইয়া লও চৈতন্যই একমাত্র সাধনার বস্তু। আত্মা ভিন্ন চেতন আর কিছুই নাই। যাঁহাকে ঈশ্বর বল বা পরমেশ্বর বল বা অন্তর্যামী বল বা প্রণব বল বা সর্ব্বব্যাপী বল বা নিরাকার বল বা অবতার বল—এক কথায় সগুণ,

নির্গুণ, অবতার বা আত্মা—যাহা কিছু মানুষের উপাস্য হইয়াছিল বা হইয়াছে বা ভবিষ্যতে হইতে পারে তাহা এই চৈতন্য—এই আত্মাই।

কথা ঠিক। এ সত্য কথার প্রতিবাদ নাই। এখন বল "**আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ**" ইহাতে কি করিতে হইবে?

আত্মাকে দেখিতে হইবে এইত? আর এই দেখা হইলে ভবরোগের উপশম কিরূপে হইবে?

আরও ভাল করিয়া প্রশ্ন কর।

আচ্ছা। আত্মা বা চৈতন্য এমন কি বস্তু যাহাকে দেখিলে জীবের সর্ব্বদুঃখ, সর্ব্বব্যাধি দূর হয়? দ্বিতীয় প্রশ্ন এই আত্মা যেন ঐরূপই হইলেন তাঁহাকে দেখা এখন ভার কর্ম্ম কি যাহাতে সর্ব্বশ্রুতি ইহা অপেক্ষা আর কোন কর্ম্ম কঠিন হইতে পারে না এইরূপ বলিতেছেন? চক্ষু আছে কোন কিছু দেখা ত অতি সহজ কিন্তু আত্মদর্শন এত কঠিন কেন হইবে?

তোমার দুইটি প্রশ্ন এই—

(১) আত্মা এমন কোন্ বস্তু যাঁহার দর্শনে মানুষ চিরতরে জুড়াইয়া যায়?

(২) আত্মদর্শন অত্যন্ত কঠিন কিরূপে?

প্রথম প্রশ্নের উত্তর শ্রবণ কর। শুধু শ্রবণ করিলেই যে আত্মাকে অনুভব করিতে পারিবে তাহা মনে করিও না। শ্রবণ কর, তারপরে মনন, তারপরে ধ্যান—এই সব করিলে তবে অনুভব করিতে পারিবে।

শ্রুতি স্মৃতি তন্ত্র পুরাণ ইতিহাস সর্ব্বশাস্ত্র একবাক্যে বলিতেছেন; সমস্ত ঋষি, সমস্ত সাধু এক বাক্যে বলিতেছেন যে, যিনি চেতন তিনি কখন অচৈতন্য অবস্থায় আসেন না। চেতন যিনি তাহার খণ্ডও কখন হয় না। একখণ্ড আকাশ যেমন কাটিয়া লওয়া যায় না, সেইরূপ আকাশ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম যে আত্মা তাঁহাকে কিছুতেই খণ্ডিত করা যায় না। আবার এই আত্মা সর্ব্বশক্তিমান্। ইঁহার কোন দুর্ব্বলতা থাকিতে পারে না। আমি পারি না, আমার শক্তি নাই, আমি অতি

হীন এ সব উক্তি আত্মার নহে—এ সব উক্তি অজ্ঞানীর। আমি বৃদ্ধ হইতেছি, আমার জরা আসিতেছে, আমায় মরিতে হইবে, আমার আবার জন্ম হইবে এ সমস্ত কথা আত্মা সম্বন্ধে প্রয়োগ করা যায় না। কারণ আত্মা "ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ" আত্মা "ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে" লোকে যে বলে আমি মরিলাম, আমি দুঃখী, আমি জরাগ্রস্ত এ সমস্তই অজ্ঞানীর উক্তি মাত্র। তার পরে আত্মার যেমন জনম মরণ নাই সেইরূপ আত্মার ক্ষুধা পিপাসাও নাই, আত্মার শোক দুঃখও নাই অর্থাৎ জরা, মরণ, ক্ষুধা, পিপাসা, শোক, মোহ এই যে ষড়োর্ম্মিতে জীব লুটপুট্ খাইতেছে ইহার কোন কিছুই আত্মাতে নাই। ষড়োর্ম্মি কেবল অজ্ঞানের কল্পনা মাত্র।

তবেই দেখ আত্মা সদা পূর্ণ, সদা শান্ত, সদা আনন্দময়। আত্মাতে কোন অজ্ঞান নাই তিনি জ্ঞানস্বরূপ। আত্মাতে কোন অভাব নাই তিনি সদাপূর্ণ এবং তিনি মাত্রই নিত্য। এই সৎ চিৎ আনন্দ স্বরূপ আত্মা অতি রমণায় দর্শন। আর জীব যখন জানিতে পারে যে সে আত্মা, সে চেতন, সে জড় নহে—তখন বল জীবের আর কোন্ অভাব থাকিবে, কোন্ ছট্‌পটানি থাকিবে, কোন্ ভয় থাকিবে? তুমি যতক্ষণ ক্ষুদ্র হইয়া থাক ততক্ষণই তোমার অভাব থাকিবেই। আত্মাই পূর্ণ। সেই জন্য আত্মভাবে না থাকা পর্য্যন্ত তোমার অভাব ঘুচিবে না। তুমি যদি আত্মাকে জানিতে পার, আত্মাকে দেখিতে পার, জানিয়া দেখিয়া আত্মভাবে স্থিতিলাভ করিতে পার—তবে তুমি চিরতরে জরা, মরণ, শোক, মোহ, আধি, ব্যাধি সর্ব্বপ্রকার দুঃখের হাত হইতে এড়াইতে পারিবে।

আহা—আত্মার কথা শুনিতে শুনিতে আমি কিরূপ হইয়া যাইতেছি। এখন বল এই আত্মাকে দর্শন করিব কিরূপে?

এখন তোমার দ্বিতীয় প্রশ্ন উঠিল। আত্মদর্শন এত কঠিন কিরূপে?

শ্রবণ কর। দর্শন হয় চক্ষু দ্বারা। কিন্তু দর্শন করে কে? চেতনা না থাকিলে চক্ষু ত দর্শন করিতে পারে না। তবে চৈতন্যই দ্রষ্টা।

আত্মাই দ্রষ্টা। আত্মাকে দর্শন করিবে কে ? যিনি ভিন্ন অন্য কেহ দ্রষ্টা নাই তাঁহার দর্শন করে কে ? আরও যদি একটু তত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ কর, তবে দেখিবে চেতনই একমাত্র বস্তু। সমস্তই চেতন। ইহা ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু নাই।

যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি —যত্র বা অন্যদিব স্যাৎ তত্রান্যোঽন্যৎ পশ্যেদন্যোঽন্যদ্বিজানীয়াৎ। যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ ? তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ ? যেখানে দুই মত হয়, যেখানে অনাত্মামত কিছু হয়—সেখানেই অন্য অন্যকে দেখে, অন্য অন্যকে জানে। কিন্তু যেখানে সমস্তই আত্মা হইয়া যায় তখন কাহা দ্বারা কাহাকে দেখা যাইবে ? কাহা দ্বারা কাহাকে জানা যাইবে ? তত্ত্বের মধ্য দিয়া যাইতে পারিলে যাহা হয়, শ্রুতি তাহাই বলিলেন। কিন্তু তত্ত্ব বস্তুটি ত অনেকের বুদ্ধিতে প্রবেশ করেনা। ইঁহাদের জন্য সহজ করিয়া বলিতে হইবে। তাহাই বলিতেছি শ্রবণ কর।

দেখ চক্ষু দ্বারা আমরা সমস্ত দর্শন করি। কিন্তু চক্ষুকে দর্শন করা যায় কিরূপে ? অথবা আরও একটু সূক্ষ্ম কথাটা আলোচনা করা যাউক। চক্ষুগোলকে এক পুরুষ থাকেন। মনে করা হউক তিনিই দ্রষ্টা, তিনিই চেতন পুরুষ, তিনিই আত্মা। এখন এই পুরুষকে দেখা যাইবে কিরূপে ? চক্ষুকে বা চক্ষুগোলোকস্থ পুরুষকে দেখা যায় দুই প্রকারে।

(১) দর্পণ অবলম্বনে দেখা যায়।

(২) অন্য লোকে তোমার চক্ষুগোলকে পুরুষ দেখিয়া যখন বলে "এই ত . ন দেখিতেছ" তখন তাঁহার কথা শুনিয়া বিশ্বাস করি। করিয়া তুমিও অন্যের চক্ষে এইরূপ পুরুষ দেখিয়া বিশ্বাস কর—তোমারও চক্ষে এইরূপ পুরুষ আছেন।

তবেই দেখ আত্মাকে দেখিতে হইলে দর্পণের মত একটি অবলম্বন চাই অথবা যিনি দেখিয়াছেন তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিয়া বিশ্বাস করা চাই, তবে আত্মাকে দেখা যায়।

আত্মদর্শন কত কঠিন তাহা অন্যরূপে বলিতেছি শ্রবণ কর। আত্মদর্শন অর্থ আপনাকে আপনি দেখা। কিন্তু আপনাকে আপনি দেখিবে কে? মাতাল যেমন আপনাকে আপনি দেখিতে পায়না, জানিতেও পারেনা, কেহ বলিয়া দিলেও বুঝিতে পারেনা সে কে? সেইরূপ ভূতের ঘরে প্রবেশ করিয়া যে আপনাকে অসৎ সঙ্গে, অসৎ কার্য্যে ডুবাইয়া রাখিয়াছে; তাহাকে যতই কেন স্মরণ করাইয়া দাও তুমি আপ্তকাম, তোমার বাসনা করিবার কিছু নাই, ভাবনা করিবার কিছু নাই, তুমি পূর্ণ তোমার প্রাপ্তির কিছু নাই, তুমি আনন্দময় তোমার দুঃখ বলিয়া কোন কিছু নাই—ভূতাবিষ্ট জনের মত এই বিষয়-মদিরাপানে উন্মত্ত ব্যক্তি তাহার স্বরূপের কোন কিছুই মানিতে চায় না; কি এক ঘুমঘোরে সে এতই আচ্ছন্ন যে, সে তাহার প্রকৃত স্বরূপের কোন কথাই স্মরণ করিতে পারে না। রাজার সন্তান ভূতের সঙ্গে ভূতের ঘরে থাকিয়া থাকিয়া ভূতের কার্য্যকেই আপনার কার্য্য মনে করে। সে যে স্বরূপে আত্মরতি, আত্মতৃপ্ত, আত্মতুষ্ট, তাহার দুঃখই নাই, দুঃখে উদ্বেগ আসিবে কিরূপে? সুখেই বা তাহার স্পৃহা থাকিবে কি? রোগ, ভয়, ক্রোধ তাহার থাকিবে কিরূপে? আত্মস্বরূপ সে—তাহার আবার স্নেহ থাকিবে কি? শুভাশুভ পাইয়া হর্ষ বা দ্বেষ তাহার আসিবে কোথা হইতে? আপন চৈতন্যস্বরূপকে জানিতে পারিলে ইহা যে পূর্ণ সত্য যে

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্ অশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্।
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্ উন্মিষন্ নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্॥

অর্থাৎ স্বরূপে দৃষ্টি পড়িলে যে বুঝিতে পারা যায় দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন্, ঘ্রাণ, গমন, শয়ন, নিশ্বাস গ্রহণ, কথন, ত্যাগ, গ্রহণ, উন্মেষ ও নিমেষ—এ সব আমি কিছুই করিতেছি না—এই সমস্তই ভূতের কার্য্য ইহা বিষয়মদিরাপানোন্মত্ত ব্যক্তি কিছুতেই স্বীকার করেনা। তাই বলিতে-

ছিলাম যে ব্যক্তি ভূতের কার্য্যকে আপনার কার্য্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছে, ভূতের বাক্যকে নিজের বাক্য বলিতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে, ভূতের ভাবনাকে নিজেরই ভাবনা বলিয়া ডুবিয়া রহিয়াছে সে আত্মদর্শন করিবে কিরূপে? মাথার উপরে যাহার দশহাত জল সে যেমন তীরের কোন কিছুই দেখেনা, সেইরূপ যে যতক্ষণ অন্য কিছু দেখে ততক্ষণ আপনাকে দেখিতে পায়না। জগৎ-দর্শন যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ আত্মদর্শন হয় না। ভ্রমে যে জন পরিবেষ্টিত সে ভ্রম না যাওয়া পর্য্যন্ত সত্যকে দেখিতে পায়না। জগৎ দর্শন, দেহ দর্শন, মনের সঙ্কল্পাদি দর্শন এ সব যতদিন থাকে ততদিন আপনাকে আপনি দেখা পায় না। কিন্তু দৃশ্যদর্শনটা ভ্রম জানিয়াও যে ভ্রমের সঙ্গে মিশ্রিত চৈতন্যে দৃষ্টি রাখিতে অভ্যস্ত, সে একদিন দৃশ্যদর্শন ত্যাগ করিয়া আত্মদর্শনে, আত্মভাবে স্থিতিলাভ করিতে পারে। তাই বলিতেছিলাম স্থূল জগৎ যিনি দেখেন না, সূক্ষ্ম মনোময় বা বাসনাময় জগৎ যিনি দেখেন না, আর কারণ জগৎ বা অজ্ঞান দেহ বা বীজাংশ যাঁহার নাশ হইয়াছে, তিনিই আত্মদর্শনে ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করিতে পারেন। বুঝিতেছ আত্মদর্শন কঠিন কিরূপে? দৃশ্যদর্শন না থাকা অর্থাৎ দ্বৈতভাব হইতে পরিত্রাণ পাওয়া কত কঠিন?

আকাশ অতি সূক্ষ্ম। আত্মা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম। আত্মা যেমন সূক্ষ্ম তেমনি ব্যাপক। অতিসূক্ষ্ম বস্তুকে চিন্তা করিতে হইলে কোন একটি অবলম্বন চাই।

সকল শ্রুতিই আত্মদর্শনের জন্য ওঁকার অবলম্বন করিতে বলিতেছেন। বলিতেছেন ব্রহ্মপ্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ অবলম্বন হইতেছে ওঁকার।

एतदालम्बनं श्रेष्ठ मेतदालम्बनं परं ।
एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते ॥

ওঁকার অবলম্বনই শ্রেষ্ঠ। ওঁকার অবলম্বনই সর্ব্বোত্তম। এই অবলম্বনকে জানিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করা যায়।

তিন মাত্রা বিশিষ্ট ওঁকারকে অবলম্বন করিলে ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তি ঘটে। ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তির পরে ব্রহ্মার সহিত ওঁকার সাধক মুক্তি-লাভ করেন। মাণ্ডূক্যশ্রুতি ইহাও বলিতেছেন যে, অমাত্রিক ওঁকারকে অবলম্বন করিতে পারিলে কিন্তু সদ্যোমুক্তি লাভ করা যায়।

ত্রিমাত্রিক ও অমাত্রিক ওঁকার অবলম্বন করিতে হয় কিরূপে তাহা মূলশ্রুতিতে আলোচনা করা হইয়াছে।

বৈদিক সন্ধ্যা উপাসনা ওঁকার অবলম্বনেই উপাসনা। ওঁকারকে বুঝাইবার জন্যই গায়ত্রী—গায়ত্রী ওঁকারেরই বিস্তৃতি। আবার গায়ত্রী ধ্যানের জন্যই কুমারী, যুবতী, বৃদ্ধা মূর্ত্তির আশ্রয় আবশ্যক।

এই ওঁকার উপাসনার জন্যই জ্ঞানপথ, যোগপথ ও ভক্তিপথ। জ্ঞান পথের সাধনা তত্ত্ববিচার, যোগপথের সাধনা প্রণব-জ্যোতি অবলম্বন এবং ভক্তিপথের অবলম্বন মূর্ত্তি ধরিয়া অনুরাগে ভজন।

তত্ত্ববিচার সাধনার সঙ্গে সঙ্গে মনোনাশ ও বাসনাক্ষয় সমকালে করিতে হইবে। যোগপথে যে জ্যোতির্ম্ময় প্রণব অবলম্বন করিতে হয়, সেখানে স্মরণ রাখিতে হইবে "প্রণবময় মরুৎ"। সকল সাধনাতেই অনুরাগে ভজন আবশ্যক। বিনা ভক্তিতে কখন জ্ঞান হইবেনা। আবার যোগমার্গেও ভক্তি আবশ্যক। অবলম্বন ভিন্ন যখন নিরাকারের চিন্তাতে কোন ফল হয় না—তখন প্রণব অবলম্বনই কর আর সাকার মূর্ত্তিই অবলম্বন কর—কথা একই। মূর্ত্তিপূজা বেদেরই বিধি। নতুবা শ্রুতি হৈমবতীর কথা উল্লেখই করিতেন না এবং বৈদিক সন্ধ্যাতে গায়ত্রী জপের পূর্ব্বে মূর্ত্তিধ্যান বা প্রাণায়ামে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশের ধ্যানও থাকিত না।

নিরাকার পরমপদে স্থিতিলাভ জন্য ওঁকার জ্যোতি বা মূর্ত্তি অবলম্বনের কথা বলা হইল। তন্ত্রেও মহাদেব বলিতেছেন—

সাকারেণ মহেশানি! নিরাকারঞ্চ ভাবয়েৎ।
সাকারেণ বিনা দেবি! নিরাকারং ন পশ্যতি॥

সাকার মূলকং সর্ব্বং সাকারঞ্চ প্রপশ্যতি।
অভ্যাসেন সদা দেবি! নিরাকারং প্রপশ্যতি ॥
কুব্জিকাতন্ত্রে নবম পটলে।

অগস্ত্য সংহিতায় বলা হইয়াছে

সর্ব্বেশ্বরঃ সর্ব্বময়ঃ সর্ব্বভূতহিতেরতঃ।
সর্ব্বেষামুপকারায় সাকোরেঽভূন্নিরাকৃতিঃ ॥

যিনি সর্ব্বেশ্বর, যিনি সর্ব্বময়, যিনি সর্ব্বভূতহিতেরত তিনিই সকলের হিতের জন্য নিরাকার হইয়াও সাকার হয়েন। সাকার, মানুষের কল্পনা নহে। মায়া আপন শক্তি দ্বারা নিরাকার ব্রহ্মকে রূপ ধরান এবং আপনিও রূপ ধরেন।

ভগবান্ ভাষ্যকার ওঁকার অবলম্বন সম্বন্ধে বলিতেছেন—ওঁকারই পরমাত্মার প্রিয় নাম। প্রিয় নাম ধরিয়া ডাকিলে লোকে যেমন প্রসন্ন হয় সেইরূপ এই প্রিয় নাম ওঁকার ধরিয়া পরমাত্মাকে ভজিলে পরমাত্মা সহজেই প্রসন্ন হয়েন।

ওমিত্যেতদক্ষরং পরমাত্মনোঽভিধানং নেদিষ্টম্ তস্মিন্ হি প্রযুজ্যমানে স প্রসীদতি, প্রিয়নাম গ্রহণে ইব লোকঃ। শাঙ্কর ভাষ্য। ছান্দোগ্য।১ মন্ত্র।

নেদিষ্ঠম্ নিকটতমমতিশয়েন প্রিয়ম্।

ওঁ এই অক্ষর হইতেছে পরমাত্মার নিকটতম অভিধান-বাচক নাম। ওঁকার নাম উপাসনায় প্রয়োগ করিলে তিনি প্রসন্ন হন। প্রিয় নাম গ্রহণে সাধারণ লোকে যেমন প্রসন্ন হয় সেইরূপ।

ভগবান্ পতঞ্জলিও বলিতেছেন

তস্য বাচকঃ প্রণবঃ। তজ্জপস্তদর্থভাবনম্।

ওঁ জপ কর এবং ওঁ অর্থ ভাবনা কর। কারণ ওঁ পরমেশ্বরের বোধক। ভগবান্ ব্যাসদেব ভাষ্যে বলিতেছেন।—

স্বাধ্যায়াদ্ যোগমাসীত যোগাৎ স্বাধ্যায় মামনেৎ।
স্বাধ্যায় যোগ সম্পত্ত্যা পরমাত্মা প্রকাশতে।

প্রণবের উচ্ছারণ ও বেদপাঠ রূপ স্বাধ্যায় এবং যোগ অনুষ্ঠান কর। যোগের অনুষ্ঠান করিয়া পুনরায় ওঁকারের অর্থ মনন কর। স্বাধ্যায় ও যোগসম্পত্তি দ্বারা পরমাত্মার জ্ঞান হয়।

শ্রুতি ইহার সহিত মূর্ত্তি অবলম্বনও করিতে বলেন। শ্রুতিতে সাঙ্গোপাঙ্গ অবতারকেও প্রণবের অউম নাদ বিন্দুর অন্তর্নিবিষ্ট করিতে দেখা যায়।

শ্রুতিতে যেরূপে আত্মদর্শন করিতে হয় তাহার কথঞ্চিৎ আভাস পূর্ব্বে দেওয়া গিয়াছে এখন ভক্তিমার্গে আত্মদর্শন বা ভগবদ্দর্শনের কথা সংক্ষেপে একটু উল্লেখ করা যাউক।

মনে করা হউক আত্মপুরুষ স্বেচ্ছায় মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন এবং তিনি দেখিতেছেন সকল মনুষ্য তাঁহাকে ভাল বাসিতেছে; বলিতেছে তিনি বড় মধুর। এখন এই পুরুষ আপনাকে আপনি যদি দেখিতে চান, আপনাকে আপনি যদি আস্বাদন করিতে চান তবে তিনি কি করেন? একজনকে সকলেই ভালবাসে কিন্তু সকলের ভালবাসা পাইয়া তিনি এই পর্য্যন্ত বুঝিতেছেন যে, তিনি অতি রমণীয় দর্শন। কিন্তু তিনি আপনাকে আপনি ঐ রমণীয় ভাবে দর্শন করিবেন কিরূপে? ভক্তিমার্গের উত্তর এই যে, সকলের মধ্যে যিনি তাঁহাকে বেশী আস্বাদন করেন—যদি ঐ পুরুষ সেই আস্বাদনকারীকে চিন্তা করিতে করিতে আস্বাদন কারীর মত হইয়া যান, তবেই তিনি অন্য হইয়া আপনাকে আস্বাদন করিতে পারেন। এখানে এই পর্য্যন্ত সঙ্কেত করা হইল। ফলে ইহাও যাহা প্রণব অবলম্বন ও তাহাই।

এক্ষণে অবতরণিকার প্রথম অংশ আমরা উপসংহার করিতেছি।

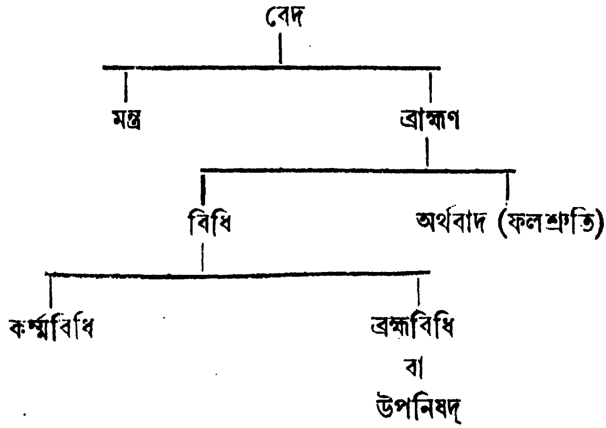
শ্রুতি প্রথম মন্ত্রে এই পরিদৃশ্যমান জগতের সমস্তকেই ওঁ এই অক্ষর স্বরূপ বলিতেছেন। শুধু বর্ত্তমান সমস্তকেই যে বলিতেছেন তাহা নহে। যাহা গত হইয়াছে, যাহা ভবিষ্যতে হইবে, এমন কি যাহা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের অতীত তাহাকেও ওঁকার বলিতেছেন।

কেন বলিতেছেন, কি লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—শ্রুতি মন্ত্র ব্যাখ্যা কালে তাহা আলোচনা করা যাইবে।

দ্বিতীয় মন্ত্রে বলিতেছেন এই পরিদৃশ্যমান সমস্তই ব্রহ্ম। পূর্ব্বে বলিলেন সমস্তই ওঁকার। এখন বলিতেছেন সমস্তই ব্রহ্ম। তাহা হইলেই বলা হইল এই পরিদৃশ্যমান যাহা কিছু তাহা ওঁকার এবং তাহাই ব্রহ্ম। ওঁকার ও ব্রহ্ম একই। দ্বিতীয় মন্ত্রের শেষ অংশে হৃদয়ে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন এই আত্মা ব্রহ্ম। বলা হইল বিশ্ব, ওঁকার, ব্রহ্ম এবং আত্মা—এই সমস্তই এক। পরে বলিতেছেন সেই আত্মা চতুষ্পাদ্। ওঁকারের মাত্রা ও আত্মার পাদের সাদৃশ্য দেখাইয়া ওঁকার অবলম্বনে শ্রুতি দেখাইতেছেন—ওঁকারের সাধনা দ্বারা আত্মদর্শন বা আত্মভাবে স্থিতি বা স্বরূপে বিশ্রান্তি কিরূপে হয়। আমরা গ্রন্থমধ্যে ইহা বুঝিতে প্রয়াস পাইয়াছি। এক্ষণে অবতরণিকার অপরাপর বিষয়গুলি আলোচিত হউক।

(২)

বেদে উপনিষদের স্থান। পূজ্যপাদ সায়নাচার্য্য বেদের মধ্যে উপনিষদের স্থান এইরূপে নির্ণয় করিয়াছেন :—



মন্ত্র ও ব্রাহ্মণাত্মক বাক্যরাশিই বেদ। বেদ ছন্দমত বাক্যেরই নাম।

শব্দ হইতেই এই জগৎ। সকল শব্দকে বেদ বলা যায় না। ছন্দমত শব্দই বেদ।

বেদে প্রধানতঃ কতকগুলি মন্ত্র আছে এবং কতকগুলি ব্রাহ্মণ আছে। বেদের মন্ত্রভাগের প্রয়োজন যজ্ঞসম্পাদন। "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ" যজ্ঞকে বিষ্ণু নামেও অভিহিত করা যায়। আবার যজ্ঞ দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়। চিত্তশুদ্ধি হইলে জ্ঞান লাভ করা যায়।

বেদের ব্রাহ্মণভাগে মন্ত্রগুলির অর্থ এবং কোথায় মন্ত্র প্রয়োগ করিতে হয় তাহার বিধি আছে।

বেদ গদ্যপদ্যময়। বৈদিক গদ্যগুলির নাম ব্রাহ্মণ বা নিগদ, বৈদিক পদ্যগুলির নাম ঋক্ বা মন্ত্র।

বৈদিক মন্ত্রের ছন্দ প্রধানতঃ সাতটি। গায়ত্রী, উষ্ণিক, অনুষ্টুভ, বৃহতী, পঙ্‌ক্তি, ত্রিষ্টুভ ও জগতী। গায়ত্রী ছন্দ ত্রিপদী। এক এক চরণে আটটি করিয়া অক্ষর। ২৪ অক্ষরে গায়ত্রী ছন্দ। চতুর্ব্বিংশত্যক্ষরা বৈ গায়ত্রী। গায়ত্রী ছন্দে ব্রাহ্মণের জন্ম। গায়ত্রীর ছন্দের ২৪ অক্ষরের উপর আর ৪টি অক্ষর বাড়াইলে উষ্ণিক ছন্দ হয়। এইরূপে চারি চারি অক্ষর বাড়াইয়া গেলে অন্য অন্য ছন্দগুলি পাওয়া যায়। জগতীছন্দ ৪৮ অক্ষর বিশিষ্ট।

ব্রাহ্মণভাগের যে গুলি বিধি, তাহা ভিন্ন কোন্ যজ্ঞের কি ফল, কোন্ যজ্ঞ সম্পাদনে কোন্ গতি লাভ করা যায়, এইরূপ অর্থবাদ বা স্তুতিও আছে। ইহাই অর্থবাদ। ইহাকে ফলশ্রুতিও বলা যায়।

বিধির মধ্যে কতকগুলি কর্ম্মবিধি কতকগুলি ব্রহ্মবিধি। ব্রহ্মবিধি-গুলিই উপনিষদ্। উপনিষদ্ কি এবং উপনিষদ্ দ্বারা জীবনের কোন্ কার্য্য সাধিত হয় আমরা পরে আলোচনা করিতেছি; এখানে প্রসঙ্গ-ক্রমে বেদাঙ্গগুলিও উল্লেখ করিতেছি।

বেদ ষড়ঙ্গ

শিক্ষাকল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দসাং চিতি।
জ্যোতিষাময়নং চৈব বেদাঙ্গানি বদন্তি ষট্॥

(১) শিক্ষা—এই শাস্ত্র বর্ণ-উচ্চারণবিধি শিক্ষা দেয়। ইহা দ্বারা বেদ পাঠের বিধি জানা যায়।

(২) কল্প—সমস্ত যজ্ঞাদি কর্ম্ম করিবার রীতি ইহাতে লিখিত।

(৩) ব্যাকরণ—ইহাতে বেদের শব্দ সমূহের শুদ্ধতার জ্ঞান হয়।

"ব্যাকরণমস্যাঃ প্রথমং শীর্ষং ভবতি"।

(৪) নিরুক্ত—ইহাতে বেদের কঠিন শব্দসমূহের ব্যুৎপত্তিলব্ধ অর্থ লিখিত আছে।

(৫) ছন্দ—ইহাতে অক্ষর মাত্রাবৃত্তের জ্ঞান হয়।

(৬) জ্যোতিষ—যজ্ঞাদি কোন্ সময়ে করিতে হইবে সেই কাল-নিরূপক শাস্ত্র।

প্রজাপতি ব্রহ্মা তপস্যা দ্বারা পৃথিবীর সার অগ্নি, অন্তরীক্ষের সার বায়ু এবং স্বর্গের সার আদিত্য গ্রহণ করিলে পরে অগ্নি হইতে ঋগ্বেদ, বায়ু হইতে যজুর্ব্বেদ এবং আদিত্য হইতে সাম বেদ উদ্ধার করেন। ঋগ্বেদ হইতে অ, যজুর্ব্বেদ হইতে উ এবং সাম বেদ হইতে ম—এই অ উ ম মিলিয়া ওঁকার হইয়াছে।

অকারং চাপ্যুকারঞ্চ মকারঞ্চ প্রজাপতিঃ।
বেদত্রয়ান্নিরদুহদ্ ভূর্ভুবঃ স্বরিতীতি চ॥

মনু বৃহদ্বিষ্ণুশ্চ।

উপবেদ

(১) গন্ধর্ব্ববেদ বা সঙ্গীত শাস্ত্র—ইহা সাম বেদের উপবেদ।

(২) আয়ুর্ব্বেদ বা বৈদ্যক শাস্ত্র—ইহা ঋগ্বেদের উপবেদ।

(৩) ধনুর্ব্বেদ—ইহা যজুর্ব্বেদের উপবেদ।

(৪) শিল্পবিদ্যা—ইহা অথর্ব্ববেদের উপবেদ।

[হিন্দুশাস্ত্র, (র, দ,) অবলম্বনে লিখিত]

বেদ ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ :—বেদে ব্রাহ্মণসমূহে মন্ত্রের অর্থ, যজ্ঞের নিয়ম, যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও ক্রিয়া কলাপের আলোচনা আছে—পূর্ব্বে ইহা বলা হইল। প্রত্যেক বেদেই ব্রাহ্মণ ভাগ আছে।

ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণ—(১) শাঙ্খায়ন বা কৌষীতকী ব্রাহ্মণ।
(২) ঐতরেয় ব্রাহ্মণ।

সামবেদের ব্রাহ্মণ—(১) তাণ্ড্য ব্রাহ্মণ।
(২) ষড়্‌বিংশ ব্রাহ্মণ।
(৩) মন্ত্র ব্রাহ্মণ ইত্যাদি।

কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় ব্রাহ্মণ—(১) তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ।
(মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ প্রায় একসঙ্গে)

শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় ব্রাহ্মণ—(১) শতপথ ব্রাহ্মণ।

অথর্ব্ববেদের ব্রাহ্মণ—(১) গোপথ ব্রাহ্মণ।

ব্রাহ্মণের যে অংশ অরণ্যে পাঠ করিতে হয়, তাহার নাম আরণ্যক। "অরণ্যেঽনূচ্যমানত্বাদারণ্যকম্" শঙ্কর। উপনিষদ্ আরণ্যকেরই অংশ।

আরণ্যকগুলি গভীর তত্ত্বালোচনাপূর্ণ। আর উপনিষদ্ অংশে সৃষ্টি-ব্যাখ্যা, জীবের জন্মকথা এবং বিশেষ ভাবে পরমাত্মার কথা দৃষ্ট হয়।

চতুর্ব্বেদে ১০৮ খানি উপনিষদ্ আছে। মুক্তিকোপনিষদে ইহার একটি তালিকা দৃষ্ট হয়। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য চারি বেদের প্রধান প্রধান যে যে উপনিষদের ভাষ্য করিয়াছেন তাহা এই :—

ঋগ্বেদীয় উপনিষদ্—(১) কৌষীতকী উপনিষদ্। কৌষীতকী আরণ্যকে যে ১৫টি অধ্যায় আছে তাহার মধ্যে তৃতীয় হইতে ষষ্ঠ অধ্যায় পর্য্যন্ত কৌষীতকী উপনিষদ্।

(২) ঐতরেয় উপনিষদ্—ঐতরেয় আরণ্যকের যে ৫টি ভাগ আছে তন্মধ্যে দ্বিতীয় আরণ্যকের ৪ হইতে ৬ অধ্যায়কে ঐতরেয় উপনিষদ্ বলে।

সামবেদীয় উপনিষদ্—(১) ছান্দোগ্য উপনিষদ্—সামবেদীয় কৌথুমী শাখার ব্রাহ্মণে যে ৪০টি ভাগ আছে,

তন্মধ্যে শেষের ভাগকে বলে ছান্দোগ্য উপনিষদ্।

(২) কেন উপনিষদ্ বা তলবকার উপনিষদ্।

কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় উপনিষদ্—(১) তৈত্তিরীয় উপনিষদ্—তৈত্তিরীয় আরণ্যকে যে দশটি প্রপাঠক আছে, তন্মধ্যে ৭।৮।৯ প্রপাঠককে তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ বলে।

(২) কঠ উপনিষদ্।

(৩) শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্।

শুক্লযজুর্ব্বেদীয় উপনিষদ্—(১) ঈশাবাস্য উপনিষদ্।

(২) বৃহদারণ্যক উপনিষদ্। শুক্লযজুর্ব্বেদের কাণ্ব-শাখার শতপথ ব্রাহ্মণে ১৪টি কাণ্ড আছে। চতুর্দ্দশ কাণ্ডকে আরণ্যক বলে। এই আরণ্যকের শেষ ছয় অধ্যায় হইতেছে বৃহদারণ্যক উপনিষদ্।

অথর্ব্ববেদীয় উপনিষদ্—অথর্ব্ববেদের উপনিষদ্ ৫২টি। ইহাদের মধ্যে ভগবান্ শঙ্কর তিন খানির মাত্র ভাষ্য করিয়াছেন।

(১) মাণ্ডূক্য উপনিষদ্।

(২) মুণ্ডক উপনিষদ্।

(৩) প্রশ্ন উপনিষদ্।

এই পর্য্যন্ত আমরা বেদ সম্বন্ধে কতকগুলি সংবাদ মাত্র সংগ্রহ করিলাম। এক্ষণে কাজের কথা আলোচনা করিব।

(৩)

উপনিষদে কি আছে? পূর্ব্বে অতি সংক্ষেপে উপনিষদে কি আছে তাহা বলা হইয়াছে। এখানে আবার বলি জ্ঞান সম্বন্ধে যাহা কিছু ত্রিজগতে আছে সমস্তই উপনিষদে আছে। ভগবান্ শঙ্কর যে

বারখানি উপনিষদের ভাষ্য করিয়াছেন বলিয়া যাহারা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে তাহাতে (১) কোথাও ব্রহ্মনিরূপণ। (২) কোথাও ব্রহ্মজ্ঞান নিরূপণ। (৩) কোথাও ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন বিবেক, বৈরাগ্য, গুরুভক্তি, সত্যসম্ভাষণ, ব্রহ্মচর্য্যাদির নিরূপণ আছে। (৪) কোথাও ব্রহ্মজ্ঞানের ফল জীবন্মুক্তির কথা আছে। (৫) কোথাও বা বিদেহমুক্তির কথা বলা হইয়াছে।

(৪)

উপনিষদ্ কাহাকে বলে? অর্থ কি? অধিকারী কে? ব্রহ্ম ও আত্মার অভেদত্ব প্রতিপাদক যে বিদ্যা তাহার নাম উপনিষদ্। "উপনিষীদতি প্রাপ্নোতি ব্রহ্মাত্মভাবোঽনয়া," "যে বিদ্যা দ্বারা ব্রহ্মকে আত্মভাবে পাওয়া যায় তাহাই উপনিষদ্। অথবা "উপনিষীদতি শ্রেয়োঽস্যামিত্যুপনিষদ্"। সদ্ ধাতু বিশরণ গতি অবসাদন (নাশ) অর্থে ব্যবহৃত হয়। "উপ নি পূর্ব্বস্য সদেস্তদর্থত্বাত্তাদর্থ্যাদ্ গ্রন্থোঽপ্যুপনিষদুচ্যতে" শঙ্করঃ। উপ পূর্ব্বক নি পূর্ব্বক সদ্ ধাতু ক্বিপ্ করিয়া উপনিষদ্ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। উপ = সমীপে; নি = নিশ্চয় বা নিরন্তর; সদ্ ধাতু নিবৃত্তি অথবা প্রাপ্তি। তুমি অতি সমীপে (উপ) ইহা নিশ্চয় করিয়া দিয়া (নি) যে বিদ্যা সংসার সাদন (সদ্) অথাৎ সংসার নিবৃত্তি করে তাহাই উপনিষদ্; অথবা মুমুক্ষের সমীপে নিশ্চয় পূর্ব্বক অভেদ ভাবে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত করে যে বিদ্যা তাহাই উপনিষদ্। "ব্রহ্মপ্রাপ্তো বিরজোঽভূদ্বিমৃত্যুঃ।" কঠবল্লী।

উপনিষদ্‌কে ব্রহ্মবিদ্যা বলা হয়। ইহা বেদশীর্ষ; শ্রুতিশির। "ব্রহ্মৈকাক্ষরমর্থ্যতাং শ্রুতিশিরোবাক্যং সমাকর্ণ্যতাম্।" ভগবান্ শঙ্কর আবার বলিতেছেন "বাক্যার্থশ্চ বিচার্য্যতাং শ্রুতিশিরঃ পক্ষঃ সমাশ্রীয়তাম্।"

উপনিষদ্ যেমন ব্রহ্মকে নিকটে আনয়ন করেন, সেইরূপ অবিদ্যাদি সংসারবীজও ধ্বংস করেন। শঙ্কর বলেন—"সংসার নিবিবৃৎসুভ্যঃ সংসার-হেতু-নিবৃত্তি সাধন ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিদ্যা প্রতিপত্তয়ে। সেয়ং

ব্রহ্মবিদ্যোপনিষচ্ছব্দবাচ্যা তৎপরাণাং সহেতোঃ সংসারস্যাত্যন্তাবসাদনাৎ।"

ভাবার্থ এই—যাঁহারা সংসার নিষ্কৃতি লাভে ব্যাকুল তাঁহারা ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব সাধন করিতে পারিলেই সমস্ত দুঃখের হাত হইতে এড়াইতে পারেন। ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব সাধন বিদ্যাই উপনিষদ্। এই বিদ্যা দ্বারা মিথ্যাজ্ঞান ও সংসার যুগপৎ ধ্বংস হয় বলিয়া, উপনিষদ্কে ব্রহ্মবিদ্যা বলে। এই বিদ্যা মুমুক্ষুগণের সমীপে পরমাত্মাকে নিশ্চয়রূপে আনায়ন করেন বলিয়া ইনি উপনিষদ্।

উপনিষদ্ পাঠ করিলেই সমস্ত হইল না। উপনিষদ্ শ্রবণ মনন দ্বারা বিদ্যা লাভ করা চাই। "আয়ুর্বৈ ঘৃতং" ঘৃতই আয়ু, বৈদ্যক শাস্ত্রে পড়িয়া ইহা জানিয়া রাখিলে শুধু হইল না, ঘৃত খাওয়া চাই। সেই জন্য উপনিষদের অধিকারী হওয়া আবশ্যক।

অধিকারী হইতে হইলে—দৃষ্ট এবং শ্রুত বিষয়ে যাঁহার বৈরাগ্য জন্মিয়াছে, ইহলোক ও পরলোকের উত্তম মধ্যম ভোগ বিষয়ে যে অশেষ বৈরাগ্যবান্ পুরুষ মোক্ষ ইচ্ছা করেন, উপনিষদ্ বিদ্যার তিনিই অধিকারী। উপনিষদের বেদ্য বিষয় পরমাত্মা। তাঁহাকে জানাই দুঃখ নিবৃত্তি ও পরমানন্দ প্রাপ্তি। "**নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।**" মুক্তির আর অন্য পথ নাই।

(৫)

উপনিষদের প্রয়োগ—**উপনিষদং ভো ব্রূহীত্যুক্তা ত উপনিষদ্ ব্রাহ্মীং বাব ত উপনিষদমব্রূমেতি।** কেনোপনিষদ্। ৪।৩২।৭॥

হে ভগবন্! উপনিষদ্ বলুন। এই প্রকার জিজ্ঞাসুর প্রশ্নে আচার্য্য বলিতেছেন—"**উক্তা ত উপনিষদ্** "তে উপনিষদ্ উক্তা" তোমাকে উপনিষদ্ বলা হইয়াছে। হে প্রভো! কোন্ উপনিষদ্ বলা হইল "**ব্রাহ্মীং বাব ত উপনিষদমব্রূমেতি।**" "বাব ব্রাহ্মীং উপনিষদং তে অব্রূম্ ইতি।" প্রসিদ্ধ ব্রহ্মবিষয়ক উপনিষদ্ তোমাকে বলিয়াছি। প্রশ্নের অভিপ্রায় এই যে আচার্য্যের নিকট শ্রবণ করা হইলেও পুনঃ

পুনঃ জিজ্ঞাসা, পুনঃ পুনঃ শ্রবণ, পুনঃ পুনঃ বিচার ভিন্ন এই ব্রহ্মবিদ্যা বীর্য্যবতী হয়েন না।

(৬)

ব্রহ্মবিদ্যা-প্রাপ্তির উপায়—কেন শ্রুতি বলেন---

তস্যৈ তপো দমঃ কর্ম্মেতি প্রতিষ্ঠা বেদাঃ সর্বাঙ্গানি সত্যমায়তনম্ ॥

৪।৩৪।৮

ব্রহ্মবিদ্যা-প্রাপ্তি জন্য তপ দম কর্ম্ম প্রভৃতি উপায় আছে। অগ্নিহোত্রাদি বিহিত কর্ম্ম আগন্তুক পাপনাশক, কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি ব্রত বর্ত্তমান পাপনাশক এবং দম অর্থাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয় জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মনকে আপন আপন বিষয় হইতে নিগ্রহ করা—ইত্যাদি উপায়ে উপনিষদ্দেবীর কৃপা লাভ করা যায়। এইজন্য বলা হইল তপ, দম ও কর্ম্ম ব্রহ্মবিদ্যা লাভের প্রথম উপায়।

"**সর্বাঙ্গানি সহ বেদঃ প্রতিষ্ঠা**"—সর্ব্ব ষড়ঙ্গ সহ বেদ এই উপনিষদ্ বিদ্যার চরণ। অর্থাৎ উপনিষদ্ বিদ্যাই শিরোবিদ্যা—শিক্ষা কল্পাদি কর চরণের ন্যায় ইঁহার অধো অঙ্গ। "**সত্যমায়তনম্**" ব্রহ্মবিদ্যার নিবাসস্থান সত্য। যেখানে সত্য আছে, অমায়িকতা আছে, অকুটিলতা আছে, কায় বাক্য মনে যিনি সত্যপরায়ণ, তাঁহার দেহেই ব্রহ্মবিদ্যা বাস করেন।

শেষকথা—জরা ও মরণের মত ক্লেশকর আর কি কিছু আছে? জরা মরণের যাতনা হইতে যিনি পরিত্রাণ করিতে পারেন তাঁহা হইতে হিতকারী বা হিতকারিণী আর কেহ নাই। যিনি জরা মরণের দারুণ যাতনা হইতে পরিত্রাণ লাভের ইচ্ছা করেন—যিনি সত্য সত্যই জগতের ক্ষণস্থায়িত্ব দেখিয়া সদাই ব্যথিত, আজ যাহাকে অতি আদরে আলিঙ্গন, কাল তাহাকে নিতান্ত বিষণ্ণ ভাবে শ্মশানে আনিয়া তাহার মুখাগ্নি—সংসারের এই মর্ম্মভেদী দুঃখে ব্যথিত হইয়া যিনি মৃত্যু-সংসার-সাগর অতিক্রম করিতে ইচ্ছা করেন, তিনিই উপনিষদ্ অবলম্বন করিবেন। যাঁহার চিত্ত এখনও ভোগের পশ্চাতে ঘুরিতেছে—ক্ষণস্থায়ী হইলেও

যিনি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া এক ভোগেরই ব্যবস্থা করেন, তাঁহার জন্য ব্রহ্মবিদ্যা আগমন করেন না। এক কথায় সংসারের প্রকৃত রূপ দেখিয়া যিনি ব্যথিত, ভোগের সর্ব্বনাশকর ফলাফল দেখিয়া যিনি ভীত, সেইরূপ বৈরাগ্যবান্ মুমুক্ষু, উপনিষদের শীতল ছায়ায় অন্তঃশীতল হইতে পারিবেন। যিনি শাস্ত্রে যাহা ভাল দেখেন, কিন্তু তাহা জীবনে আচরণ করিতে ইচ্ছা করেন না অথবা পারেন না, তাঁহার জন্য উপনিষদ্ নহে। যিনি কপট, যিনি শাস্ত্রশ্রদ্ধাশূন্য, যিনি ধর্ম্মধ্বজী, যিনি জম্বুক-ধর্ম্মী, যিনি অন্যকে কঠোর করিতে উপদেশ দেন কিন্তু নিজে ভোগ-বিলাস ত্যাগ করিতে চেষ্টা করেন না—উপনিষদ্ তাঁহার নিকট আত্ম-প্রকাশ করেন না।

একদিকে অনিষ্ট পরিহার অন্যদিকে অভীষ্ট ফলপ্রাপ্তি; একদিকে সর্ব্বদুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি অন্যদিকে পরমানন্দ প্রাপ্তি; ইহারই জন্য বেদ।

বেদে দুই প্রকার বিদ্যার উল্লেখ আছে। (১) পরা (২) অপরা। নিখিল বেদের সম্পূর্ণ কর্ম্মকাণ্ড অপরা বিদ্যা; কিন্তু যদ্দ্বারা অবিনাশী ব্রহ্মের জ্ঞান হয় তাহা পরা বিদ্যা।

সংহিতা সমূহে কোথাও কোথাও জ্ঞানের বর্ণনা আছে সত্য, কিন্তু জ্ঞানের সম্পূর্ণ মূর্ত্তি আরণ্যকের অন্তর্গত উপনিষদেই দৃষ্ট হয়। মন্ত্র ব্রাহ্মণ ও আরণ্যকের অন্য ভাগসমূহে যে কর্ম্মকাণ্ডের বিধি আছে তাহা চিত্তশুদ্ধি জন্য। নিষ্কামভাবে কৃত হইলে এই কার্য্যে ভগবদনুরাগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া যত সত্বরে চিত্তশুদ্ধি লাভ হয় সেরূপ আর অন্য কোন কর্ম্মে হয় না। মন্ত্র, ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক সমূহকে এই জন্য কর্ম্মকাণ্ড বলে। উপনিষদ্সমূহ জ্ঞানকাণ্ড। উপাসনা কাণ্ড কর্ম্ম-কাণ্ডের অন্তর্গত। কর্ম্মকাণ্ড, উপাসনাকাণ্ড, ও জ্ঞানকাণ্ড এই হইতেছে বেদের বিভাগ। যাঁহারা বলেন বেদের উপাসনাকাণ্ডই শ্রেষ্ঠ, কর্ম্ম ও জ্ঞানকাণ্ড সেই উপাসনাকাণ্ড প্রাপ্তি জন্য অর্থাৎ যাঁহারা উপাসনাকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করিতে গিয়া জ্ঞানকে নিম্নে আনয়ন করেন,

তাঁহারা বেদের প্রকৃত অভিপ্রায়কে চাপিয়া রাখিয়া নিজ সম্প্রদায়কে প্রবল করিতে চাহেন। এরূপ মনুষ্য কৃপাপাত্র সন্দেহ নাই।

আবার বলি বৈরাগ্যবান্ পুরুষ শম দমাদি সাধন সম্পন্ন হইলে ব্রহ্মবিদ্যার প্রভাব যথার্থরূপে অনুভব করিতে পারেন। যাঁহার অন্তঃকরণ ভোগের জন্য ব্যাকুল—ভোগ যাঁহার নিকটে এখনও রুচিকর, সংসারের বীভৎস রূপ দেখিয়া এখনও যাঁহার ভোগে অরুচি হয় নাই, তাঁহার মলিন অন্তরে ব্রহ্ম ও আত্মার একত্বজ্ঞান সম্ভবপর নহে। এই জন্য প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পূর্ব্ব পাপ ক্ষয়, অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ ও অন্তর্যজ্ঞ দ্বারা আগন্তুক পাপ নাশ, কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি দ্বারা বর্ত্তমান পাপ নাশ—এইরূপে পাপ ক্ষয় করিয়া ইন্দ্রিয় ও মনোনিগ্রহরূপ সাধনা করিলে ব্রহ্মবিদ্যার রূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

যে পুরুষ বৈরাগ্যবান্ নহেন তাঁহার উপায় কি কিছু আছে ?

আছে বৈকি। উপনিষদাদি গ্রন্থ আত্মতত্ত্ব প্রতিপাদক। আত্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে সকলের ইচ্ছা হয় না। সংসারে নানাপ্রকারে বিড়ম্বিত হইয়া ইহারা যখন ব্যাকুল হয় তখনই ইহাদের পরিবর্ত্তনের সময় আইসে। বুদ্ধিমান্ লোক অন্যের দেখিয়া সাবধান হয়েন কিন্তু ভূতে পশ্যন্তি বর্ব্বরাঃ। যাহারা বর্ব্বর তাহারা বহুবহু বার তিরস্কৃত হইয়া তবে চেতনা প্রাপ্ত হয়। জন্ম জন্মান্তরের পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা যাহাদের পাপ অন্তগত হইয়াছে "যেষাং অন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্" সেইরূপ ব্যক্তির আত্মতত্ত্ব জানিতে অভিলাষ হয়। যাঁহারা আজ পর্য্যন্ত কুপথে আছেন, নিরন্তর দুঃখভোগ করিতে করিতে যাঁহারা আর কিছুতেই সুখ পান না—তাঁহাদের ত সংসারের সমস্ত বস্তুই ভোগ করিয়া দেখা হইয়াছে কেবল ধর্ম্মপথটি মাত্র বাকি আছে। এইরূপ ব্যক্তির বর্ণাশ্রমধর্ম্ম অবলম্বন করা আবশ্যক।

স্বধর্ম্মাশ্রমধর্ম্মেণ তপসা হরিতোষণাৎ।
সাধনং প্রভবেৎ পুংসাং বৈরাগ্যাদি চতুষ্টয়ম্॥

অপরোক্ষানুভূতি।

বর্ণাশ্রম পালনরূপ তপস্যা দ্বারা যাঁহারা শ্রীহরিকে সন্তুষ্ট করিতেছেন—শ্রীভগবানের প্রীতি সাধন জন্য—শ্রীভগবানে অনুরাগ বৃদ্ধি জন্য যাঁহারা যথাপ্রাপ্ত জীবসেবায় ঈশ্বরসেবা হয় ভাবনা করিতে পারেন, সংসারের কার্য্যে ঈশ্বরসেবা করিতেছি মনে করিয়া সংসারের কুটিল ব্যবহার, সংসারের নিষ্ঠুরতা, স্ত্রীপুত্র কন্যাদির অকৃতজ্ঞতা অক্ষুণ্ণ মনে সহ্য করিয়া যাইতেছেন; আপন আপন বর্ণ ও আশ্রম মত কর্ম্ম যাঁহারা নিষ্কামভাবে করিয়া যাইতেছেন, তাঁহাদেরই বিবেক, বৈরাগ্য, শম দমাদি ষট্‌সম্পত্তি এবং মুমুক্ষুত্ব এই সাধন-চতুষ্টয় লাভের ইচ্ছা হয়। এই ইচ্ছা জন্মিলে তবে জ্ঞাননিষ্ঠা হয়, তখন প্রত্যহ উপনিষদ্ শ্রবণ ও মনন করিতে রুচি জন্মে। নতুবা উপনিষদাদি অধ্যাত্ম গ্রন্থ, যোগবাশিষ্ঠ, গীতা, অধ্যাত্মরামায়ণ, শ্রীমদ্ভাগবত ইত্যাদি ব্রহ্মবিদ্যার গ্রন্থ একবার মাত্র পাঠ করিয়া যিনি মনে করেন "পাঠ ত করা হইয়াছে" শাস্ত্র তাঁহাদিগকে নিতান্ত অধম বলেন।

শাস্ত্র বলেন ঃ—

যস্ত্বেকবারমালোক্য দৃষ্টমিত্যেব সন্ত্যজেৎ।
ইদং স নাম শাস্ত্রেভ্যো ভস্মাপ্যাপ্নোতি নাধমঃ॥

যো, নি, উ, ১৬৩।৪৯

এই সমস্ত শাস্ত্র একবার দেখিয়াই "দেখা হইয়াছে" বলিয়া যাহারা ত্যাগ করে, সেই সমস্ত অধম ব্যক্তি এই সমস্ত শাস্ত্র হইতে ভস্মও প্রাপ্ত হয় না।

বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ভিতর দিয়া না গেলে কি ব্রহ্মজ্ঞান হয় না? শ্রুতিতে দেখা যায় রৈক্কবা ও চক্রবী প্রভৃতি অনাশ্রমী থাকিয়াও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন।

শ্রুতিতে এ দৃষ্টান্ত আছে, ইহা কিন্তু বিশেষ দৃষ্টান্ত। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে যাঁহাদের কর্ম্ম করা থাকে, পরজন্মে একেবারেই তাঁহাদের জ্ঞাননিষ্ঠায় রুচি হয়। যাঁহাদের অহং অভিমান নাই, বিষয়ে রাগ দ্বেষ

নাই, ভোগে রুচি নাই, সুখ্যাতি অখ্যাতিতে হর্ষামর্ষ হয় না, নানাপ্রকার সদনুষ্ঠান করিয়াও যাঁহাদের আত্মশ্লাঘা হয় না—তাঁহারাই জ্ঞানানুষ্ঠানের যোগ্য পাত্র। এরূপ ব্যক্তি বর্ণাশ্রমের বাহিরে।

প্রথমে পরীক্ষা করিয়া দেখ তোমার চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে কি না, ঈশ্বরে সর্ব্বদা চিত্ত একাগ্র কিনা, ঈশ্বর-চিন্তা ভিন্ন অন্য চিন্তায় তোমার রুচি নাই কি না, সমস্তই মায়িক, সমস্তই মিথ্যা, শ্রীভগবান্ মাত্র সত্য ইহা নিশ্চয় হইয়াছে কি না "অহং বদ্ধো বিমুক্তঃ স্যামিতি যস্যাস্তি নিশ্চয়ঃ" আমি বদ্ধ, আমি বিমুক্ত হইব ইহা তোমার নিশ্চয় হইয়াছে কি না, যদি হইয়া থাকে তবে তুমি জ্ঞানানুষ্ঠানে কৃতকার্য্য হইবে নতুবা জ্ঞানমার্গে ভস্মও লাভ হইবে না। এই জন্য বেদান্ত সাধারণ নিয়ম বলিতেছেন—বর্ণাশ্রমাচারত্যাগী উপাসক অপেক্ষা, বর্ণাশ্রমাচার-বিশিষ্ট উপাসক শ্রেষ্ঠ। অতস্ত্বিতরজ্জ্যায়ো লিঙ্গাচ্চ। ৩। ৪। ৩৯। ত্যাগ অপেক্ষা আশ্রমে বাস শ্রেষ্ঠ। ঋষিগণ এরূপ সতর্ক ছিলেন যে, নিজের অবস্থা উন্নত হইলেও তাঁহারা লোকশিক্ষার জন্য বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেন। লৌকিকাচার কখনও লঙ্ঘন করিতেন না— "তথাপি লৌকিকাচারো মনসাপি ন লঙ্ঘয়েৎ"।

বলা হইল শাস্ত্রমত কার্য্য করিয়া উপনিষদাদি পাঠের উপযুক্ত হইয়া নিত্য ইহার শ্রবণ ও মনন আবশ্যক। যখন গুরু ও শাস্ত্রমুখে শ্রুত বাক্য-স্পন্দন মনে প্রতিষ্ঠিত হইবে, আবার যখন মনে প্রতিষ্ঠিত গুরু ও বেদান্ত বাক্য ও তদর্থ বাক্যে স্পন্দিত হইয়া বাহির হইবে; যখন বাক্যে শাস্ত্র কথা স্তব স্তুতি অথবা মন্ত্রজপ উচ্চারিত হইলেও মন অসম্বন্ধ প্রলাপ আর উচ্চারণ করিবে না--বাক্য জপ করিতেছে, সন্ধ্যা উপাসনা উচ্চারণ করিতেছে কিন্তু মন বিষয় লইয়া অসম্বন্ধ প্রলাপ বকিতেছে--এরূপ আর হইতেছে না তখন জানিও শাস্ত্র কৃপা করিয়াছেন। বাক্য মনে প্রতিষ্ঠা ও মন বাক্যে প্রতিষ্ঠা জন্য ঋষিগণ কার্য্যারম্ভেই যে শান্তিপাঠ মন্ত্র উচ্চারণ করিতেন তাহা পরে আলোচনা করিতেছি। ইহার পূর্ব্বেই আমরা মাণ্ডুক্য উপনিষদের জ্ঞাতব্য বিষয় অল্প কথায় অবতারণা করিতেছি।

মাণ্ডূক্য উপনিষদে কি আছে? মাণ্ডূক্য উপনিষদে ওঁকারের স্বরূপ যাহা তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে এবং ব্রহ্ম ও আত্মা যে অভেদ এই অভেদত্ব নিরূপিত হইয়াছে। আগম, বৈতথ্যাখ্য, অদ্বৈতাখ্য এবং অলাত শান্তাখ্য এই চারি প্রকারণে ওঁকার স্বরূপ সুন্দররূপে নিরূপণ করা হইয়াছে।

মাণ্ডূক্য নাম কেন? মণ্ডূকঋষি দ্বারা মানুষ্যলোকে প্রকটিত বলিয়া এই উপনিষদের নাম মাণ্ডূক্য উপনিষদ্। কেহ বলেন মণ্ডূক অর্থ ভেক। ভেক যেমন প্রায় তিন লম্ফ ত্যাগে জল প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ আত্মারূপী ভেক জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তি—এই তিন লম্ফ দ্বারা আপন নিরুপাধি ব্রহ্মস্বরূপ তুরীয় অবস্থা লাভ করেন বলিয়া এই উপনিষদের নাম মাণ্ডূক্য।

আত্মজ্ঞান লাভ করিতে যিনি ইচ্ছুক তিনি এই উপনিষদ্ আশ্রয়ে যথার্থ বিচারবান্ হয়েন। সেই বিচারবলে প্রথমে জাগ্রদবস্থাদি প্রথম পাদ রূপ স্থান ত্যাগ করিয়া স্বপ্নাবস্থারূপ দ্বিতীয় ভূমিকা প্রাপ্ত হয়েন; পরে স্বপ্নস্থান রূপ দ্বিতীয়পাদ অতিক্রম করিয়া সুষুপ্তি অবস্থারূপ তৃতীয় পাদ লাভ করেন; আবার ঐ অবস্থা পার হইয়া আপনার প্রকৃত স্বরূপ তুরীয়পাদ প্রাপ্ত হয়েন এবং পরমানন্দস্বরূপে স্থিতি লাভ করেন। **শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ।** পরমশান্ত শিবস্বরূপ অদ্বৈত এই তুরীয় ব্রহ্মই আত্মার যথার্থ স্বরূপ। আত্মরূপ মণ্ডূককে সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তি ও পরানন্দপ্রাপ্তিরূপ জল প্রাপ্ত করাইতে পারেন বলিয়া এই উপনিষদের নাম মাণ্ডূক্য।

মাণ্ডূক্য উপনিষদের কি কিছু বিশেষত্ব আছে? "মাণ্ডূক্যমেকমেবালং মুমুক্ষূণাং বিমুক্তয়ে।" মুমুক্ষুগণের মুক্তি সাধনে একমাত্র মাণ্ডূক্যই যথেষ্ট। ইহাতে যাঁহাদের মুক্তি না হয় তাঁহাদের জন্য ১০ খানি উপনিষদ্ আবশ্যক। **তথাপ্যসিদ্ধং চেজ্জ্ঞানং দশোপনিষদং** পঠ। মুক্তিকোপনিষদে ইহার উল্লেখ আছে।

মাণ্ডূক্য শ্রুতি কেবল ওঁকারের ব্যাখ্যা। ইহা প্রণবের উপাসনা জন্য। ব্রহ্ম ও আত্মার অভেদত্ব প্রতিপাদন ভিন্ন অন্য কোন কথা এই শ্রুতিতে নাই। এই কারণে মাণ্ডূক্যকে সমস্ত উপনিষদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ উপনিষদ্ বলা হয়। অন্যান্য বহু উপনিষদে, ব্রহ্ম ও আত্মার অভেদত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে সত্য কিন্তু সৃষ্টিতত্ত্ব, উপাসনাতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ও ঐ সমস্ত উপনিষদে দৃষ্ট হয়। মাণ্ডূক্য কেবল মাত্র ওঁকারকে প্রতিপাদন করিতেছেন। এই শ্রুতি কেবল মাত্র ব্রহ্ম ও আত্মার অভেদতা বোধক বলিয়া ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

শ্রেষ্ঠতার দ্বিতীয় কারণ এই যে, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য মহারাজের পরমগুরু শ্রীগৌড়পাদাচার্য্যের এককারিকা এই শ্রুতির উপর দৃষ্ট হয়। মাণ্ডূক্য উপনিষদের অর্থ বোধ জন্য গৌড়পাদাচার্য্য বিশেষ সুবিধা করিয়া দিয়াছেন।

যাঁহাদের শিক্ষা-সম্প্রদায় শুদ্ধ, তাঁহারাও বলেন "আমি অল্পজ্ঞ এই উপনিষদ্ বুঝিতে গিয়া যদি কোনও অনুচিত বলা হইয়া থাকে তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।" কৃতবিদ্য লোকেও যখন এইরূপ বলিয়াছেন, তখন মাদৃশ অধিকারীর অধিক আর কি বলিবার আছে? এই মাত্র বলি—আমি বুঝাইবার প্রয়াস করিতেছিনা, বুঝিতেই প্রয়াস পাইতেছি। পদে পদে আমার দোষ হওয়ারই সম্ভব। সকলের কৃপাই আমার ভিক্ষা। ঈশ্বর সর্ব্বত্র আছেন ইহা স্মরণ রাখিয়া যথাসাধ্য জনসেবাও লক্ষ্য। এই কর্ম্মেও যদি শ্রীভগবদানুরাগ জন্মে তাহাই আমার পরম লাভ।

শান্তিপাঠ ভূমিকা।

উপনিষদ্ ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিপাদক গ্রন্থ। তত্ত্ববিদ্যা প্রতিপাদক গ্রন্থ পাঠে প্রবৃত্ত হইবার সময়ে গ্রন্থের আদিতে ও অন্তে বিদ্যোৎপত্তির বিঘ্ন দূর করিবার জন্য শান্তি-মন্ত্র পাঠ করা আর্য্যঋষিগণের নিয়ম ছিল। গুরুপরম্পরাক্রমে এই নিয়ম রক্ষিত হইয়া আসিতেছে।

শান্তিপাঠ মন্ত্রগুলি পরম পুরুষের নিকট প্রার্থনা। আমরা যে সমস্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হই তাহাতে সর্ব্বকালেই একটি কামনা থাকে। সে কামনাটি কর্ম্ম নিষ্পত্তি জন্য শক্তি প্রার্থনা। নিষ্কাম কর্ম্মও যাহা তাহাতেও কর্ম্মনিষ্পত্তি জন্য কামনা থাকে। কর্ম্মনিষ্পত্তি ইচ্ছা নাই অথচ কর্ম্ম করি ইহা হয়না। যদি শ্বাস প্রশ্বাস ফেলাকেই নিষ্কাম কর্ম্ম বল—এই অবুদ্ধি পূর্ব্বক কর্ম্মেও কর্ম্মনিষ্পত্তি হউক এই ইচ্ছা অন্ততঃ আদিতেও ছিল। অনিচ্ছা ও পরেচ্ছা জনিত কর্ম্মেও কর্ম্ম-কর্ত্তার ইচ্ছা না থাকিলেও অপরের ইচ্ছায় কর্ম্ম হয়। আর স্বেচ্ছা-জনিত কর্ম্মে কর্ম্মনিষ্পত্তি হউক এই ইচ্ছা ত থাকিবেই, নতুবা কর্ম্ম হইতেই পারে না। শ্রীভগবানের আজ্ঞাপালনরূপ কর্ম্মে যখন আমাদের সুখ হউক বা দুঃখনিবৃত্তি হউক এইরূপ কোন কামনা না থাকে কিন্তু কর্ম্মনিষ্পত্তি হউক এইরূপ ইচ্ছা থাকে, তখন এরূপ কর্ম্মকে নিষ্কামকর্ম্ম বলিতে কোন বাধা নাই। শ্রীভগবানের আজ্ঞা বলিয়া কর্ম্ম করি আর এই কর্ম্মনিষ্পত্তি জন্য তাঁহারই নিকট শক্তি প্রার্থনা যখন করি তখন কর্ম্মকে নিষ্কাম কর্ম্ম বলিতে কোন শঙ্কা হয় না।

কেহ কেহ বলেন "পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবার কোন প্রয়োজন বোধ হয়না"। ইঁহাদের যুক্তি এই যে "পরমেশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিয়া বিশ্বকে কতকগুলিন অখণ্ড ও অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম দ্বারা বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।" "যখন বিশ্বের তাবৎ ঘটনা কেবল কার্য্যকারণের শৃঙ্খল, যখন কোন ঘটনা হইলে তাহার কার্য্যস্বরূপ আর এক ঘটনা ঈশ্বরের অনুশাসনে অবশ্যই ঘটিবে, তখন আমার

প্রার্থনাতে যে তিনি বাধিত হইবেন এমন আশ্বাস কি সাহসে করিতে পারি ?" "কেহ যদ্যপি অপরিমিত ভোজন করে আর তন্নিমিত্তে তাহার জঠরে বেদনা উপস্থিত হয় তবে ঈশ্বরের নিয়ম অনুযায়ী ঔষধ সেবন না করিয়া কেবল আরোগ্য হইবার প্রার্থনা করিলে তিনি কি সে প্রার্থনা গ্রাহ্য করিবেন ?" প্রথমদৃষ্টিতে মনে হয় যুক্তি ঠিক। আমি যেমন কর্ম্ম করিব সেইরূপ ফল পাইব ইহা ঈশ্বরের নিয়ম। অশুভ কর্ম্ম করিলাম, করিয়া ঈশ্বরের নিকট শুভ কামনা করিলাম, তাঁহার নিকট ক্ষমা চাহিলাম—এ প্রার্থনা তিনি শুনিবেন কেন ? এই যুক্তিতে পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণ বলেন প্রার্থনার আবশ্যকতা নাই।

প্রার্থনার আবশ্যকতা আদৌ নাই এ কথাটি যুক্তিযুক্ত নহে। শুভ কর্ম্ম বা অশুভ কর্ম্ম যে যাহাই করুক না কেন—কর্ম্মনিষ্পত্তি জন্য শক্তি প্রার্থনা করিবার অবসর সর্ব্ব কর্ম্মকালেই আছে। শ্রুতিতে এই জন্য প্রার্থনা দেখিতে পাওয়া যায়।

পরমেশ্বর আপন নিয়ম লঙ্ঘন করিতে পারেন না এই যে মতটি প্রচলিত হইয়া গিয়াছে এটিও অজ্ঞানীর উক্তি মাত্র। শ্রীভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্—তিনি ত আর জড়বস্তু নহেন যে, নিয়ম অতিক্রম করিবার শক্তি তাঁহার থাকিবে না ? যদি একথা ঠিক হইত তবে অগ্নি সর্ব্বদাই দগ্ধ করিত, পর্ব্বত প্রস্তর সর্ব্বদাই জলে ডুবিত। কিন্তু আমরা ত ইহার বিপরীত অনেকসময়ে দেখি। শ্রীভগবানের ইচ্ছায় ভক্ত-প্রহ্লাদকে অগ্নি দগ্ধ করেন নাই, সেতুবন্ধকালে জলেও প্রস্তর ভাসিয়াছিল, তপস্যার বলে চন্দ্র সূর্য্যের গতিও স্থগিত হইত ; অনিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রাকাম্য, প্রাপ্তি, ঈশিত্ব, বশিত্ব, কামবসায়িত্বাদি অষ্টসিদ্ধি, দিব্যদৃষ্টি প্রভৃতি অলৌকিক ব্যাপার, পরকায় প্রবেশাদি কার্য্য; মৃত্তিকানিম্নে শ্বাস প্রশ্বাস রোধ করিয়া অবস্থান—এই সমস্তই হইয়া থাকে। ভক্তের জন্য শ্রীভগবান্ আপন প্রাকৃতিক নিয়ম পরিবর্ত্তন করিয়া থাকেন ইহা সর্ব্বকালেই দেখা যায়।

অধিক বলিবার আবশ্যক নাই; প্রার্থনার প্রয়োজন সর্ব্বকালেই আছে। নতুবা শ্রুতি শান্তিপাঠ মন্ত্রে প্রার্থনা দেখাইতেছেন কেন?

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ভিন্ন ভিন্ন বেদের উপনিষদ্‌গুলি বিভিন্ন। ভিন্ন ভিন্ন বেদের শান্তিপাঠ মন্ত্রও বিভিন্ন। মুক্তিকোপনিষদ্ হইতে আমরা ভিন্ন ভিন্ন শান্তিমন্ত্রগুলি সংগৃহীত করিলাম।

……ऋग्वेदगतानां दशसंख्यकानामुपनिषदां "वाङ्मे मनसीति" शान्तिः॥

शुक्ल यजुर्वेद गतानामेकोनविंशतिसंख्यकानामुपनिषदां "पूर्णमद" इति शान्तिः।

कृष्ण यजुर्वेद गतानां द्वात्रिंशत्संख्यकानामुपनिषदां "सहनाववत्विति" शान्तिः।

सामवेद गतानां षोडशसंख्यकानामुपनिषदाम् "आप्यायन्त्विति" शान्तिः।

अथर्ववेद गतानामेकत्रिंशत्संख्यकानामुपनिषदां "भद्रं कर्णेभिरिति" शान्तिः।

শান্তিপাঠ।

॥ ওঁ তৎসৎ ॥ হরিঃ ওঁ ॥

॥ ওঁ নমঃ পরমাত্মনে ॥

অথ সামবেদীয় শান্তিপাঠঃ।

ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি বাক্ প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমথো বলমিন্দ্রিয়াণি চ সর্বাণি। সর্বং ব্রহ্মোপনিষদং মাঽহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং

মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোদনিরাকরণমস্ত্বনিরাকরণং মেঽস্তু।

তদাত্মনি নিরতে য উপনিষৎসু ধর্মাস্তে ময়ি সন্তু তে ময়ি সন্তু।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥

আমার অঙ্গসকল আপ্যায়িত হউক। বাক্ প্রাণ চক্ষু কর্ণ বল এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয় সকল তৃপ্তিলাভ করুক। সমস্ত উপনিষদ্ ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করিতেছেন। আমি যেন ব্রহ্মকে উপেক্ষা না করি। ব্রহ্মও আমাকে উপেক্ষা করিয়া যেন দূরে না থাকেন। তাঁহার নিকট আমার ও আমার নিকট তাঁহার অপ্রত্যাখ্যান বিদ্যমান থাকুক। চিত্ত আত্মাতে রমণ করিলে উপনিষদ্-প্রদর্শিত যে ধর্ম্মলাভ হয় সেই ধর্ম্মগুলি আমাতে প্রস্ফুটিত হউক, আমাতে প্রস্ফুটিত হউক। বেদধ্যায়ন কালে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ উপদ্রবের শান্তি হউক। হরি ওঁ ॥

অথ ঋগ্বেদীয় শান্তিপাঠঃ।

ওঁ বাঙ্ মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতমাবিরাবীর্ম এধি ॥ বেদস্য ম আণীস্থঃ শ্রুতং মে মা প্রহাসীরনেনাধীতেনাহোরাত্রান্ সন্দধাম্যৃতং বদিষ্যামি ॥ সত্যং বদিষ্যামি। তন্মামবতু ॥ তদ্বক্তারমবত্ববতু মামবতু বক্তারমবতুবক্তারম্ ॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥

যথোক্ত তদ্বিদ্যাপ্রতিপাদক গ্রন্থপাঠে প্রবৃত্তা মদীয়া বাক্ সর্ব্বদা মনসি প্রতিষ্ঠিতা-মনসি যদৃচ্ছন্দজাতং বিবক্ষিতং তদেব পঠতি। মনশ্চ

মদীয় বাচি প্রতিষ্ঠিতম্ যদ্‌ষবিদ্যাপ্রতিপাদকত্বেন বক্তব্যং শব্দজাতমস্তি, তদেব মনসা বিবক্ষতে। এবমন্যোন্যানুগৃহীতে বাঙ্মনসে বিদ্যার্থগ্রন্থং সাকল্যেনাবধারয়িতুং শক্নুতঃ। মনসঃ সাবধানত্বাভাবে সুপ্তোন্মত্ত— প্রলাপাদিবাৎ যৎকিঞ্চিদসঙ্গতং ব্রুয়াৎ তথা চ বাচঃ পাঠক ভাবে সতি গদ্‌গদরূপয়া বাচা বিবক্ষিতং সর্ব্বং যথাবন্নোচ্চার্য্যতে। অতস্তয়োর-ন্যোন্যাকুল্যমস্ত্বিত্যেবং প্রার্থতে।

আবিঃ শব্দেন স্বপ্রকাশং ব্রহ্মচৈতন্যমুচ্যতে। প্রজ্ঞান শব্দেন ব্যবহৃত-ত্বাদস্যাঽবির্ভূতরূপত্বম্। তথাবিধ হে আত্মন্! মদর্থমাবিরেধি। অবিদ্যাবরণাপনয়েন প্রকটা ভব। হে বাঙ্মনসে! মে মদর্থং বেদস্য যথোক্ত তত্ত্ববিদ্যাপ্রতিপাদকস্য গ্রন্থস্যাঽণীস্থ আনয়নসমর্থে ভবতম্। মে শ্রুতং ময়া শ্রোত্রেণাবগতং গ্রন্থতদর্থজাতং মা প্রহাসীর্ম্মা পরিত্যজতু বিস্মৃতং মাভূদিত্যর্থঃ। অনেনাঽধীতেন গ্রন্থেন বিস্মরণরহিতেনাহো-রাত্রান্ সন্দধামি সংযোজয়ামি। অহনি রাত্রৌ চালস্যং পরিত্যজ্য নিরন্তরং পঠামীত্যর্থঃ। অস্মিন্ পঠিতে গ্রন্থে ঋতং পরমার্থভূতং বস্তু বদিষ্যামি, বিপরীতার্থবদনং কদাচিদপি মা ভূদিত্যর্থঃ। ঋতং মানসং। সত্যং বাচিকং। মনসা বস্তুতত্ত্বং বিচার্য্য বাচা বদিষ্যামীত্যর্থঃ। তন্ময়া বক্ষ্যমাণং ব্রহ্মতত্ত্বং মাং শিষ্যমবতু সম্যগ্বোধেন পালয়িতু। তথা তদ্‌ব্রহ্মতত্ত্বং বক্তারমিতি সাধনকালে শিষ্যাচার্য্যয়োঃ পালনং প্রার্থিতম্। ইদানীং ফলকালেঽপি প্রার্থ্যতে। তত্র শিষ্যস্যাবিদ্যা-কার্য্য-নিবৃত্তিঃ ফলম্। আচার্য্যস্যতু তাদৃশশিষ্যদর্শনেন বিদ্যাসম্প্রদায়-প্রবৃত্তিপ্রযুক্তঃ পরিতোষঃ ফলম্।

অনেন মন্ত্রপাঠেন বিদ্যোৎপত্তেঃ পুরা বিদ্যাপ্রতিবন্ধকা বিঘ্নাঃ পরিহ্রিয়ন্তে। বিদ্যোৎপত্তেরূর্দ্ধমসম্ভাবনাবিপরীতভাবনোৎপাদকা বিঘ্নাঃ পরিহ্রিয়ন্তে। অবতু বক্তারমিত্যভ্যাসোঽধ্যায়সমাপ্ত্যর্থোদ্বিতীয়ারণ্যক-সমাপ্ত্যর্থশ্চ ॥

আমি শ্রীগুরুর কৃপায় বহিঃপ্রবৃত্ত শক্তিসমূহকে প্রত্যগাত্মায় প্রবাহিত করিয়া সংযমী হইতে অভ্যাস করিতেছি। হে ভগবতি

ব্রহ্মবিদ্যে ! গ্রন্থপাঠে প্রবৃত্ত আমার বাক্য যেন মনে প্রতিষ্ঠিত থাকে, মনও যেন আমার বাক্যে প্রতিষ্ঠিত থাকে। হে আবিঃ ! হে স্বপ্রকাশ ব্রহ্মচৈতন্য ! তুমি আবির্ভূত হও। হে বাক্য ! হে মন ! তোমরা আমার জন্য বেদকে আনয়ন করিতে সমর্থ হও। আমার শ্রুত গ্রন্থ ও তদর্থজাত যেন কখনও আমাকে ত্যাগ না করেন। আমি অহোরাত্রকে বিস্মরণরহিত অধীত গ্রন্থের আলোচনাতে নিযুক্ত রাখিব। বেদ এইরূপে অধীত হইলে তবে আমি ঋতের মননে ও সত্যের কথনে সমর্থ হইব। মাতঃ শ্রীব্রহ্মবিদ্যে ! তুমি আমাকে বোধশক্তি প্রদান করিয়া রক্ষা কর, আমার আচার্য্যকে শিষ্যবোধনশক্তি দিয়া রক্ষা কর। 'আবার বলি, হে মাতঃ ব্রহ্মবিদ্যে ! আমাকে রক্ষা কর। আমার আচার্য্যকে রক্ষা কর। ত্রিবিধ দুঃখের শান্তি হউক।

মুমুক্ষু। প্রথমেই শান্তিপাঠ করিতে হয় কেন ?

শ্রুতি। তত্ত্ববিদ্যা উৎপত্তির পূর্ব্বে বিদ্যাপ্রতিবন্ধক বিঘ্নসমূহ এই মন্ত্রপাঠে নিবারিত হয়। তত্ত্ববিদ্যা উৎপত্তির পরেও অসম্ভাবনা ও বিপরীত ভাবনা জাত বিঘ্ন সমূহও এই মন্ত্রপাঠে দূর হয়। যাহা শুনিতেছি তাহা অসম্ভব—এইরূপ সংশয়ের নাম অসম্ভাবনা; ব্রহ্ম সম্বন্ধে গুরুমুখে এবং শাস্ত্রমুখে যাহা শুনিতেছি তাহা না হইয়া আমি যাহা নিশ্চয় করিতেছি তাহাই হইবে—এইরূপ ভাবনার নাম বিপরীত ভাবনা। গুরুমুখে যাহা শ্রুত হইল, তাহার মর্ম্ম ধারণা করিতে না পারা ; মর্ম্ম শ্রবণকালে চিত্তের লয় ও বিক্ষেপ এইগুলি যেমন ব্রহ্মবিদ্যা উৎপত্তি সময়ের বিঘ্ন, সেইরূপ শ্রবণের পরেও যাহা শুনিলাম তাহার বিপরীতটি ঠিক—এইরূপ ভাবনা শেষকালের বিঘ্ন। শান্তিপাঠ মন্ত্র এই দ্বিবিধ বিঘ্ন নিবারণ জন্য শ্রুত্যাদি শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট এবং গুরুপরম্পরাগত।

মুমুক্ষু। শান্তিপাঠ মন্ত্রে এই বিঘ্ন কিরূপে নিবারিত হয় ?

শ্রুতি। গুরু ও শাস্ত্র মুখাগত বাক্য ও তদর্থ যদি মনে প্রতিষ্ঠিত হয়—যদি মনে রহিয়া যায়, যদি আর ভুলা না হয় এবং মন যদি ঐ ঐ

বাক্যে প্রতিষ্ঠিত হয়—মন ঐ ঐ বাক্যে যদি থাকিয়া যায়—তদ্ভিন্ন অন্য চিন্তা না করে তবে বিঘ্ন নিবারণ হইবেই।

বাক্য ও তদর্থ যদি মনে প্রতিষ্ঠিত থাকিল, তবে মন যাহা বলিতে ইচ্ছা করিবে, বাগিন্দ্রিয় যথাযথ তৎ তৎ শব্দই উচ্চারণ করিবে। আবার মন যদি বাক্যে প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে বাক্য যাহা উচ্চারণ করিবে মনে সেই সেই ভাবনাই থাকিবে। **"বাঙ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা"** ইহাতে এই বুঝাইতেছেন,—মন দ্বারা যে যে শব্দ জাত বিবক্ষিত হয়, বাক্য তাহাই পাঠ করে; আবার ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিপাদন জন্য যে যে বক্তব্য শব্দ জাত আছে, মন দ্বারা তাহাই বিবক্ষিত হয়। বাক্য ও মনের পরস্পর এইরূপ অন্যোন্যানুগ্রহে তত্ত্ববিদ্যা প্রতিপাদক গ্রন্থ সম্পূর্ণরূপে অবধারণ করিতে পারা যায়। মন যদি অসাবধান হয়, তবে বাগিন্দ্রিয় সুপ্তোন্মত্ত-প্রলাপাদিবৎ যাহা তাহা অসঙ্গত বকিয়া ফেলে। আবার বাগিন্দ্রিয় যদি বিকলতা প্রাপ্ত হয়, তবে গদগদ বাক্যে উচ্চারিত সমস্ত শব্দের যথাযথ উচ্চারণ হয় না। এই জন্য বাক্য ও মনের অন্যোন্যানুকূল্য নিমিত্ত এই প্রার্থনা।

তাই অধ্যয়নের প্রাক্কালে অন্তর্যামী আত্মরামের নিকটে প্রার্থনা করা হয়—হে প্রভো! **বাঙ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতম্।**

শিষ্য। প্রার্থনা করিলেই কি প্রার্থনা পূর্ণ হইবে?

শ্রুতি। সেই জন্যই পুনরায় বলা হয় **"আবিরাবির্ম এধি"**। হে আবিঃ, হে স্বপ্রকাশ ব্রহ্মচৈতন্য! তুমি অবিদ্যাআবরণ দূর-করিয়া আবির্ভূত হও, নতুবা আমার বাক্য ও মন পরস্পর পরস্পরকে অনুগ্রহ করিবে না এবং তাহা না হইলে অধীত গ্রন্থের মর্ম্মও সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে না।

মুমুক্ষু। **"বেদস্য ম আণীস্থ"** কি?

শ্রুতি। "হে বাঙ্মনসে মে মদর্থং বেদস্য যথোক্ততত্ত্ববিদ্যাপ্রতিপাদকস্য গ্রন্থস্য আনয়ন **সমর্থে ভবতম্"**। হে বাঙ্মনঃ! তোমরা

অবিদ্যামোহিত এই অজ্ঞের জন্য তত্ত্ববিদ্যাপ্রকাশক বেদকে আনিয়া দিতে সমর্থ। 'শ্রুতং মে মা প্রহাসীঃ' গুরুমুখ হইতে মৎকর্ণে আগত গ্রন্থ ও তদর্থজাত যেন কখন আমাকে ত্যাগ না করে, যেন আমি কখন বিস্মৃত না হই। হে বাক্য! হে মন! তোমরা দুই জনে আমার জন্য গ্রন্থের প্রকৃত অর্থ প্রকাশ কর। যাহা শুনিয়াছি তাহা যেন না ভুলি।

মুমুক্ষু। আর কি প্রার্থনা আছে?

শ্রুতি। অধীত গ্রন্থগুলিকে আমি অহোরাত্র অধ্যয়ন করিব, সাবধানে এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া দিন যামিনী অতিবাহিত করিব। কখন না ভুলিয়া দিবারাত্র ইহাদের আলোচনায় কাটাইব। এইরূপে গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে যখন তত্ত্ববিদ্যা প্রকট হইবেন, তখন পরমার্থভূত বস্তু যে ঋত, তাঁহাকে মনন করিতে পারিব, অসার বিষয়ের মনন আর হইবে না এবং তত্ত্বের প্রকাশ রূপ যে সত্য, সেই সত্যের কখনও অপলাপ আমাদ্বারা হইবে না—মিথ্যা বলা অর হইবে না।

মুমুক্ষু। "ঋতং বদিষ্যামি সত্যং বদিষ্যামি" ইহার অর্থ কি?

শ্রুতি। ঋতং পরমার্থভূতং বস্তু বদিষ্যামি বিপরীতার্থবদনং কদাচিদপি মা ভূদিত্যর্থঃ। ঋতং মানসং। সত্যং বাচিকং। মনসা বস্তুতত্ত্বং বিচার্য্য বাচা বদিষ্যামীত্যর্থঃ।

পরমার্থভূত বস্তু ঋত। আত্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্বকে মনন করাই 'ঋতং বদিষ্যামি' এবং যাহা মনন করা হইয়াছে তাহারাই যথাযথ প্রকাশকে বলা হয় 'সত্যং বদিষ্যামি'। বেদ অধীত হইলে যখন তত্ত্বজ্ঞানের বিকাশ হইবে, তখন ঋতকে মনন ও সত্যকে কথন—ইহা হইবে। প্রথমে তত্ত্ববিচার দ্বারা তত্ত্বমনন, পরে তত্ত্বপ্রকাশ বা কথন।

মুমুক্ষু। শেষ প্রার্থনা কি?

শ্রুতি। তন্মামবতু। অবতু সম্যগ্বোধেন পালয়িতু। মাতঃ শ্রীব্রহ্ম-বিদ্যে! আমি শিষ্য, আমি বিদ্যালাভ জন্য আসিয়াছি, তুমি আমাকে

রক্ষা কর। বুঝিবার শক্তি দিয়া আমায় পালন কর। আর আমার আচার্য্যকে বিদ্যাদান-শক্তি দিয়া—বুঝাইবার শক্তি দিয়া রক্ষা কর।

মুমুক্ষু! ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ। তিনবার কেন?

শ্রুতি। আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ শান্তি জন্য তিনবার শান্তি উচ্চারণ করা হয়।

অথ কৃষ্ণযজুর্বেদীয় শান্তি পাঠঃ।

ওঁ সহনাববতু ॥ সহ নৌভুনক্তু ॥ সহ বীর্য্যং করবাবহৈ ॥
তেজস্বি নাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ ॥
ওঁ শান্তিঃ ॥ শান্তিঃ ॥ শান্তিঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥

হে পরমাত্মন্! তুমি আমাদিগকে (শিষ্য ও আচার্য্যকে) আসুরীসম্পদ্ হইতে রক্ষা কর। হে পরমাত্মন্! তুমি আমাদিগকে (শিষ্য ও আচার্য্যকে আপনার অভেদানন্দ ভোগ করাও। হে পরমাত্মন্! তুমি আমাকে নিদিধ্যাসন সমাধির সামর্থ্য প্রদান কর। আমার অধীত ব্রহ্মবিদ্যা, অবিদ্যারূপা অপরাবিদ্যার নিবৃত্তিপূর্ব্বক (**অন্যাবাচো বিমুঞ্চথ** ইতি শ্রুতিঃ) উজ্জ্বল হউক। আমাদের (আচার্য্য ও শিষ্য) মধ্যে যেন বিদ্বেষ না থাকে। বেদ অধ্যয়নের ত্রিবিধ বিঘ্ন শান্ত হউক।

অথ শুক্লযজুর্ব্বেদীয় শান্তিপাঠঃ।

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥

একং সাবধিপূর্ণং, তদাপেক্ষিকং, যথা নদীহ্রদাৎতড়াগঃ পূর্ণঃ তড়াগাৎ সমুদ্রঃ তথা ইদং মূর্ত্তং পূর্ণং, তদপেক্ষয়া অদঃ অমূর্ত্তং পূর্ণং, তস্মাদপি পূর্ণমুদচ্যতে উৎকর্ষং প্রাপ্নোতি। তৎপূর্ণস্য পূর্ণং পূর্ণত্বং আদায় অঙ্গীকৃত্য সম্মেলনেন একীভাবং প্রাপ্য পূর্ণমেবাবশিষ্যতে। **তদেব পূর্ণাৎ পূর্ণং অতিশয়ং পূর্ণমিত্যর্থঃ।**

অমূর্ত্তব্রহ্ম (অদঃ) সর্ব্বশক্তিমান্ বলিয়া পূর্ণ। এই মূর্ত্ত জগৎ (ইদং) ব্রহ্মেরই বিবর্ত্ত বলিয়া পূর্ণ। মূর্ত্ত পূর্ণ হইতে অমূর্ত্ত পূর্ণেরই উৎকর্ষ। কারণ জগৎটা সাবধিপূর্ণ—আপেক্ষিক পূর্ণ, ব্রহ্ম নিরবধি পূর্ণ। পূর্ণত্ব অঙ্গীকার পূর্ব্বক মিলন দ্বারা একীভাব প্রাপ্ত হইলে পূর্ণই অবশিষ্ট থাকেন। এই জন্য ব্রহ্ম পূর্ণ হইতেও অতিশয় পূর্ণ, তুমি ত্রিবিধ বিঘ্ন শান্তি করিয়া শান্তিময় হইয়া বিরাজিত হও।

ওঁ শন্নো মিত্রঃ শং বরুণঃ ॥ শন্নো ভবত্বর্য্যমা ॥
শন্ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ ॥ শন্নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ ॥

নমো ব্রহ্মণে। নমস্তে বায়ো ॥ ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি ॥ ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি ॥ ঋতং বদিষ্যামি ॥ সত্যং বদিষ্যামি ॥ তন্মামবতু ॥ তদ্বক্তারমবতু ॥ অবতু মাম্ ॥ অবতু বক্তারম্ ॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥ হরিঃ ওঁ ॥

মিত্রদেব-চন্দ্র—আমাদের কল্যাণকর হউন। দেব বরুণ, অর্য্যমা-সূর্য্য, ইন্দ্র, বৃহস্পতি এবং সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণু আমাদের কল্যাণকর হউন। ব্রহ্মকে প্রণাম, হে বায়ো! তোমাকে প্রণাম, তুমিই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম। তোমাকেই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম বলিব; আমি মনে মনে ঋত—মানস সত্য বলিব; আমি বাক্যে সত্য বলিব। তাহা—ঋত ও সত্য—আমাকে রক্ষা করুন; তাহা বক্তাকে রক্ষা করুন; আমাকে রক্ষা করুন; বক্তাকে রক্ষা করুন। বেদাধ্যয়নের ত্রিবিধ বিঘ্ন শান্তি হউক।

ওঁ তৎসৎ ॥

ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

ওঁ শ্রীআত্মারামায় নমঃ ॥

অথর্ববেদীয় মাণ্ডূক্যোপনিষদ্ ।

শান্তিপাঠঃ ॥

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ ॥
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাꣳসস্তনূভিঃ ॥ ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ ॥
স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ ॥ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ ॥
স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ ॥ স্বস্তি ন বৃহস্পতির্দধাতু ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥ হরিঃ ওঁ ।

হে দেবগণ ! [যজ্ঞে রত হইয়া] আমরা যেন কর্ণে ভদ্রশব্দ—শুভশব্দ—শ্রবণ করি। যজ্ঞে রত হইয়া আমরা যেন চক্ষে ভদ্ররূপ—শুভরূপ—দর্শন করি। নিশ্চল দেহে যেন আমরা তোমাদের স্তব করি ; করিয়া দেববাঞ্ছিত আয়ু প্রাপ্ত হই।

যিনি বৃদ্ধ—ব্যাপক—শ্রুতি সম্পন্ন ইন্দ্র, যিনি সর্ব্বজনস্তবনীয় তিনি আমাদের সম্বন্ধে মঙ্গলময় হউন। সর্ব্বজ্ঞ পূষা—পোষণকারী সূর্য্য আমাদের সম্বন্ধে মঙ্গলময় হউন। মঙ্গলময় তার্ক্ষ্য—অপ্রতিহতাস্ত্র গরুড় আমাদের সম্বন্ধে মঙ্গলময় হউন। বৃহস্পতি আমাদের সম্বন্ধে মঙ্গলময় হউন। ত্রিবিধ বিঘ্ন শান্তি হউক। হরিঃ ওঁ ॥

বেদের রশষসহ এই কয়েকটি বর্ণের পূর্ব্বে অনুস্বার থাকিলে তাহার আকার হয় ꣳ। "স" এর পূর্ব্বে "বাং" এর অনুস্বার সেইজন্য ꣳ এইরূপ আকার বিশিষ্ট।

শ্রীমদাচার্য্য গৌড়পাদ কারিকা সহ শ্রুতি ভাষ্যের—অবতরণিকা।

ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্বং তস্যোপব্যাখ্যানম্। বেদান্তার্থ-সংগ্রহভূতমিদং প্রকরণ চতুষ্টয়ম্ ওমিত্যেতদক্ষরমিত্যাদি আরভ্যতে। অতএব ন পৃথক্ সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজনানি বক্তব্যানি। যান্যেব তু বেদান্তে সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনানি, তান্যেব ইহাপি ভবিতুমর্হন্তি; তথাপি প্রকরণব্যাচিখ্যাসুনা সংক্ষেপতো বক্তব্যানি, ইতি মন্যন্তে ব্যাখ্যাতারঃ।

তত্র প্রয়োজনবৎ সাধনাভিব্যঞ্জকত্বেন অভিধেয়সম্বন্ধং শাস্ত্রং পারম্পর্য্যেণ বিশিষ্ট সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজনবদ্ভবতি। কিং পুনস্তৎ প্রয়োজনমিতি? উচ্যতে—রোগার্ত্তস্যেব রোগনিবৃত্তৌ স্বস্থতা, তথা দুঃখাত্মকস্য আত্মনো দ্বৈতপ্রপঞ্চোপশমে স্বস্থতা, অদ্বৈতভাবঃ প্রয়োজনম্। দ্বৈতপ্রপঞ্চস্য চ অবিদ্যাকৃতত্বাৎ বিদ্যয়া তদুপশমঃ স্যাৎ ইতি ব্রহ্ম-বিদ্যা-প্রকাশনায় অস্যারম্ভঃ ক্রিয়তে।

"যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি"। "যত্র বা অন্যদিব স্যাত্ তত্রান্যোঽন্যত্ পশ্যেদন্যোঽন্যদ্ বিজানীয়াত্"। "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূত্, তত্ কেন কং পশ্যেত্, তত্ কেন কং বিজানীয়াত্" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যোঽস্যার্থস্য সিদ্ধিঃ।

তত্র তাবদোঙ্কার নির্ণয়ায় প্রথমং প্রকরণম্ আগমপ্রধানম্ আত্মতত্ত্ব-প্রতিপত্ত্যুপায়ভূতম্। যস্য দ্বৈতপ্রপঞ্চস্য উপশমে অদ্বৈত প্রতিপত্তিঃ রজ্জ্বামিব সর্পাদিবিকল্পোপশমে রজ্জুতত্ত্বপ্রতিপত্তিঃ, তস্য দ্বৈতস্য হেতুতো বৈতথ্য-প্রতিপাদানায় দ্বিতীয়ং প্রকরণম্। তথা অদ্বৈতস্যাপি বৈতথ্য-প্রসঙ্গপ্রাপ্তৌ যুক্তিতস্তথাত্বদর্শনায় তৃতীয় প্রকরণম্। অদ্বৈতস্য তথাত্ব-প্রতিপত্তিপ্রতিপক্ষভূতানি যানিবাদান্তরাণি অবৈদিকানি সন্তি, তেষা-মন্যোন্যবিরোধিত্বাৎ অতথার্থত্বেন তদুপপত্তিভিরেব নিরাকরণায় চতুর্থং প্রকরণম্।

কথং পুনরোঙ্কারনির্ণয় আত্মতত্ত্বপ্রতিপত্ত্যুপায়ত্বং প্রতিপদ্যত ইতি উচ্যতে—"**ওমিত্যেতত্**" "**এতদালম্বনম্**" "**এতদ্বৈ সত্যকাম পরঞ্চাপরঞ্চ ব্রহ্ম যদোঙ্কারঃ। তস্মাদ্ বিদ্বানেতেনৈবায়তনেনৈকতরমন্বেতি**"। "**ওঁমিত্যাত্মানং যুঞ্জীত**" "**ওঁমিতি ব্রহ্ম**" "**ওঙ্কার এবেদং সর্বম্**" ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ। রজ্জ্বাদিরিব সর্পাদিবিকল্পস্যাস্পদম্ অদ্বয় আত্মা পরমার্থতঃ সন্ প্রাণাদি বিকল্পস্যাস্পদম্ যথা, তথা সর্বোঽপি বাক্প্রপঞ্চঃ প্রাণাদ্যাত্মবিকল্পবিষয় ওঙ্কার এব। স চাত্মস্বরূপমেব, তদভিধায়কত্বাৎ। ওঙ্কার-বিকার-শব্দাভিধেয়শ্চ সর্বঃ প্রাণাদিরাত্মবিকল্পঃ অভিধান ব্যতিরেকেণ নাস্তি "**বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্**" "**তদস্যেদং বাচা তন্ত্যা নামভির্দামভিঃ সর্বং সিতম্, সর্বং হীদং নামনি**" ইত্যাদি **শ্রুতিভ্যঃ অত আহ—ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্বমিতি।**

শ্রীমৎ গৌড়পাদাচার্য্য শ্রীমৎ শুকদেবের শিষ্য। তৎকৃত কারিকা মূল শ্রুতির সহিত গ্রথিত। মাণ্ডূক্যশ্রুতির অর্থবোধক এই শ্লোকবদ্ধ কারিকা। ব্রহ্মবিদ্যা গুরুপরম্পরাগত। শাঙ্করমঠ সম্প্রদায়ে প্রত্যহ এই গুরুপরম্পরাকে প্রণাম করার বিধি ছিল; সকলে সমস্বরে পাঠ করিতেন।

ওঁ নারায়ণং পদ্মভবং বশিষ্ঠং শক্তিং চ তৎপুত্রপরাশরং চ।
ব্যাসং শুকং গৌড়পদং মহান্তং গোবিন্দযোগীন্দ্রমথাস্য শিষ্যম্
শ্রীশঙ্করাচার্য্যমথাস্য পদ্মপাদং চ হস্তামলকং চ শিষ্যম্।
তং ত্রোটকং বার্ত্তিককারমন্যান স্মদ্গুরূন্ সন্ততমানতোঽস্মি॥

নারায়ণ-ব্রহ্মা-বশিষ্ঠ-শক্তি-পরাশর-ব্যাস-শুক-গৌড়পাদ--গোবিন্দপাদ-শঙ্করাচার্য্য-পদ্মপাদ-হস্তামলক-ত্রোটকাচার্য্য-সুরেশ্বরাচার্য্য-----এই সমস্ত গুরুসম্প্রদায় দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যা প্রকাশিত। এই জন্য গৌড়পাদের কারিকার এরূপ সম্মান। এই জন্য ভগবান্ শঙ্কর মাণ্ডূক্যভাষ্যের সহিত কারিকারও ভাষ্য করিয়াছেন। কারিকা প্রকরণচতুষ্টয়ে বিভক্ত।

(১) আগম প্রকরণ।

(২) বৈতথ্যাখ্য প্রকরণ।

(৩) অদ্বৈতাখ্য প্রকরণ।

(৪) অলাত শান্ত্যাখ্য প্রকরণ।

প্রকরণ এক প্রকার গ্রন্থ বিশেষ। ইহার লক্ষণ হইতেছে

শাস্ত্রৈকদেশ সম্বন্ধং শাস্ত্রকার্য্যান্তরে স্থিতম্।
আহুঃ প্রকরণং নাম গ্রন্থভেদং বিপশ্চিতঃ।

কোন প্রসিদ্ধ শাস্ত্রের একটি মাত্র বিষয় যে পুস্তকে ব্যাখ্যা করা হয় এবং প্রধান শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য যাহাতে সহজ ভাবে প্রদর্শন করা হয় তাহাকেই প্রকরণ গ্রন্থ বলা হয়। এই জন্য বেদান্তে অনুবন্ধ চতুষ্টয় অধিকারী, বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজন—যাহা তাহা এই প্রকরণেরও অনুবন্ধ। তথাপি ভগবান্ শঙ্কর প্রকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন বলিয়া সংক্ষেপে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন বর্ণনা করিতেছেন।

এই প্রকরণ চতুষ্টয়ে বেদান্তের যাহা অর্থ তাহারই সার সংগ্রহ করা হইয়াছে। কাজেই বেদান্তের প্রয়োজন যাহা এই শ্রুতির প্রয়োজনও তাহাই। সেই প্রয়োজনটি কি?

রোগার্ত্তের প্রয়োজন যেমন রোগনিবৃত্তিদ্বারা সুস্থ হওযা সেইরূপ অন্তঃকরণ উপাধি বিশিষ্ট দুঃখী জীবাত্মার প্রয়োজন হইতেছে দ্বৈত-প্রপঞ্চ নিবৃত্তি দ্বারা অদ্বৈত স্থিতিলাভে সুস্থ হওয়া।

এই শাস্ত্রের প্রয়োজন হইতেছে প্রপঞ্চোপশম বা দ্বৈতনিবৃত্তি অথবা অদ্বৈত ভাবে স্থিতি। দ্বৈত প্রপঞ্চ হইতেছে অবিদ্যার কার্য্য। বিদ্যাদ্বারা ইহার নিবৃত্তি হয়। এই ব্রহ্মবিদ্যা প্রকাশের জন্য এই গ্রন্থ আরম্ভ করা হইতেছে।

আগম প্রকরণে ওঁকারের স্বরূপ নির্ণয় করা হইয়াছে। ইহাই আত্মতত্ত্ব জ্ঞানের একমাত্র উপায়। ওঁকার স্বরূপ নিশ্চয় করিলে আত্মজ্ঞান কিরূপে জন্মে তাহা শ্রুতির প্রথম মন্ত্রের ব্যাখ্যাতে বলা

হইয়াছে। এখানে এই মাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে এই যে জগৎ দেখা হইতেছে ইহা ব্রহ্মই। অজ্ঞান প্রভাবে রজ্জুকে যেমন সর্প রূপে দেখা হয় সেইরূপ অজ্ঞান প্রভাবে ব্রহ্মকে জগৎ রূপে দেখা যাইতেছে। রজ্জুটি সর্প নহে রজ্জুই; এইরূপ প্রতীতি জন্মাইতে হইলে যেমন অজ্ঞান কল্পিত সর্পভাব বিনাশের আবশ্যক, সেইরূপ অজ্ঞানকল্পিত দ্বৈত বোধের উপশম না হওয়া পর্য্যন্ত অদ্বৈত বোধ জন্মিতেই পারে না। প্রপঞ্চোপশমে অদ্বৈতস্থিতি। এই জন্য বৈতথ্যাখ্য প্রকরণে দ্বৈত মিথ্যা কিরূপে তাহাই দেখান হইয়াছে। অদ্বৈতাখ্য তৃতীয় প্রকরণে অদ্বৈতই যে একমাত্র সত্য তাহা দেখান হইয়াছে। অলাত-শান্ত্যাখ্য চতুর্থ প্রকরণে অদ্বৈত তত্ত্বের বিপরীত বেদ বিরুদ্ধ বাদ সমূহ খণ্ডন করা হইয়াছে।

মুমুক্ষু। মাণ্ডূক্য শ্রুতির একমাত্র প্রয়োজন হইতেছে জীবের সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি রূপ পরমানন্দে চিরতরে স্থিতির উপায় প্রদর্শন। ইহাই স্বরূপ বিশ্রান্তি। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য মুমুক্ষুকে উপদেশ করিতেছেন—অহর্নিশং কিং পরিচিন্তনীয়ম্? সংসার মিথ্যাত্ব শিবাত্ম-তত্ত্বম্। অর্থাৎ স্বরূপ বিশ্রান্তি জন্য জীবকে একদিকে দ্বৈতপ্রপঞ্চরূপ সংসার যে মিথ্যা সর্ব্বদা তাহার চিন্তা করিতে হইবে, অন্যদিকে ব্রহ্মতত্ত্বই যে আত্মতত্ত্ব তাহা নিশ্চয় করিতে হইবে। তান্ত্রিক আচমনেও এই কথা বলা হইয়াছে। আত্মতত্ত্বায় স্বাহা বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা শিবতত্ত্বায় স্বাহা। হৃদয়ে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া যে আত্মাকে সকলেই দেখাইয়া থাকে সেই আত্মাকে ব্রহ্মবিদ্যার সাহায্যে শিবতত্ত্বে বা ব্রহ্ম-ভাবে দেখা—ইহাই স্বরূপ বিশ্রান্তি। তবেই হইল আত্মাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানা এবং ঐ আত্মজ্ঞানে স্থিতিই জীবের সর্ব্ব দুঃখ নিবৃত্তি-রূপ পরমানন্দ প্রাপ্তি। আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, যদি আত্মজ্ঞান ভিন্ন জীবের স্বরূপ বিশ্রান্তি আর কিছুতেই না হয় তবে শ্রুতি আত্মজ্ঞানের কথা একবারে আরম্ভ না করিয়া ওঁকার তত্ত্ব আরম্ভ করেন কেন?

শ্রুতি। চক্ষুই বাহ্য বিষয় সকল দর্শন করে। কিন্তু সেই চক্ষুকে

দেখিতে হইলে যেমন দর্পণ অবলম্বন করিতে হয় সেইরূপ যে আত্মাই একমাত্র সকলের জ্ঞাতা তাহাকে জানিতে হইলে একটি অবলম্বন চাই ; তাই শ্রুতি বলিতেছেন ওঁকারই আত্মজ্ঞান লাভের প্রধান অবলম্বন। শ্রুতিবাক্যের যে শব্দ প্রমাণ এখানে তাহাই দেখান হইতেছে। **এতদা-লম্বনং শ্রেষ্ঠম্।** শ্রুতি আবার বলিতেছেন **"এতদ্বৈ সত্যকামপরঞ্চা পরঞ্চ ব্রহ্ম যদোঙ্কারঃ। তস্মাদ্বিদ্বানেতেনৈবায়তনেনৈকতরমন্বেতি। "ওমিত্যাত্মানং যুঞ্জীত"। "ওমিতি ব্রহ্ম" "ওঙ্কারমেবেদং সর্বম্"** হে সত্যকাম! এই যে পরব্রহ্ম ও অপরব্রহ্ম ইহাই ওঙ্কার সেইজন্য বিদ্বান এই ওঙ্কার সাধনা দ্বারা উভয়ের মধ্যে এককেই প্রাপ্ত হয়েন। আবার বলেন আত্মাকে ওম্ ইত্যাকারে চিন্তা করিবে। শ্রুতি পুনরায় বলেন ওঙ্কারই ব্রহ্ম ; ওঙ্কারই এই সমস্ত।

শ্রুতির প্রথম মন্ত্রের ব্যাখ্যাতে ইহা বিশেষ করিয়া বলা যাইবে এখানে এই মাত্র জানিয়া রাখ যে রজ্জু সম্বন্ধে যে অজ্ঞান সেই অজ্ঞান হইতে কল্পিত যে সর্প নামটি ও সর্পরূপটি ঐ কল্পিত নাম ও রূপ রজ্জুর জ্ঞান হইলে যেমন অসৎ বলিয়া মিথ্যা হইয়া যায়, সেইরূপ আত্মা সম্বন্ধে যে অজ্ঞান সেই অজ্ঞান হইতে কল্পিত নাম ও রূপ লইয়া যে জগৎ দাঁড়াইয়া আছে দেখা যায় তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা তখন বুঝা যায় যখন অস্তি ভাতি প্রিয়রূপ আত্মাকে ওঁকার অবলম্বনে শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন রূপ সাধনা করা যায়।

অদ্বৈত আত্মার উপরেই প্রাণাদি কল্পনার বিষয়ীভূত সমস্ত বাক্‌ প্রপঞ্চ—সমস্ত শব্দরাশি ভাসিয়াছে। ওঁকারকে ভাব ব্রহ্ম ও শব্দ ব্রহ্ম বলা হয়। শব্দের সহিত যেমন অর্থ জড়িত সেইরূপ শব্দ—ব্রহ্ম রূপ অপর ব্রহ্মের সহিত অর্থ—ব্রহ্ম রূপ পরব্রহ্ম জড়িত। নাম ও নামীর অভেদত্ব বুঝিতে পারিলেই ওঁকারের সহিত আত্মার একতা বুঝা যাইবে। শব্দমাত্রই ওঁকার-বিকার। শব্দ হইতেই এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। এই জন্য শব্দ ব্রহ্মরূপী ওঙ্কারই এই সমস্ত বলা হইয়াছে পরে এই সমস্ত তত্ত্ব বিশদরূপে বলা হইবে।

॥ শ্রীগণেশায় নমঃ ॥

ওঁ ॥ উপনিষদ রত্নং ॥

ओमित्येतदक्षरमिदꣳ सर्वं तस्योपव्याख्यानं
भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव ॥
यच्चान्यत् त्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव ॥१॥

যদিদম্ অর্থজাতম্ অভিধেয়ভূতম্, তস্য অভিধানাব্যতিরেকাৎ, অভিধানভেদস্য চ ওঙ্কারাব্যতিরেকাৎ ওঙ্কার এবেদং সর্ব্বম্। পরঞ্চ ব্রহ্ম অভিধানাভিধেয়োপায়পূর্ব্বকমবগম্যত ইত্যোঙ্কার এব। তস্যৈতস্য পরাপরব্রহ্মরূপস্যাক্ষরস্য ওমিত্যেতস্য উপব্যাখ্যানম্, ব্রহ্মপ্রতিপত্ত্যুপায়ত্বাৎ ব্রহ্মসমীপতয়া বিস্পষ্টং প্রকথনমুপব্যাখ্যানং প্রস্তুতং বেদিতব্যমিতি বাক্যশেষঃ। ভূতং ভবদ্ ভবিষ্যদিতি কালত্রয়পরিচ্ছেদ্যং যৎ, তদপি ওঙ্কার এব উক্তন্যায়তঃ। যচ্চান্যৎ ত্রিকালাতীতং কার্য্যাধিগম্যং কালাপরিচ্ছেদ্যমব্যাকৃতাদি, তদপি ওঙ্কার এব ॥১॥

যদ্বা ইদং সর্ব্বং জগদোঙ্কারমাত্রম্। তস্যোমক্ষরস্য। উপসমীপেঽনন্তরমগ্রে ব্যাখ্যানং বোধ্যম্। ত্রিষু কালেষু যজ্জায়তে যচ্চ কালাতীতং কালস্যাপি কারণং স চিৎপ্রতিবিম্বাঽবিদ্যাদিতদোঙ্কার এব নামার্থয়ো বিবর্ত্তাধিষ্ঠানযোশ্চাঽভেদাদিত্যর্থঃ ॥১॥

ওঁ নামক এই অক্ষর এই সমস্ত [পরিদৃশ্যমান্ জগৎ]। তাহার উপব্যাখ্যান—স্পষ্ট-কথন আরম্ভ হইতেছে। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই সমস্তও ওঙ্কার। অন্য যাহা কিছু তিনকালের অতীত তাহাও ওঙ্কার ॥১॥

মুমুক্ষু। ওঙ্কার অবলম্বন না করিলে আত্মজ্ঞান জন্মিবে না ইহার আভাস পূর্ব্বে দিয়াছেন। কিন্তু ওঙ্কারকে ত অক্ষর বলিতেছেন। অক্ষর এই জগৎরূপে ভাসিয়াছে কিরূপে ?

শ্রুতি। "ন ক্ষরতি ন চলতি ইতি অক্ষরং স্বর উচ্যতে" অক্ষরকে স্বর বলা যায়। যাহার ক্ষয় হয়না, যাহা ফুরাইয়া যায়না এবং যাহার চলনও হয় না তাহাই অক্ষর। স্বর-শব্দ। ইহার সহিত জগতের কি সম্বন্ধ পরে বলা হইতেছে। এখন ওঁ ইহাই এই পরিদৃশ্যমান জগৎ ইহার অর্থ কি তাহাই ধারণা কর। এই শ্রুতিই পরশ্লোকে বলিতেছেন এই পরিদৃশ্যমান যাহা কিছু তাহা ব্রহ্মই। এই আত্মা—যাহা সকলেই অনুভব করে তাহাও ব্রহ্ম। **সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম** এই শ্রুতি-বাক্যে এরূপ বুঝিও না যে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-গোচর এই পরিদৃশ্যমান জগৎই সেই সকল ইন্দ্রিয়ের অগোচর, মনের অগোচর, বাক্যের অগোচর ব্রহ্ম বস্তু। ইন্দ্রিয়গোচর জড় বস্তুর সহিত সেই অতীন্দ্রিয় ব্রহ্মের বা আত্মার বা চেতনের কোন সাদৃশ্য নাই। তথাপি যে বলা হইতেছে এই সমস্তই ব্রহ্ম তাহা কেন বলা হইতেছে লক্ষ্য কর। রজ্জুর বিবর্ত্ত যেমন সর্প, ব্রহ্মের বিবর্ত্তও সেইরূপ এই জগৎ। রজ্জুকে না জানা বশতঃ সেই অজ্ঞানে যেমন ইহাকে সর্প বলিয়া বোধ হয় সেইরূপ আত্মাকে না জানা জন্য—ব্রহ্মকে না জানা জন্য ব্রহ্মকেই জগৎরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। দৃষ্টান্তের সকল অংশে সাদৃশ্য গ্রহণ করিও না। বলিও না। পূর্ব্বে সর্প জানা ছিল সেইজন্য রজ্জুকে সর্প বলিয়া বোধ জন্মিতে পারে কিন্তু জগৎ বলিয়া পূর্ব্বে কিছুই জানা নাই তথাপি ব্রহ্মকে জগৎ বলা হয় কেন? রজ্জুও পূর্ব্বে জানা ছিল, সর্পও জানা ছিল—সেইজন্য একটিতে আর একটির অধ্যাস হইতে পারে ইহা স্থূল কথা। কিন্তু ব্রহ্মকেও তুমি জান না তথাপি রজ্জুসর্পের দৃষ্টান্ত দাও কেন? সেইজন্য বলিতেছি সর্ব্বাংশে সাদৃশ্য গ্রহণ করা দৃষ্টান্তের উদ্দেশ্য নহে। দৃষ্টান্ত দ্বারা অধ্যাসটি মাত্র বুঝিতে বলা হইতেছে। এই যে জগৎটা দেখা যাইতেছে এটা স্বরূপে অন্য একটি ইন্দ্রিয়ের অগোচর, জ্ঞান-স্বরূপ কিছু। সেইটি স্থূল সূক্ষ্ম কারণ জগৎরূপে দেখা যাইতেছে। যেমন মরীচিকাকে জল বলিয়া ভ্রম হয় ইহাও সেইরূপ ভ্রমে দেখা যাইতেছে। অজ্ঞানেই জগৎ দেখা হয় জ্ঞানে ইহা নাই।

এই ওঁকারই যে এই সমস্ত ইহা কেন বলা হইতেছে ধারণা কর।

যাহা কিছু দেখ তাহাই স্থূল সূক্ষ্ম বীজ ও সাক্ষী এই চারি ভাবেই স্থিতিলাভ করিতেছে। শ্রুতি ওঙ্কার সম্বন্ধে বলিতেছেন—

অকারোকারমকারার্দ্ধমাত্রাত্মিকা। শ্রুতি আরও বলেন **স্থূল সূক্ষ্মবীজসাক্ষীভেদানাংকারাদয়শ্চতুর্ব্বিধাঃ।** ওঙ্কার মধ্যে অকার উকার মকার ও অর্দ্ধ মাত্রা (নাদবিন্দু) এই চারিটি ভাগ আছে। **তদবস্থা জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিতুরীয়াঃ।** অকার উকার মকার ও অর্দ্ধ মাত্রা ইহারা জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি তুরীয় অবস্থার পরিচায়ক। শ্রুতি সেইজন্য দেখাইতেছেন—

অকারস্থূলাংশে জাগ্রদ্বিশ্বঃ। সূক্ষ্মাংশে তত্তৈজসঃ। বীজাংশে তৎ প্রাজ্ঞঃ সাক্ষ্যংশে তত্তুরীয়ঃ॥

উকারস্থূলাংশে স্বপ্নবিশ্বঃ। সূক্ষ্মাংশে তত্তৈজসঃ। বীজাংশে তৎ-প্রাজ্ঞঃ সাক্ষ্যংশে তত্তুরীয়ঃ।

মকারস্থূলাংশে সুষুপ্তবিশ্বঃ। সূক্ষ্মাংশে তত্তৈজসঃ। বীজাংশে তৎপ্রাজ্ঞঃ। সাক্ষ্যংশে তত্তুরীয়ঃ।

অর্দ্ধমাত্রাস্থূলাংশে তুরীয়বিশ্বঃ। সূক্ষ্মাংশে তত্তৈজসঃ। বীজাংশে তৎপ্রাজ্ঞঃ। সাক্ষ্যংশে তুরীয়তুরীয়ঃ।

বিজ্ঞানবিৎ-বিশেষরূপ জ্ঞান যাঁহার আছে—তিনি জানেন স্থূল যাহা দেখা যায় তাহার মূলে সূক্ষ্ম আছে। সূক্ষ্মের মূলে তদপেক্ষা সূক্ষ্মতর বীজাংশ আছে। বীজের মূলে সূক্ষ্মতম সাক্ষ্য অংশ আছে।

স্থূল জগৎ দেখিয়া ইহার সূক্ষ্মাংশে যাও আবার সূক্ষ্ম হইতে বীজে যাও আবার বীজ হইতে সাক্ষ্যংশে যাও দেখিবে সেখানে ব্রহ্ম বা আত্মা বিরাজ করিতেছেন। ওঙ্কারই এই সমস্ত ইহার অর্থ এই জন্য সাক্ষী ব্রহ্মই বীজ সূক্ষ্ম ও স্থূল রূপে প্রতীয়মান হইতেছেন।

মুমুক্ষু। মা! "আপনার কৃপাদৃষ্টিতে বুঝিতেছি ওঁই এই সমস্ত ইহার অর্থ কি! সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম ইহা কি তাহাও বুঝিতেছি। বুঝিতেছি স্বরূপে যিনি সাক্ষী তিনিই প্রথমে বীজাবস্থায় পরে সূক্ষ্মাবস্থায়,

পরে স্থূলাবস্থায় বিবর্ত্তিত হইতেছেন। ওঁকারের তুরীয় বা সাক্ষী অবস্থাটিকে বলা হয় পরব্রহ্ম আর বীজ, সূক্ষ্ম ও স্থূল অবস্থা সমূহকে বলে অপরব্রহ্ম। এই সমস্ত অবস্থাকেই বলা হয় তুরীয়, সুষুপ্ত, স্বপ্ন ও জাগ্রৎ অবস্থা। ইহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই পরা পশ্যন্তি মধ্যমা ও বৈখরী এই চারি অবস্থার কথাও বলা হয়। কৃপাময়ি! এখন বলুন ওঙ্কার নামক অক্ষরই যখন এই সমস্ত তখন ওঁকারকে অক্ষর বলিতেছেন কেন? অক্ষরের সহিত এই পরিদৃশ্যমান জগতের সম্বন্ধ কি?

শ্রুতি। বাবা! বুঝিতেছ ত স্বরূপে ওঁই ব্রহ্ম। **ওমিতি ব্রহ্ম** ইতি শ্রুতিঃ। স্মৃতিও (গীতাও) বলেন "ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম" ৮।১৩। ওঁ এই একাক্ষর ব্রহ্ম ইনিই পরব্রহ্ম। কিন্তু তটস্থে ইনিই জগৎরূপে বিবর্ত্তিত। অক্ষর কেন ও অক্ষরের সহিত জগতের সম্বন্ধ কি বলিতেছি শ্রবণ কর।

মুমুক্ষু। বলুন।

শ্রুতি। অক্ষরগুলিকে বর্ণ ও বলে। অক্ষর বা বর্ণ গুলি আত্ম-শক্তির পরা,পশ্যন্তী,মধ্যমার পরে স্ফুট বৈখরী মূর্ত্তি। শক্তি যাহা তাহা অব্যক্ত। এই শক্তি অভিব্যক্ত হইবার কালে দেহ যন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ঘাত প্রতিঘাত পাইয়া যে আকার প্রাপ্ত তাহাই অক্ষর বা বর্ণ। পরব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান্। শক্তি ও শক্তিমান্ এক হইয়া যখন পরম শান্ত চলন রহিত অবস্থায় থাকেন তখন সৃষ্টি নাই। পরে সৃষ্টি সময়ে মণির ঝলকের মত পরব্রহ্মে স্বাভাবিক অতি সূক্ষ্ম যে স্পন্দন উঠে—সেই স্পন্দন প্রথমেই ওঁকারের আকারে লক্ষিত হয়। পরমব্রহ্মের সঙ্কল্প বিকল্পময়ী এই স্পন্দ শক্তিই মায়া। এই মায়া ব্রহ্মকে যত যত রূপে বিবর্ত্তিত করেন, তত তত প্রকার শব্দ উৎপন্ন হয়। এই শব্দ রাশি অনন্ত। স্পন্দ শক্তির স্থূল সূক্ষ্ম বা বীজ অবস্থায় গতা গতিতে অক্ষর উৎপন্ন হয়। অক্ষরও শব্দ মাত্র. শব্দ গুলি অক্ষর সমাম্নায় বা বর্ণ সংহতি বাক্; ইহার অর্থ জানিতে হইলে অক্ষর বা বর্ণ গুলির জ্ঞান হওয়া চাই। অক্ষরের জ্ঞান হইলে বুঝিতে পারা যায়—পরম ব্যোমে স্পন্দ শক্তির

আদি ক্রীড়াই ওঁকার অক্ষর। ওঁকার তবে পরম ব্রহ্মসাগরে অতি সূক্ষ্ম শক্তি তরঙ্গ মাত্র। জলের তরঙ্গ মত বায়ুর তরঙ্গ আছে কিন্তু ব্রহ্মসাগরে মায়াতরঙ্গ অব্যক্তেরও পূর্ব্বাবস্থা। কাজেই ওঁকারে ব্রহ্ম বর্ত্তমান রহিলেন। ভগবান পতঞ্জলি মহাভাষ্যে বলিতেছেন "বর্ণজ্ঞানং বাগ্‌বিষয়ো যত্র চ ব্রহ্ম বর্ত্ততে" বর্ণজ্ঞান শাস্ত্রের বিষয় হইতেছে বাক্। এই বর্ণ জ্ঞানে ব্রহ্ম আছেন। এই হেতু বলা হইতেছে ওঁকার অক্ষর জ্ঞানে ব্রহ্মকে জানা যায়।

যে স্পন্দশক্তি-মায়া, ব্রহ্মের সহিত এক হইয়াছিলেন; সেই সঙ্কল্প বিকল্পময়ী স্পন্দশক্তিই যখন শব্দ বা বাক্য হইলেন (সলিল সদৃশানি বাক্য পদানি) (বাক্য আবার অক্ষর সমাম্নায় মাত্র) তখন শব্দের সহিত বা অক্ষরের সহিত স্পন্দের একতা হইল। স্পন্দন আবার ব্রহ্মের সহিত এক; শক্তি ও শক্তিমানে অভেদ বলিয়া জলে যে তরঙ্গ উঠে তাহা যেমন জল ভিন্ন অন্য কিছুই নহে, সেইরূপ পরম শান্ত জ্ঞানানন্দময় ব্রহ্মসাগরে যে সঙ্কল্প বিকল্পময়ী স্পন্দশক্তির তরঙ্গ উঠে তাহাও ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই জন্য ওঁ নামক অক্ষরকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। মূল তত্ত্ব এই যে ব্রহ্মই আছেন অন্য অন্য যাহা কিছু ব্যাখ্যা করা যায় তাহা মায়িক মাত্র। মায়া দ্বারা যে ব্রহ্মবিবর্ত্ত, ইহারও ক্রম আছে।

মুমুক্ষু। ওঁ নামক অক্ষরই এই সমস্ত দৃশ্য প্রপঞ্চ—এখন ইহা বল।

শ্রুতি। ব্রহ্মের উপরে শক্তির আদি ক্রীড়া যে ভাবে হয়—শক্তির অভিব্যক্তি কালে প্রথমে যেরূপ কুণ্ডলাকারে স্পন্দনের গতি হয়, শক্তির পরবর্ত্তী গতিও ঠিক ঐরূপ। পরব্রহ্মে সঙ্কল্প বিকল্পময়ী স্পন্দশক্তি যে আকারে নাচিয়াছিলেন অতিক্ষুদ্র পরমাণু মধ্যেও শক্তির গতি ঠিক ঐরূপ। বৃহৎ সর্পের গতিও যেমন, অতি ক্ষুদ্র সর্পের গতিও সেইরূপ। কুণ্ডলিনী একভাবেই সর্ব্বত্র কার্য্য করেন। শক্তি হইতেই জগৎ—অব্যক্ত শক্তির ব্যক্তাবস্থাই কার্য্য। জগৎ কর্ম্মেরই স্থূল

মূর্ত্তি। এই জন্য বলা হইতেছে ওঁনামক অক্ষরই এই জগদাকার ধারণ করিয়াছেন।

সঙ্কল্প বিকল্পময়ী স্পন্দশক্তিটি কি ইহা বিচার করিলে স্পষ্টই অনুভব করা যায়—সঙ্কল্প ও বিকল্প যাহা তাহা কল্পনা বা মায়া মাত্র। ব্রহ্মই আছেন তাঁহার যে স্পন্দন কল্পনা করা যায় তাহাও কল্পনা মাত্র। ইহাই মায়া। ব্রহ্ম আত্মমায়া দ্বারা বহু নামরূপ যুক্ত এই জগৎরূপে বিবর্ত্তিত হয়েন। এই জন্য বলা হইতেছে ওঁনামক অক্ষরই জগৎরূপে ভাসিলেও মূলে কিন্তু ব্রহ্মই আছেন, আর এই নাম রূপ বিশিষ্ট জগৎ একটা ইন্দ্রজাল।

রজ্জুর উপরে যে সর্প ভাসে, তাহা মায়া বা অজ্ঞান বশে; ইহা রজ্জুরই বিবর্ত্তন। রজ্জুই সর্পরূপে যেমন বিবর্ত্তিত হয়, সেইরূপ ব্রহ্মই আত্ম-মায়ায় জগৎরূপে বিবর্ত্তিত হয়েন মাত্র। ব্রহ্মকেই ভ্রম জ্ঞানে জগৎরূপে দেখা হয়। যদি বলা হয় এই ভ্রম জ্ঞান কার হয়—তাহার উত্তর এই যে ব্রহ্ম হইতে মহামন পর্য্যন্ত যে সৃষ্টি তাহাতেও দ্বৈত থাকে না কারণ অহং অভিমান তখনও সৃষ্ট হয় নাই। অভিমান হইলেই ভ্রমজ্ঞানের কার্য্য হয়।

ব্রহ্মই সমস্ত বস্তুর অধিষ্ঠান চৈতন্য। এই অধিষ্ঠান চৈতন্যের উপরে আত্মমায়ায় জগৎ কল্পিত; যেমন রজ্জুর উপরে অজ্ঞানে সর্প কল্পিত। কল্পিত বস্তু অধিষ্ঠান হইতে ভিন্ন নহে। অজ্ঞান কল্পিত সর্পটি অধিষ্ঠান রজ্জু হইতে ভিন্ন নহে। এই কারণে বলা হইল এই সমস্ত দৃশ্য প্রপঞ্চ ওঁনামক অক্ষর হইতে ভিন্ন নহে, পরন্তু ওঁ অক্ষরই এই সমস্ত; ওঁকার অধিষ্ঠান চৈতন্যের বাচক।

যেমন শালগ্রামে বিষ্ণু মূর্ত্তি ভাবনা করিয়া দৃঢ়রূপে ধ্যান করিলে শালগ্রাম আর শালগ্রাম থাকেন না, বিষ্ণুই হইয়া যান্, সেইরূপে ওঁকার অক্ষরে ব্রহ্ম স্বরূপের ধ্যান করিলে ওঁকারও ব্রহ্মরূপই হইয়া যান।

শক্তি ভিন্ন শক্তিমানের প্রকাশ যেমন আর কেহই করিতে পারেনা,

সেইরূপ ওঁকার ভিন্ন স্বপ্রকাশ ব্রহ্মের অন্য কোনরূপ প্রকাশ সম্ভবে না। আরও দেখ নাম ও নামী এক। ওঁকার ব্রহ্মের নাম। নামী ব্রহ্ম হইতে ওঁকার ভিন্ন নহে। অর্থপ্রপঞ্চে ব্যাপক যিনি তিনি ব্রহ্ম, কিন্তু শব্দপ্রপঞ্চে ব্যাপক যিনি তিনি ওঁকার। ওঁকার উচ্চারণেও সাধানা হয়। শ্রুতি বলেন "यस्मादुच्चार्यमान एव प्राणानूर्ध्वमुन्नामयति तस्मादुच्यतेॐकारः।

মুমুক্ষু—এই চিন্তায় আমার উপকার হইবে ?

শ্রুতি—ওঁ নামক অক্ষরই অথবা অ উ ম এই ত্র্যক্ষর সমাম্নয়ই আদি বাক্, আদি শব্দ, ইঁহা অপেক্ষা সাধুশব্দ আর নাই। শুভ বাক্ই বেদ। শুভ বাক্যই ব্রহ্ম। এই সাধু বাক্য উচ্চারণে, পুনঃ পুনঃ অভ্যাসে, চিত্ত শান্ত হইবেই। ওঁ নামক অক্ষরের অর্থ চিন্তনে পরমাত্মার ধ্যান হইবে। কারণ শাস্ত্র বলেন ঃ—

অথেদমান্তরং জ্ঞানং সূক্ষ্মবাগাত্মনা স্থিতম্।
ব্যক্তয়ে স্বস্বরূপস্য শব্দত্বেন নিবর্ত্ততে॥

ওঁকার শব্দপ্রপঞ্চ ব্যাপক, আর ব্রহ্ম অর্থপ্রপঞ্চ ব্যাপক। ওঁকারই ব্রহ্ম। কারণ সূক্ষ্মবাক্যের মধ্যে যে অর্থরূপী আন্তর জ্ঞান তাহাই স্বস্বরূপের অভিব্যক্তি জন্য শব্দরূপে বিবর্ত্তিত হয়েন। শব্দকে তবে অগ্রাহ্য করা যায় না। শব্দটা জড় মাত্র ইহা বলা চলে না "যত্র চ ব্রহ্ম বর্ত্ততে"। শব্দই ব্রহ্ম, শব্দই জগৎ। শব্দই চৈতন্যে অধিষ্ঠিত শক্তি। মহাপ্রলয়ে ইহাই শক্তিমানের সহিত এক হইয়া ব্রহ্মরূপে অবস্থান করে, আবার সৃষ্টিকালে ইহাই ব্রহ্ম হইতে পরিচ্ছিন্ন হইয়া জগদাকারে ব্রহ্মকে বিবর্ত্তিত করে।

মুমুক্ষু। শক্তি তত্ত্ব ও শব্দব্রহ্ম সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা কিরূপে হইবে ?

শ্রুতি। সৃষ্টি সময়ে যাহা যাহা হয় তাহা ধারণা কর।

প্রলয়ে নিয়তকালপরিপাকাণাং সর্ব্বপ্রাণিকর্ম্মণামুপভোগেন

প্রলয়াল্লীন সর্ব্বজগৎ কামায়া চেতন ঈশ্বরে লীয়তে। লয়শ্চায়ং পুনঃপ্রদুর্ভাবফলকো নাত্যন্তিকো নাশঃ। * * অপরিপক্ক প্রাণিকর্ম্মভিঃ কালবশাৎ প্রাপ্তপরিপাকৈঃ স্বফলপ্রদানায় ভগবতোঽবুদ্ধিপূর্ব্বিকা সৃষ্টিমায়া পুরুষৌ প্রাদুর্ভাবতঃ। ততঃ পরমেশ্বরস্য সিসৃক্ষাত্মিকা মায়াবৃত্তির্জায়তে। ততো বিন্দুরূপমব্যক্তং ত্রিগুণং জায়তে। ইদমেব শক্তিতত্ত্বম্। তস্য বিন্দোরচিদংশোবীজম্। চিদচিন্মিশ্রোংশো নাদঃ। অচিচ্ছন্দেন শব্দার্থোভয় সংস্কাররূপাঽবিদ্যোচ্যতে। অস্মাদ্বিন্দোঃ শব্দব্রহ্মাপরনামধেয়ম্। মঞ্জুষা—নাগেশভট্ট।

আঃ শাঃ ধৃত।

ভাবার্থ এই। প্রলয়ে (সুষুপ্তির মত) সর্ব্ব জগৎ চেতন ঈশ্বরে লীন থাকে। লয় অর্থে আত্যন্তিক নাশ নহে। কারণে যে কার্য্যের তিরোভাব তাহাই লয়। আবার কিন্তু কার্য্যের প্রাদুর্ভাব হয়। ভগবল্লীন প্রাণিদিগের কর্ম্ম যখন ফলদানে উন্মুখ হয়, তখন ভগবান্ হইতে অবুদ্ধিপূর্ব্বক সৃষ্টি হইতে থাকে। প্রথমেই মায়া ও পুরুষের আবির্ভাব হয়। পরে পরমেশ্বরের সৃজন ইচ্ছা রূপিণী মায়াবৃত্তি জন্মে। পরে বিন্দুরূপ ত্রিগুণের অব্যক্তাবস্থার উদয় হয় অব্যক্ত ত্রিগুণের বিন্দুভাবে আবির্ভাবই শক্তিতত্ত্ব। সেই বিন্দুর দুই অংশ। অচিদংশ হইল জগৎ বীজ। চিদংশ ব্রহ্ম। এবং চিদচিদংশই নাদ। শব্দ ও অর্থের যে সংস্কার, তাহাই অচিদংশ; ইহাই অবিদ্যা। এই বিন্দুর অপর নাম শব্দব্রহ্ম।

তবেই দেখ বিন্দুরূপী ত্রিগুণাত্মক অব্যক্তই শক্তি। শক্তিই শব্দ-ব্রহ্ম। অব্যক্তের প্রথম ব্যক্তাবস্থাই শক্তির প্রথম অভিব্যক্তি। ইহাই ওঁকার অক্ষরের ব্যক্ত স্থূলমূর্ত্তি।

শব্দব্রহ্ম চারি অবস্থাতে অভিব্যক্ত হয়েন। ভগবান্ পরমেশ্বর আধারচক্রাদি বিবরে প্রবিষ্ট হইয়া মূলাধারে পরা, মণিপুরে আসিয়া পশ্যন্তি, বিশুদ্ধাখ্যে মধ্যমা এবং মুখমধ্যে অতি স্থূল হ্রস্বাদি মাত্রা উদাত্তাদি স্বর ও অকারাদি বর্ণ ভাবে বৈখরীরূপে বেদশাখাত্মক হয়েন।

স এব জীবো বিবরপ্রসূতিঃ প্রাণেন ঘোষেণ গুহাং প্রবিষ্টঃ।
মনোময়ং সূক্ষ্মমুপেত্যরূপং মাত্রা স্বরোবর্ণ ইতি স্থবিষ্টঃ ॥

ভাগবত ১১।১২।১৫।

শ্রীভাগবত আরও বলেন, বাক্য বা বেদরূপা বাণী আমারই প্রকাশক। "তথৈব মে ব্যক্তিরিয়ং হি বাণী" বাক্য এই পরব্রহ্মেরই প্রকাশক। যেমন আকাশে উষ্মারূপে ব্যক্ত অগ্নি কাষ্ঠেতে অধিক মথিত হইলে বায়ু সহকারে সূক্ষ্ম বিস্ফুলিঙ্গরূপে উদ্ভূত হইয়া ঘৃত প্রাপ্তি পূর্ব্বক পরিবর্দ্ধিত হয়, তদ্রূপ এই বাক্য-বেদরূপা বাণী আমারই প্রকাশক জানিবে।

মুমুক্ষু। মাণ্ডূক্য শ্রুতির ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বং এই অংশ টুকুতেই ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞান রহিয়াছে দেখিতেছি।

শ্রুতি। সমস্ত মন্ত্রটি কেন, মন্ত্রের প্রথম শব্দ ওঁ অক্ষরটিই সমস্ত জ্ঞানের মূর্ত্তি। সেই জন্যই শ্রুতি বলিতেছেন "তস্যোপব্যাখ্যানম্" তাহার উপব্যাখ্যা ইচ্ছা করিতেছি।

মুমুক্ষু। উপব্যাখ্যানং অর্থে ত স্পষ্টরূপে কথন ?

শ্রুতি। উপ সমীপেহনন্তরমগ্রে ব্যাখ্যানং বোধ্যম্।

মুমুক্ষু। ভূত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ এ সমস্তই ওঁকার-ইহার অর্থ কি ?

শ্রুতি। সর্ব্বনামরূপ স্থূল প্রপঞ্চ যেমন ওঁকার, সেইরূপ ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এই তিনকাল পরিচ্ছিন্ন যাহা কিছু পদার্থ তাহাও ওঁকার।

মুমুক্ষু। ত্রিকালের অতীত যাহা, তাহাও ওঁকার কিরূপে ?

শ্রুতি। যখন হইতে কর্ম্ম আরম্ভ হয়, তখন হইতে কালের গণনা আরম্ভ হয়। বিন্দুরূপী ত্রিগুণাত্মক অব্যক্ত অবস্থায় শক্তির কোন কার্য্য নাই। কার্য্য নাই বলিয়াই শক্তির অভিব্যক্তি নাই। শক্তি অব্যক্ত। এই অব্যক্তাবস্থাকেই আদি প্রকৃতি বলা হয়। সত্ত্ব, রজ তমোগুণের সাম্যাবস্থাই ইহা। ত্রিকালাতীত অর্থে অনাদি অব্যক্ত প্রকৃতি। প্রকৃতি বা অজ্ঞান বা অবিদ্যা ইহা কালপরিচ্ছিন্ন নহে। ইহাও ওঁকার।

মুমুক্ষু—এই মন্ত্রে তবে কতদূর বলা হইল ?

শ্রুতি—বলা হইল দৃশ্যপ্রপঞ্চ যাহা তাহা ওঁকার। কালপরিচ্ছিন্ন যাহা, যাহা পূর্ব্বে ছিল, এখন আছে, ভবিষ্যতেও থাকিবে তাহাও ওঁকার। আবার সৃষ্টিতরঙ্গ যখন অব্যক্ত, যখন পর্য্যন্ত—যাহাকে কর্ম্ম বলে তাহা আরম্ভ হয় নাই; স্বভাবতঃ সৃষ্টিতরঙ্গ যখন অহং পর্য্যন্ত আইসে নাই, সেই অব্যক্ত বিন্দুরূপিণী যে প্রকৃতি বা অবিদ্যা, যাহা ত্রিকালের অতীত তাহাও ওঁকার। এই অনাদি অব্যক্ত সাভাষ অজ্ঞান—ইহাই কালাতীত, ইহা কালেরও কারণ; ইহা কাল দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহে।

"ত্রিকালাতীত' ইহাতে যেমন বিন্দুরূপী অব্যক্ত অনাদি ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা বুঝাইতেছে, সেইরূপ "ত্রিকালাতীত" ইহাতে বিন্দুর পূর্ব্ব হিরণ্যগর্ভকেও বুঝাইতেছে।

পূর্ব্বে বলা হইল ওঁকার ব্রহ্ম। এখন এই ওঙ্কারকে সর্ব্বনামরূপ প্রপঞ্চ বলা হইতেছে। সর্ব্ববাচ্য প্রপঞ্চেরও বাচক এই ওঙ্কার। ইহাতে বলা হইতেছে বাচ্য ও বাচক, বা নাম ও নামী, উভয়কে শুদ্ধ ব্রহ্মে লয় করিয়া অধিষ্ঠান নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে নিশ্চয় করিতে হইবে। যেখানে নাম ও নামীর কল্পনা নাই, তাহাই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম।

ওঁকারকে সর্ব্বপ্রপঞ্চরূপ বলা হইল। পরোক্ষ ব্রহ্মরূপ যাহা, তাহা নিশ্চয় করিয়া সেই পরোক্ষ ব্রহ্মকে 'ভগবতী শ্রুতি' হৃদয়ে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া প্রত্যক্ষরূপে বলিতেছেন ॥১॥

সর্ব্বং হ্যেতদ্ ব্রহ্মায়মাত্মা ব্রহ্ম সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ ॥২॥

অভিধানাভিধেয়য়োরেকত্বেঽপি অভিধানপ্রাধান্যেন নির্দ্দেশঃ কৃতঃ "ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বম্" ইত্যাদি। অভিধান প্রাধান্যেন নির্দ্দিষ্টস্য পুনরভিধেয়প্রাধান্যেন নির্দ্দেশঃ অভিধানাভিধেয়য়োঃ একত্বপ্রতিপত্ত্যর্থঃ। ইতরথা হি অভিধানতন্ত্রা অভিধেয় প্রতিপত্তিরিতি অভিধেয়স্য অভিধানত্বং গৌণমিত্যাশঙ্কা স্যাৎ। একত্বপ্রতিপত্তেশ্চ প্রয়োজনম-ভিধানাভিধেয়য়োঃ একেনৈব প্রযত্নেন যুগপৎ প্রবিলাপয়ন্ তদ্‌বিলক্ষণং

ব্রহ্মপ্রতিপদ্যেতি। তথাচ বক্ষ্যতি "**পাদা মাত্রাঃ, মাত্রাশ্চ পাদাঃ**" ইতি। তদাহ।

সর্বং হ্যেতদ্ব্রহ্ম। সর্ব্বং যদুক্তমোঙ্কারমাত্রমিতি, তদেতৎ ব্রহ্ম, তচ্চ ব্রহ্ম পরোক্ষাভিহিতং প্রত্যক্ষতো বিশেষেণ নির্দ্দিশতি **অয়মাত্মা ব্রহ্ম** ইতি। যদ্বা যেষামোঙ্কারতোক্তা প্রণবশ্চৈতৎসর্ব্বং ব্রহ্ম চিৎ চিদ্-বিবর্ত্তত্বাৎ। ন কশ্চন পরোক্ষোব্রহ্ম পদার্থঃ কিন্ত্বয়মাত্মৈব। অয়মিত্য-ন্তঃকরণ দেশেঙ্গুলি নির্দ্দেশঃ। অয়মিতি চতুষ্পাত্ত্বেন প্রবিভজ্যমানং প্রত্যগাত্মতয়া অভিনয়েন নির্দ্দিশতি **অয়মাত্মা ব্রহ্ম ইতি**। সো ঽয়ম্ আত্মা ওঙ্কারাভিধেয়ঃ পরাপরত্বেন ব্যবস্থিতঃ চতুষ্পাৎ কার্ষাপণবৎ, ন গৌরিবেতি। চত্বারঃ পাদাঃ কল্প্যা ভাগাঃ কার্ষাপণ ইব যস্য সঃ॥

ত্রয়াণাং বিশ্বাদীনাং পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবিলাপেন তুরীয়স্য প্রতিপত্তিরিতি করণ সাধনঃ পাদশব্দঃ, তুরীয়স্য তু পদ্যত ইতি কর্ম্মসাধনঃ পাদশব্দঃ॥ ২ ॥

এই সমস্তই (ওঁকারাত্মক জগৎ) ব্রহ্ম। এই আত্মা ব্রহ্ম। সেই এই আত্মা চতুষ্পাদ ॥২॥

মুমুক্ষু—সমস্তই এই ব্রহ্ম, আর একবার বল।

শ্রুতি—পূর্ব্বে বলা হইল ওঁ অক্ষরই এই সমস্ত। ওঁকার শব্দ ব্রহ্মবাচক, ব্রহ্ম, ওঁকার শব্দের বাচ্য, ওঁকার শব্দপ্রপঞ্চ ব্যাপক এবং ব্রহ্ম অর্থপ্রপঞ্চ ব্যাপক। অর্থই শব্দরূপে বিবর্ত্তিত হয় বলিয়া ওঁ শব্দকে বিশ্বময় ও ব্রহ্মস্বরূপ বলা হইয়াছে। এইজন্য এই সমস্তই ব্রহ্ম।

মুমুক্ষু—এই আত্মা ব্রহ্ম—ইহাতে কি বলিবে ?

শ্রুতি—সমস্তই যখন ব্রহ্ম হইলেন, তখন এই আত্মা—হৃদয়ে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া যাঁহাকে দেখান যায়—এই আত্মা ত সকলের বাহিরে হইলেন না—সকলের মধ্যে ইনিও বটেন। অতএব এই আত্মা ব্রহ্ম। আত্মা চৈতন্যস্বরূপ। ব্রহ্মও তবে চৈতন্যস্বরূপ আত্মা।

শ্রুতি বলেন **অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ ইতি।**

মুমুক্ষু—'ভগবতী শ্রুতি' আপন হস্ত হৃদয়ে স্থাপন করিয়া বলিতেছেন—এই আত্মা ব্রহ্ম, ইহাতে কি বুঝিব ?

শ্রুতি—যুক্তি দ্বারা দেখান হইল ব্রহ্মই বিশ্বময়। ইহা পরোক্ষ। হৃদয়ে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া প্রত্যক্ষরূপে অনুভব কর, সেই পরোক্ষব্রহ্ম আর কেহই নহেন, এই প্রত্যক্ষ আত্মা। এই মন্ত্রে ব্রহ্মকে অপরোক্ষ ভাবে নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন, আত্মাই ব্রহ্ম।

মুমুক্ষু—মহাবাক্যরূপা 'শ্রুতি' আপনার অতি প্রিয় মুমুক্ষুকে বলিতেছেন—ভো মুমুক্ষু "**অয়মাত্মা ব্রহ্ম**"। এই ত ?

শ্রুতি—আত্মা সাক্ষিস্বরূপ। অপরোক্ষ অনুভূতি দ্বারা ইঁহাকে অনুভব করিতে হইবে। ইনি নিত্যই আছেন। আত্মাই ব্রহ্ম। এই মহাবাক্য শ্রবণ মাত্র যাঁহার জ্ঞান হয়, তিনিই যথার্থ ভাগ্যবান্। যাহাদের হয় না, তাহারা মন্দভাগ্য। সেই মন্দভাগ্য পুরুষের জ্ঞানের জন্য আত্মার সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া বলিতেছেন **সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ**।

মুমুক্ষু—আত্মার চারি পাদ্ ইহা কেন বলিতেছেন ?

শ্রুতি—ব্যবহারের সুবিধার জন্য এক বস্তুকে যেমন চারি ভাগে বিভক্ত করা যায়, সেইরূপ মুমুক্ষুজনের বুঝিবার সুবিধা জন্য—এক আত্মাকে চারিভাগ করিয়া বর্ণনা করা হইতেছে ; নতুবা, অখণ্ড আত্মা বা ব্রহ্মের কোন অংশ নাই।

মুমুক্ষু—এই চারি পাদ্ কি কি ?

শ্রুতি—বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ এবং তুরীয়—আত্মার এই চারি পাদ্। কেহ কেহ বলেন পূর্ব্বোক্ত চারি পাদের সহিত বিরাট, হিরণ্যগর্ভ, ঈশ্বর এবং সর্ব্বসাক্ষী এই চারিপাদের সম্বন্ধ আছে। বিশ্ব ব্যষ্টি ; বিরাট সমষ্টি ; এইরূপ সমস্ত। বহু বৃক্ষের সংক্ষেপ কথন হইতেছে বন—ইহা সমষ্টি। বৃক্ষের প্রত্যেকের বিস্তার কথন হইতেছে বৃক্ষ—ইহা ব্যষ্টি। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এবং তুরীয় এই চারি অবস্থা-

ভেদে চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মাকে চারি প্রকার করিয়া বর্ণনা করা হয়। ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়ের উপলব্ধি হইলে জাগরণ, জাগ্রতের সংস্কার জন্য যে সবিষয় জ্ঞানাবস্থা—তাহা স্বপ্ন। সকল বিষয়ের জ্ঞানাভাব বিশিষ্ট যে অবস্থা, তাহাই সুষুপ্তি। এই অবস্থাত্রয় বিশিষ্ট পুরুষের নাম বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ। যিনি জাগ্রৎ স্থূল শরীরাভিমানী, তিনি বিশ্ব পুরুষ। যিনি স্বপ্নাবস্থা বিশিষ্ট সূক্ষ্ম শরীরাভিমানী পুরুষ, তিনি হইলেন তৈজস পুরুষ; আর যিনি সুষুপ্তি অবস্থা বিশিষ্ট কারণ শরীরাভিমানী, তিনি হইলেন প্রাজ্ঞ পুরুষ। জাগ্রৎ অবস্থাকে স্বপ্নে, স্বপ্নকে সুষুপ্তিতে, সুষুপ্তিকে তুরীয়ে লয় করিয়া যে তুরীয় অবস্থা থাকেন, তিনিই ব্রহ্ম এবং তিনিই জ্ঞেয়।

মুমুক্ষু—চতুষ্পাদ্=চত্বারঃ পাদাঃ কল্প্যা ভাগাঃ কার্ষাপণ ইব যস্য সঃ। কার্ষাপণ কাহাকে বলে?

শ্রুতি—এক মণ মাপিবার পাত্রেতে এক মণ, পৌণমণ, আধমণ ও পোয়ামণ এই চারি চিহ্ন যদি থাকে, (যদ্দ্বারা ঐ সমস্ত পরিমাণ করা যায়), সেইরূপ মাপ করিবার পাত্রকে কার্ষাপণ কহে। গবাদি পশুর যেমন চারিপাদ—আত্মা সেরূপে চতুষ্পাদ্ নহেন। পশুর পাদ—এখানে পাদ অর্থে করণ—যদ্দ্বারা গমনাদি ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। আত্মা চতুষ্পাদ্—এখানে পাদ্ অর্থে ভাবের সাধন। জাগ্রৎ অবস্থাকে স্বপ্নাবস্থাতে লয় করা ইহা প্রথম সাধন। দ্বিতীয় সাধন—স্বপ্নাবস্থাকে সুষুপ্তিতে লয় করা। তৃতীয় সাধন—সুষুপ্তিকে তুরীয় অবস্থায় লয় করা। তুরীয় অবস্থায় স্থিতিই ব্রাহ্মীস্থিতি। "পাদ" ইহার ধাতুগত অর্থ ৩৫ পৃষ্ঠায় আবার বলা যাইবে।

জাগরিত স্থানো বহিঃ প্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোন-
বিংশতিমুখঃ স্থূলভুগ্বৈশ্বানরঃ প্রথমঃ পাদঃ ।৩।

কথং চতুষ্পাত্ত্বমিত্যাহ—জাগরিতস্থান ইতি। জাগরিতং স্থানমস্যেতি জাগরিত স্থানঃ। বহিঃপ্রজ্ঞঃ স্বাত্মব্যতিরিক্ত বিষয়ে—আত্মনো

বহিরনাত্মনি বিষয়ে প্রজ্ঞা যস্য স বহিঃপ্রজ্ঞঃ। বহির্বিষয়া ইব প্রজ্ঞা যস্য অবিদ্যাকৃতা অবভাসত ইত্যর্থঃ। তথা সপ্ত অঙ্গান্যস্য; "**তস্য হ বা এতস্যাত্মনো বৈশ্বানরস্য মূর্দ্ধৈব সুতেজাশ্চক্ষুর্বিশ্বরূপঃ প্রাণঃ পৃথগ্‌ বর্ত্মাত্মা সন্দেহো বহুলো বস্তিরেব রয়িঃ পৃথিব্যেব পাদৌ**" ইত্যগ্নিহোত্রাহুতিকল্পনাশেষত্বেন অগ্নির্মুখত্বেনাহবনীয় উক্তঃ, দ্যু-সূর্য্য-বায্বাকাশ-জল-পৃথিব্যাহবনীয়াখ্যানি সপ্তাঙ্গানি মূর্দ্ধ-চক্ষুপ্রাণ দেহ-মধ্যাকাশ মূত্রাশয় পাদমুখানি যস্য—ইত্যেবং সপ্ত অঙ্গানি যস্য স সপ্তাঙ্গঃ। তথা একোনবিংশতিঃ মুখান্যস্য; বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ দশ, বায়বশ্চ প্রাণাদয়ঃ পঞ্চ, মনোবুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তমিতি, মুখানীব মুখানি তানি উপলব্ধিদ্বারাণীত্যর্থঃ। স এবং বিশিষ্টো বৈশ্বানরো যথোক্তৈর্দ্বারৈঃ শব্দাদীন্‌ স্থূলান্‌ বিষয়ান্‌ ভুঙ্‌ক্তে ইতি স্থূলভুক্‌। উক্ত দ্বারৈঃ স্থূলবিষয় ভোক্তা ইত্যর্থঃ। বিশ্বেষাং নরাণামনেকধা সুখাদিনয়নাৎ বিশ্বানরঃ; যদ্বা বিশ্বশ্চাসৌ নরশ্চেতি বিশ্বানরঃ বিশ্বানরঃ এব বৈশ্বানরঃ; সর্ব্বপিণ্ডাত্মানন্য ত্বাৎ, স প্রথমঃ পাদঃ। এতৎ পূর্ব্বকত্বাদুত্তরপাদাধিগম্য প্রাথম্যমস্য। কথং "**অয়মাত্মাব্রহ্ম**" ইতি প্রত্যগাত্মনোঽস্য চতুষ্পাত্ত্বে প্রকৃতে দ্যুলোকাদীনাং মূর্দ্ধাদ্যঙ্গত্বমিতি? নৈষ দোষঃ—সর্ব্বস্য প্রপঞ্চস্য সাধিদৈবিকস্য অনেনাত্মনা চতুষ্পাত্ত্বস্য বিবক্ষিতত্বাৎ। এবঞ্চ সতি সর্ব্বপ্রপঞ্চোপশমে অদ্বৈতসিদ্ধিঃ। সর্ব্ব-ভূতস্থশ্চ আত্মা একো দৃষ্টঃ স্যাৎ; সর্ব্বভূতানি চাত্মনি। "**যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি**" ইত্যাদি শ্রুত্যর্থ শ্চৈবমুপসংহৃতঃ স্যাৎ—অন্যথা হি স্বদেহপরিচ্ছিন্ন এব প্রত্যগাত্মা সাংখ্যাদিভিরিব দৃষ্টঃ স্যাৎ; তথা চ সতি অদ্বৈতমিতি শ্রুতিকৃতো বিশেষো ন স্যাৎ সাংখ্যাদিদর্শনাবিশেষাৎ।

ইষ্যতে চ সর্ব্বোপনিষদাং সর্ব্বাত্মৈক্যপ্রতিপাদকত্বম্‌; অতো যুক্তমেবাস্য আধ্যাত্মিকস্য পিণ্ডাত্মনো দ্যুলোকাদ্যঙ্গত্বেন বিরাড়াত্মনা আধিদৈবিকেনৈকত্বম,ইত্যভিপ্রেত্য সপ্তাঙ্গত্ব বচনম্‌"**মূর্দ্ধা তে ব্যপতিষ্যৎ**" ইত্যাদিলিঙ্গদর্শনাচ্চ। বিরাজৈকত্বমুপলক্ষণার্থং হিরণ্যগর্ভাব্যাকৃতা-ত্মনোঃ। উক্তঞ্চৈতৎ মধব্রাহ্মণে "**যশ্চায়মস্যাং পৃথিব্যাং তেজোময়-**

ঽন্নমযঃ পুরুষঃ যস্বায়মধ্যাত্মম্” ইত্যাদি। সুষুপ্তাব্যাকৃতয়োস্তেকত্বং সিদ্ধমেব; নির্ব্বিশেষত্বাৎ। এবঞ্চ সতি এতৎ সিদ্ধং ভবিষ্যতি—সর্ব্বদ্বৈতোপশমে চাদ্বৈতমিতি ॥ ২ ॥

আত্মার প্রথম পাদ্ যিনি,তিনি জাগ্রদবস্থার অধিষ্ঠাতা, জাগ্রদভিমানী বাহ্যবিষয়সমূহে প্রজ্ঞাবান্, সপ্তাবয়ব, উনবিংশ মুখ (উপলব্ধি-দ্বার) বিশিষ্ট; স্থূল ভোগী, বৈশ্বানর ॥৩

মুমুক্ষু—জাগরিত স্থানঃ ইহার অর্থ কি ?

শ্রুতি—জাগরণং নাম ইন্দ্রিয়েরর্থোপলব্ধির্জাগরিতং। ইন্দ্রিয় দ্বারা রূপরসাদির যে অনুভব, তাহাই জাগরণ। জাগ্রত অবস্থা হইতেছে অভিমানের বিষয় যাঁহার তিনি জাগরিতস্থানঃ। জাগ্রদবস্থার অধিষ্ঠাতা যে চৈতন্য, তিনি আত্মার প্রথম পাদ্। স্থান=অভিমানের বিষয়।

বিশ্ব পুরুষ হইতে অভিন্ন যে বিরাট, ইনিই আত্মার প্রথম পাদ্। এই বিশ্ব-অভিন্ন বিরাট, জাগ্রৎ অবস্থার অভিমানী; ইনি স্থূল শরীরাভিমানী। জাগ্রৎ স্থূল শরীরাভিমানী বিশ্বঃ ॥

মুমুক্ষু—“বহিঃপ্রজ্ঞঃ” কিরূপ !

শ্রুতি—বহিঃ অর্থ=আত্মার আপন আত্মত্ব হইতে ভিন্ন যে অনাত্মা বা বিষয়। বহিঃপ্রজ্ঞঃ=আত্মার আপন আত্মত্ব হইতে ভিন্ন যে অনাত্মা বা বিষয়—সেই বিষয়কে প্রকৃষ্টরূপে জানেন যিনি—তিনি বহিঃপ্রজ্ঞঃ। বহিঃপ্রজ্ঞঃ পুরুষ বাহ্যশব্দাদি বিষয়ে বৃত্তিবান্। বিশ্ব হইতে অভিন্ন বিরাট অর্থাৎ জাগ্রদভিমানী আত্মা, আপন মায়া প্রভাবে ঘট পট অবটাদি বাহ্যবিষয়কে বাহ্য ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রকাশ করিয়া ঐ দৃশ্য-প্রপঞ্চকে অনুভব করেন।

মুমুক্ষু—প্রকৃষ্টরূপ যে জ্ঞান তাহাই ত প্রজ্ঞা। চৈতন্যরূপ যে স্বরূপভূত প্রজ্ঞা, তাহা ত বাহ্য বিষয়ে ভাসিতে পারে না; এই প্রজ্ঞা ত আত্মাতেই প্রতিষ্ঠিত,—এই প্রজ্ঞা বাহিরের কোন বস্তুর ত অপেক্ষা করে না। বাহিরের বিষয়ে যে প্রজ্ঞা ভাসে, তাহাকে বুদ্ধিরূপা বলা যায়। আর এক কথা, বাহ্য বিষয় যাহাকে বলা হইতেছে, আত্মার

আপন আত্মত্ব হইতে ভিন্ন যে অনাত্মা বা বিষয় বা জগৎপ্রপঞ্চ— বাস্তবিক তাহার অস্তিত্ব কোথায় ? তবে প্রজ্ঞা যাহা আত্মগত, তাহা বাহিরের অবাস্তব বিষয়ে ভাসিবে কিরূপে ? ইন্দ্রজালের যেমন বাস্তব অস্তিত্ব নাই, কিন্তু অজ্ঞানে আছে ; বাহিরের দৃশ্যপ্রপঞ্চ সেইরূপে ভাসে বলা যায়—এই হেতু জিজ্ঞাস্য বহিঃপ্রজ্ঞঃ কিরূপ ?

শ্রুতি—তোমার প্রশ্ন পরিষ্কার করিয়া বলা হইয়াছে। উত্তর শুন। আত্মবিষয়িণী স্বরূপ ভূত যে প্রজ্ঞা, তিনি বাস্তবিক ইন্দ্রজাল স্বরূপ বাহ্য বিষয়ে ভাসেন না ; পরন্তু বুদ্ধিবৃত্তিরূপা যে বিষয়াদি-বস্তুবিষয়িণী নিশ্চয়াত্মিকা অজ্ঞানকল্পিতা প্রজ্ঞা, তাহাকে বাহ্যবিষয়িণী প্রজ্ঞা বলা হইতেছে। বুদ্ধিবৃত্তিরূপা প্রজ্ঞা প্রকৃত পক্ষে বাহ্য বিষয়ের ভাবকে অনুভব করিতেছে না ; কারণ, অজ্ঞানকল্পিত বলিয়া বাস্তব পক্ষে ঐ প্রজ্ঞার অভাবই দৃষ্ট হয়। আবার ঐ প্রজ্ঞার বিষয় যে বাহিরের দৃশ্যপ্রপঞ্চ বাস্তব পক্ষে তাহারও অভাব রহিয়াছে ; কারণ, দৃশ্যপ্রপঞ্চ কেবল অজ্ঞান কল্পিত মাত্র। এই জন্য বুদ্ধিবৃত্তির যে বাহ্য প্রকাশ করা ভাব, তাহা প্রাতিভাসিক ; উহা কল্পিত মাত্র। ব্যহ্য প্রজ্ঞা, বাহ্যবিষয়ে ভাসা কি এখন বুঝিতেছ ?

মুমুক্ষু—বুঝিতেছি, এখন বল আত্মা সপ্তাঙ্গ কিরূপ ?

শ্রুতি—এই বিশ্ব-অভিন্ন বিরাট-পুরুষ সপ্তাঙ্গ। ছান্দোগ্য শ্রুতি বলেন—**তস্য হ বা এতস্যাত্মনো বৈশ্বানরস্য মূর্দ্ধৈব সুতেজাঃ চক্ষুর্বিশ্বরূপঃ প্রাণঃ পৃথগ্বর্ত্মাত্মা সন্দেহো বহুলো বস্তিরেব রয়িঃ পৃথিব্যেব পাদৌ**" "অগ্নিহোত্র কল্পনা শেষত্বেনাগ্নিমুখত্বেনাহবনীয় উক্তঃ।"

এই বৈশ্বানররূপী আত্মার মস্তক হইতেছে সুন্দর তেজোমণ্ডিত স্বর্গলোক, চক্ষু হইতেছে শ্বেতরক্তাদি নানাবর্ণ বিশিষ্ট সূর্য্য, প্রাণ হইতেছে নানা গতিতে বিচরণশীল বায়ু, দেহ মধ্যভাগ হইতেছে চতুর্দ্দিক্ প্রসারিত এই আকাশ, মূত্রস্থান হইতেছে সমুদ্রাদি জলরাশি

পাদদেশ হইতেছে পৃথিবী, মুখ হইতেছে অগ্নিহোত্রের উপযোগী আহবনীয় নামক অগ্নি।

বৈশ্বানরের এই মানব দেহ ধরিয়া,—বিরাট পুরুষের মস্তক, চক্ষু, প্রাণ, দেহমধ্যভাগ (ধড়), মূত্রস্থান, পাপদেশ ও মুখ ভাবনা কর। অনন্ত প্রসারিত আকাশ তাঁহার দেহমধ্যভাগ, এখান হইতে আরম্ভ করিয়া স্বর্গলোক মস্তক, চন্দ্রসূর্য্য চক্ষু, সর্ব্বত্রবিচরণশীলবায়ু নিশ্বাস প্রশ্বাস, জল উদর, পৃথিবী পাদদেশ এবং মুখ অগ্নি—এইগুলি ভাবনা করিয়া দেখ দেখি—এই পরিদৃশ্য জগদাকারে কে দাঁড়াইয়া আছেন? আর এই ক্ষুদ্র মানব দেহ ধারণ করিয়াই বা কে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছেন?

মুমুক্ষু—আকাশ, বায়ু অগ্নি, জল, পৃথিবী, স্বর্গ ও সূর্য্য ইহারা ত পৃথক্ পৃথক্ ভাবে স্থিতি করিতেছে, মানব দেহের অঙ্গরূপে ত ইহাদিগকে বোধ করা যায় না?

শ্রুতি—এই সকল বস্তু যে পৃথক্‌রূপে অবস্থিত তাহা নহে, কিন্তু রজ্জুসত্তাকে অবলম্বন করিয়া মিথ্যা সর্প বা মিথ্যা দণ্ডের অঙ্গ প্রতঙ্গ যেমন ভাসে,—সেই রূপ সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মাকে অবলম্বন করিয়া এই সপ্তাঙ্গ প্রকাশ পাইতেছে।

মুমুক্ষু—"একোনবিংশতি মুখং" কি কি?

শ্রুতি—মুখ অর্থে উপলব্ধি দ্বার। জাগ্রদভিমানী চৈতন্য পুরুষের বিষয় উপলব্ধি-দ্বার ১৯শ প্রকার।

৫ জ্ঞানেন্দ্রিয় + ৫ কর্ম্মেন্দ্রিয় + ৫ প্রাণ + মন + বুদ্ধি + চিত্ত এবং অহংকার এই ১৯শ মুখ।

মুমুক্ষু—বিশ্ব পুরুষের জ্ঞানের সাধন ও কর্ম্মের সাধন এই ১৯শ প্রকার—এই ত বলিতেছ?

শ্রুতি হাঁ। পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, এক মন ও এক বুদ্ধি এই সাত দ্বার জ্ঞান বিষয়ে প্রসিদ্ধই আছে। বাগাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়,—বচনাদি কর্ম্ম বিষয়ের সাধক। প্রাণ যিনি তাঁহার জ্ঞান ও কর্ম্ম এই উভয়ের সাধনত্ব আছে; কারণ, প্রাণ থাকিলে তবে জ্ঞান ও কর্ম্ম উৎপন্ন হয়। প্রাণের অভাবে জ্ঞানের ও কর্ম্মের অনুপপত্তি। অহঙ্কারেরও প্রাণের মত জ্ঞান ও কর্ম্ম এই উভয় বিষয়ের সাধনত্ব আছে; কারণ, অহঙ্কার না থাকিলে আমার জ্ঞান, আমার কর্ম্ম, এইরূপ বোধই থাকে না। চিত্তও হইতেছে চৈতন্যাভাস—ইহা না থাকিলে সমস্তই জড়বৎ থাকে—কাহার জ্ঞান, কাহারই বা কর্ম্ম?

মুমুক্ষু—"স্থূলভুক্" কিরূপ?

শ্রুতি—বিশ্ব পুরুষ উক্ত ১৯শ দ্বার দিয়া শব্দাদি স্থূল বিষয় ভোগ করেন বলিয়া ইহাকে স্থূলভুক্ বলা হয়।

মুমুক্ষু—বৈশ্বানর কেন?

শ্রুতি—বিশ্বেষাং নরাণামনেকধানয়নাদ্বিশ্বানরঃ। বিশ্ব সংসারের সমস্ত লোককে ইনি অনেক প্রকারে শুভাশুভ বিষয়ে আনয়ন করেন বলিয়া ইনি বৈশ্বানর।

অথবা বিশ্বশ্চাসৌ নরশ্চেতি বিশ্বানরঃ বিশ্বানর এব বৈশ্বানরঃ। বিশ্ব এইরূপ যে নর—তিনি বিশ্বানর। বিশ্বানরই সমস্ত—সমস্ত বিশ্বই যে নর তিনি বৈশ্বানর।

মুমুক্ষু—সমস্ত মনুষ্য লইয়া এক বিশ্ব পুরুষ বা বিরাট পুরুষ। সকল মনুষ্যকে এক সঙ্গে কিরূপে ভাবনা করা যাইবে? সকল মনুষ্য ত ঠিক এক অবস্থায় সকল সময়ে থাকে না। কোন মনুষ্য নিদ্রিত, কেহ জাগ্রত, কেহ বসিয়া আছে, কেহ শুইয়া আছে, কেহ কাঁদিতেছে, কেহখেলিতেছে, কেহ আসিতেছে, কেহ যাইতেছে,—ইহাদের সমষ্টিকে 'এক পুরুষ' ভাবনা কিরূপে হয়?

শ্রুতি—একটি একটি পৃথক্ মনুষ্য লইয়া বিশ্ব পুরুষের চিন্তা হয়

না। যিনি সমষ্টি পুরুষ তাঁহারই ভাবনা হয়। জগতের সমস্ত প্রাণী, সেই বিরাট পুরুষের অন্তর্গত। যে প্রাণী যে ভাবেই কেন থাক্ না,—কেহ জাগ্রত, কেহ নিদ্রিত, কেহ গমন, কেহ উপবেশন যে যে ভাবেই কেননা থাক্—তাহাতে সমষ্টি পুরুষের ভাবনা না হইবে কেন ? এক একটি প্রাণী যোগ করিয়া সমষ্টি পুরুষ নহেন, কিন্তু সমষ্টি পুরুষের মধ্যে সমস্ত প্রাণী নানা অবস্থায় রহিয়াছে। যেমন একজন মনুষ্যের মধ্যে যে রক্ত আছে তাহাতে কোটি কোটি জীব অবস্থান করিতেছে,—এমন কি এক বিন্দু রক্তে কোটি কোটি জীব রহিয়াছে,—সেই সমস্ত জীবের দেহে যে রক্তবিন্দু তন্মধ্যে অনন্ত জীব,—তাহাদের রক্তে আবার জীব—এইরূপে জীবের সংখ্যা হয় না—এই সমস্ত জীব, আরও কত বৃহৎ ক্ষুদ্র প্রাণী এক মনুষ্য দেহে অবস্থান করিতেছে—ইহাদের মধ্যে কেহ বিশ্রাম করিতেছে, কেহ ক্রীড়া করিতেছে, কেহ আহার করিতেছে, কেহ নিদ্রা যাইতেছে,—এরূপ হইলেও এই সমস্ত ক্ষুদ্র জীবের পক্ষে মনুষ্যদেহটি যেমন বিরাট পুরুষ—সেইরূপ মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, পৃথ্বী, মন, বুদ্ধি, সমস্তই যে বিরাট পুরুষের অঙ্গমাত্র—সেই বিরাট পুরুষকে ভাবনা করা আর দুঃসাধ্য কি ? নানা জীব এই জগতে নানা ভাবে অবস্থান করিলেও ইহারা সকলেই সেই বিরাট পুরুষের দেহেই অবস্থান করিতেছে—এ চিন্তার বাধা কিছুই নাই।

মুমুক্ষু—আত্মার এই যে প্রথম পাদের কথা বল হইল—ইনি হইতেছেন জাগ্রদভিমানী চৈতন্য। আত্মতত্ত্বটি চৈতন্য। ইনিই আত্মমায়ায় জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থাতে অভিমান করেন; চেত্যভাবেরই এই তিন অবস্থা—চেতন ইহাতে অভিমান করেন মাত্র। অথচ ইহার স্বরূপ যে তুরীয় অবস্থা—এই তুরীয় ব্রহ্ম সর্ব্বদা আপন স্বরূপে, আপনার সচ্চিদানন্দ স্বরূপে অবস্থান করিতেছেন। ইহা ত বড়ই আশ্চর্য্য যে আপন শান্ত পরিপূর্ণস্বরূপে সর্ব্বদা অবস্থান করিয়াও সেই পরম পুরুষ আত্মমায়ায় জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, অবস্থা নিত্য লাভ

করিতেছেন—যৎস্বপ্ন জাগর সুষুপ্তমবৈতি নিত্যম্ তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমহং ন চ ভূতসঙ্ঘঃ॥ আমার জিজ্ঞাস্য এই যে জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তিতে তিনি অভিমান করেন। যে ব্যাপারে অভিমান করা যায়, সে ব্যাপারটী সত্য নহে। যেমন আত্মা দেহে অভিমান করিলেন—আত্মা স্বরূপতঃ দেহ নহেন, কিন্তু অভিমান করিয়া দেহটাকে আমি ভাবনা করিলেন। প্রতি অভিমানে একটা অধ্যাস আছে। যিনি পরিপূর্ণ তাহার অভিমান কিরূপে হয়? অধ্যাস ব্যাপারটা কি?

শ্রুতি—যিনি পূর্ণ তিনি সর্ব্বদাই পূর্ণ। যতক্ষণ অহং সৃষ্টি না হয়, ততক্ষণ স্বভাবতঃ যাহা সৃষ্টি হয়—তাহাতে অভিমানের কেহ থাকে না বলিয়া—অদ্বৈত ভাবই থাকে। অহং সৃষ্টি হইলেই বহু অভিমান হয়। অহংই বহু হয়। সচ্চিদানন্দ পরম শান্ত পরমাত্মাই আছেন। কোন চলন নাই, কোন স্পন্দন নাই, কোন সঙ্কল্প নাই,—তিনি চিন্মাত্র। মণিতে যেমন ঝলকমত কিছু উঠে বলিয়া মনে হয় সেইরূপ এই অখণ্ড চিন্মণিতে স্বভাবতঃ ঝলক-উঠা মত বোধ হয়। সেই ঝলকেই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড, সূচীর শতপত্র ভেদের ন্যায় যেন ভাসিয়া উঠে। প্রথমে যখন ঝলকমত উঠে (এই ঝলক মত বস্তুটি সর্ব্বদা উঠিতেছে বলিয়া, ইহার প্রথম যদিও নাই, তথাপি এতদ্ভিন্ন কোনরূপে আর বলা যায় না) প্রথমে যখন ঝলক উঠে, তখন যতক্ষণ পর্য্যন্ত "অহং" পদার্থের সৃষ্টি না হইতেছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তুরীয়ব্রহ্মের উপরে সুষুপ্তির মত যেন কিছু ভাসে। এই সুষুপ্তির ভিতরে ভাবী নামরূপ কল্পনা সমস্তই থাকে কিন্তু তথাপি এখনও অহং জাগে নাই বলিয়া সমস্ত বিষয়জ্ঞানের অভাব ইহা। সুষুপ্তির্নাম সর্ব্ববিষয় জ্ঞানাভাবঃ। সুষুপ্তি-অভিমানী পুরুষকে একীভূত বলে, কারণ কুজ্ঝটিকায় জগৎ আচ্ছন্ন হইলে নানা আকার বিশিষ্ট বস্তুসমূহ যেমন একাকারে প্রতীত হয় সেইরূপ সুষুপ্তিতে স্বপ্রকাশ চৈতন্যের উপরে একটা তমোভাব জাগিয়া উঠে বলিয়া 'অদ্বৈত ভাবই' থাকে, 'দ্বৈত' উপলব্ধি হয় না। পরে শুনিবে—"যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে

ন কঞ্চন কামং কাময়তে ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি তৎ সুষুপ্তম্। সুষুপ্তস্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘন এব" ইত্যাদি।

তুরীয় ব্রহ্ম যখন সুষুপ্ত অবস্থায় প্রকাশ হয়েন, তখন অজ্ঞানের আবরণ বেশী হয় নাই। কারণ, একটিমাত্র কিছু তুরীয়ের একদেশে যেন ভাসিয়াছে। বহু আকারের বহু বস্তু তখন অধিষ্ঠান চৈতন্যের উপরে কার্য্য করিতে থাকে, তখনই অজ্ঞানের আচ্ছাদনে অধিষ্ঠান-চৈতন্য পূর্ণভাবে আচ্ছাদিত হয়েন; কিন্তু সুষুপ্তি অবস্থাতেও স্বরূপানন্দের কিঞ্চিৎ স্ফুরণ হয়। ক্রমে মহৎ অহং পঞ্চতন্মাত্র ইত্যাদি সৃষ্টি হইয়া গেলে—যৎক্ষণ পর্য্যন্ত "অহং" এর পূর্ণ বিকাশ না হইতেছে—আভাষ মাত্র জাগিয়াছে—তখন "সুষুপ্তং স্বপ্নবৎ ভাতি" সুষুপ্ত অবস্থাটি স্বপ্নের মত ভাসিয়া উঠে। স্বপ্নে কত বস্তু জাগিয়া উঠিতেছে, লয় হইতেছে—তখন জাগ্রৎ কালের অহং এর মত অহংটা নাই বলিয়া সব দেখা যাইতেছে বটে, তথাপি সব যেন সংস্কার মত, স্বপ্ন মত। ব্রহ্মও সেইরূপ ভাবে সৃষ্টিরূপে ভাসেন। সুষুপ্তং স্বপ্নবৎ ভাতি ভাতি ব্রহ্মৈব সর্গবৎ—ব্রহ্মই সৃষ্টিরূপে ভাসেন। এইটি স্বপ্নাবস্থা। পরে স্বপ্নটি আরও স্পষ্ট হইয়া জাগ্রৎ অবস্থায় আসিলে পূর্ণ অজ্ঞান জাগে; জাগিয়া আত্মস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া স্থূলভুক্ বৈশ্বানর প্রকাশিত হয়েন। সুষুপ্তি, স্বপ্ন এবং জাগ্রৎ—আত্মার এই তিন অবস্থাই মায়িক। চিৎ আপন স্বরূপে সর্ব্বদা আছেন—তাঁহার যে চেত্যতা ইহাই মায়ার প্রথম স্ফুরণ; স্পন্দনের প্রথম বিকাশ। ব্রহ্মকে প্রকাশ করিবার কিছুই নাই। স্বপ্রকাশকে প্রকাশ করিবে কে? ব্রহ্ম যখন আপন শক্তির সহিত এক হইয়া থাকেন, তখন শক্তি আছে বা নাই কিছুই বলা যায় না। যদি থাকেন, তবে অনুভব হয় না কেন? যদি নাই, তবে স্ফুরণ হয় কাহার? ব্যক্তাবস্থায় আসে কে? চন্দ্র ও চন্দ্রিকা যেমন অভিন্ন, অগ্নি ও উত্তাপ যেমন অভিন্ন অথচ উত্তাপটি অগ্নি নহে, চন্দ্রিকাই চন্দ্র নহে—সেইরূপ শক্তি ও শক্তিমান অভিন্ন হইলেও শক্তিটিই শক্তিমান্ নহেন। শক্তি নিজে অব্যক্ত। যন্ত্র না হইলে, পরিচ্ছিন্ন না হইলে—

শক্তি, ব্যক্তাবস্থায় আসেন না। শক্তির ব্যক্তাবস্থায় আগমন কালে আত্মার উপর সুষুপ্তি, স্বপ্ন ও জাগ্রৎ অবস্থা ভাসে। অহং সৃষ্টির পরে যখন ইহাদের পর অহং অভিমান হয়, তখনই বলা হয় সুষুপ্ত্যভিমানী চৈতন্য, স্বপ্নাভিমানী চৈতন্য এবং জাগ্রদভিমানী চৈতন্য। "যৎ স্বপ্ন জাগর সুষুপ্তমবৈতি নিত্যং" ইহা মায়িক, মূলে নাই; তথাপি অজ্ঞান ঝলকে এই তিন অবস্থা যেন ভাসে বোধ হয়। আকাশে নীলিমা নাই; মনে হয় কিন্তু আকাশ নীল। বিচার ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে যেমন আকাশে নীলিমা ভ্রান্তি যাইতে পারে না, সেইরূপ বিচার ভিন্ন ব্রহ্মে জগৎভ্রান্তি বা জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তি ভ্রান্তি কিছুতেই যাইতে পারে না। সর্ব্বদা স্মরণ রাখ—জাগ্রৎটাও ভ্রান্তি, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি ত ভ্রান্তিই বটে; কাজেই জাগ্রৎকালে যাহা কিছু চিন্তা হইতেছে, কার্য্য হইতেছে, দর্শন, শ্রবণ, সংকল্প, বিকল্প অনুভব ইত্যাদি হইতেছে—সে সমস্তই ভ্রান্তি। পরম শান্ত অভ্রান্ত পুরুষ, সমুদ্র-তরঙ্গের অন্তস্তলে স্থির শান্ত সমুদ্ররূপে সর্ব্বদা বিরাজমান। তুমিও সেই স্থির সমুদ্রের মত তোমার চঞ্চলমনের সত্তা। পরম শান্ত ব্রহ্মই তোমার স্বরূপ। চঞ্চলতরঙ্গস্বরূপ মন তুমি নও। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি মনেরই হয়। ইহারা মায়া বা প্রকৃতি বা মনের খেলা—স্থির শান্ত ব্রহ্মের উপর। বুঝিতেছ—ব্রহ্মই তোমার স্বরূপ, তুমিই ব্রহ্ম। শরীর তুমি নও, চিত্ত তুমি নও, অহং তুমি নও, প্রকৃতি তুমি নও—তুমি প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন পদার্থ। তুমি চিন্মাত্র, তুমি সচ্চিদানন্দ তুরীয় ব্রহ্ম। কোন দুঃখ তোমাতে নাই। সমস্ত দুঃখের অভাব যাহা তাহাই আনন্দ—ব্রহ্ম। সমস্ত অজ্ঞানের অভাব যাহা তাহাই ব্রহ্ম। অজ্ঞানের আবরণটা সরাইয়া ফেলাই মুক্তি—পূর্ণ আনন্দ ত আছেনই। অজ্ঞানটাই দুঃখ। অজ্ঞান যাহাকে আবরণ করিয়া ভাসে, তিনিই তুরীয় ব্রহ্ম---তিনিই আনন্দ স্বরূপ। অজ্ঞান বা সর্ব্বপ্রকার দুঃখ সরাইয়া ফেলিতে পারিলেই আনন্দ স্বরূপে নিত্য স্থিতিলাভ করা যায়। সেই জন্যই আত্মার এই মায়িক তিনপাদ বিচার করা যাইতেছে।

মুমুক্ষু। মা! আত্মা ত চতুষ্পাদ্। কিন্তু "পাদ" এই কথার ধাতুগত অর্থ কি?

শ্রুতি। প্রথম অর্থ পদ্যতে যঃ স পাদঃ -পাওয়া যায় যাহা তাহাই পাদ। দ্বিতীয় অর্থ পদ্যতে যেন—পাওয়া যায় যাহা দ্বারা তাহাই পাদ।

এখন প্রথম অর্থটি ধারণা কর। যাহা পাওয়া যায় তাহা কি? মানুষের প্রাপ্তির বস্তুটি কি? সাধকের প্রাপ্তির বস্তুটি হইতেছে—শ্রীভগবান্। ইনিই অদ্বয়জ্ঞান। ইনিই পরমপদ। ইনিই তুরীয় ব্রহ্ম। মহাপ্রলয়ে যখন চন্দ্র, সূর্য্য, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, স্থল, জীব জন্তু কিছুই থাকে না, সব প্রকৃতিতে লয় হইয়া যায়, প্রকৃতি আবার পুরুষে লয় হয়, তখন যিনি আপনি-আপনি থাকেন, তিনিই তুরীয় ব্রহ্ম, নির্গুণ ব্রহ্ম, নিরুপাধি ব্রহ্ম। আবার সৃষ্টির প্রাক্কালে যখন ইঁহার এক অতি ক্ষুদ্র অংশে মায়া ভাসেন, আর সেই মায়ার ভিতরে ছায়া ছায়া মত সূক্ষ্ম বাসনাপুঞ্জ উঠিতে থাকে, তাহারাই আবার কালে স্থূল হইয়া এই পরিদৃশ্যমান বিচিত্র জগৎরূপে দাঁড়ায়, তখন যিনি সমষ্টি-সৃষ্টিকে অব্যক্ত মূর্ত্তিতে পরিবেষ্টন করিয়া থাকেন, যাহাকে স্মরণ করিয়া শ্রীগীতা বলেন "ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা" তিনিই পরমেশ্বর, অন্তর্যামী, সগুণ, বিশ্বরূপ ব্রহ্ম। নির্গুণব্রহ্ম সর্ব্বদা আপনার আপনি-আপনি স্বরূপে পূর্ণ থাকিয়াও এক অংশে মায়া উঠাইয়া, সেই মায়ার অধীশ্বর হইয়া বিশ্বরূপ ধারণ করেন। আবার এই অদ্বয় জ্ঞানস্বরূপ পূর্ণব্রহ্মই মায়িক জগতের প্রতি ব্যষ্টির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, ভূতে ভূতে আত্মারূপে প্রতিবস্তুর নিয়ন্তা হয়েন। নির্গুণ, সগুণ, আত্মা এই তিনটিই তিনি। ইহা ভিন্ন তাঁহার আর একটি মূর্ত্তি আছে। সেটি অবতার। যখন যখন এই সৃষ্ট-জগতের বিপ্লব উপস্থিত হয়, যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি, অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন তখন এই প্রভুই সাধুদিগের পরিত্রাণ ও অসাধুদিগের বিনাশ জন্য মায়ামানুষ বা মায়ামানুষী রূপ ধরিয়া অবতীর্ণ হয়েন। যিনি মূর্ত্তি ধরিয়া অবতার—তিনিই চৈতন্যরূপে জীবে জীবে আত্মা। যিনি আত্মা

তিনি, ঘটাকাশ যেন মহাকাশ হইতে কখন খণ্ডিত হন না—একটা অজ্ঞানে মনে হয় যেন ঘটাকাশটা মহাকাশের অংশ, কিন্তু মহাকাশের অংশ কখনও হয় না—সেইরূপ আত্মাও আপন স্বরূপে পূর্ণ থাকিয়াও একটা অজ্ঞানে বা অবিদ্যা-প্রভাবে মনে হয় যেন খণ্ডচৈতন্য। ফলে এই অবিদ্যার নাশ হইলে এই জীবপ্রবিষ্ট খণ্ডমত আত্মাই সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বান্তর্যামী, সর্ব্বেশ্বর আত্মা। যতদিন মায়ারচিত সর্ব্ব বলিয়া কিছু থাকে, ততদিন তিনি মায়াধীশ, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বনিয়ন্তা। কিন্তু মহা-প্রলয়ে যখন সর্ব্ব বলিয়া কিছুই থাকে না, তখন এই সর্ব্বব্যাপী, সগুণ পরমেশ্বরই সর্ব্বশূন্য হইয়া আপনি-আপনি নির্গুণ পরমপদ, তুরীয় ব্রহ্ম। তাই বলা হইতেছে—এই সমকালে নির্গুণ, সগুণ, আত্মা ও অবতাররূপী তুরীয়-ব্রহ্মই প্রাপ্তির বস্তু পাদ কথার প্রথম অর্থে তবে তুরীয় পাদটিই পাওয়া যায়; প্রাজ্ঞ, তৈজস, বিশ্ব এই মায়াজড়িত তিন পাদকে পাওয়া যায় না। স্বরূপটিই পাইবার বস্তু। স্বরূপটি সর্ব্ব অবস্থাতে এক হইলেও অন্য তিন পাদে যদি স্বরূপবিস্মৃতি ঘটে, তবে ঐ তিন পাদ, প্রাপ্তির বস্তু নহে।

দ্বিতীয় অর্থে তুরীয় পরমপাদকে পাওয়া যায় যাহা দ্বারা তাহাই বুঝা যায়। তুরীয়-পাদকে পাওয়া যায় কাহা দ্বারা? "ত্রয়াণাং বিশ্বাদীনাং পূর্ব্ব-পূর্ব্ব প্রবিলাপেন তুরীয়স্য প্রতিপত্তিরিতি করণসাধনঃ পাদশব্দঃ। তুরীয়স্য তু পদ্যত ইতি কর্ম্মসাধনঃ পাদশব্দঃ।

মুমুক্ষু। মা! যাঁহারা মায়া হইতে মুক্তি ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের এই প্রবিলাপনরূপ সাধনটিই ত প্রয়োজন। কিরূপে জাগ্রৎকে স্বপ্নে, স্বপ্নকে সুষুপ্তিতে, সুষুপ্তিকে তুরীয়ে লয় করিয়া পরমপদে স্থিতিলাভ করা যায় ইহাই ত একমাত্র বুঝিবার বিষয়।

শ্রুতি। বাবা! ইহার জন্যই ত জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই তিন অবস্থা প্রথমে জানা চাই। মাণ্ডুক্য সেইজন্যই ত জাগরিত স্থান, স্বপ্ন-স্থান, সুষুপ্ত স্থানের কথা অগ্রে বলিতেছেন। জাগ্রৎ যাহা, তাহার অভাবটি হইতেছে স্বপ্নকাল আবার জাগ্রৎ ও স্বপ্নের অভাব হইতেছে

সুষুপ্তি। আবার সকলের অভাব হইতেছে—তুরীয়। যখন যে অবস্থায় থাক, সেই সময়ে তাহার অভাবের অবস্থা ভাবনা করাই ত সাধনা।

মুমুক্ষু। মা! মুখ্য কথাটি অগ্রে না ধরিলে গৌণ কথার ব্যাখ্যাতে আগ্রহ জন্মায় না, সেই জন্যই সাধনার এই মুখ্য কথাটি প্রথমেই ধরিতে চাই।

শ্রুতি। বল কি জানিতে চাও?

মুমুক্ষু। আবার বলি—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই তিন অবস্থা জানিলে, একটি অবস্থাকে পরে পরের অবস্থায় লয় করিয়া কিরূপে স্বরূপবিশ্রান্তি হইবে তাহাই ত জানিতে চাই।

শ্রুতি। স্ত্রী শূদ্র সকলকেই শ্রুতি এই সাধনাই করিতে বলিতেছেন। বেদমাতার উপাসনায় অর্থাৎ গায়ত্রী সাধনায় অতি প্রয়োজনীয় তত্ত্ব হইতেছে "বিদ্মহে এবং ধীমহি"। অগ্রে জ্ঞান পরে ধ্যান বা ভাবনা কর—ইহাই একমাত্র সাধনা। এখন দেখ মাণ্ডূক্য কি বলিতেছেন? জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তিকে প্রথমে জান। জানিয়া জাগ্রৎকালে, বিষয়ে জাগিয়া থাকিবার কালে, জাগ্রতের অভাব যে স্বপ্নকাল তাহার ভাবনা কর। আবার স্বপ্নকালে স্বপ্নের অভাব যে সুষুপ্তি তাহার ভাবনা কর। আবার সুষুপ্তির অভাবটিকে যখন সাধন-সুষুপ্তিকালে ভাবনা করিতে পারিবে, তখন হইবে পরমপদে স্থিতি। তুমি জাগ্রৎকেও জান আর জাগ্রতের অভাবকেও ত জান। জাগ্রৎকালে জাগ্রতের অভাবকে ভাবনা কর, করিলে জাগ্রৎভাব ভুলিতে পারিবে। এইরূপ অন্যগুলিও।

মুমুক্ষু। মা! এই সাধনাটি ভাল করিয়া বুঝাইয়া দাও।

শ্রুতি। বাবা! অগ্রে জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তিতে কোন্ কোন্ অবস্থা হয় তাহা জান, পরে এক অবস্থার অভাবরূপ অন্য অবস্থায় যাওয়া যায় কিরূপে তাহাই বুঝিবে। তুমি ব্যগ্র হইয়াছ, সেই জন্য এখানে কতকটা আভাস মাত্র দিতেছি। যাহারা সাধনা করে না তাহাদেরও জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি হয়। ইহারা জাগ্রৎকালে ইন্দ্রিয়

দিয়া স্থূল বিষয় মাত্র ভোগ করে। কাজেই বিষয়ভোগের সুখ দুঃখ, রাগ দ্বেষে ইহারা সর্ব্বদা ব্যাকুল। ইহারা পুনঃ পুনঃ জনন মরণ-দোলায় দুলিতে থাকে। আবার ইহারা স্বপ্নকালে স্থূল বিষয়ভোগ ছাড়িয়া মন দ্বারা স্থূল বিষয়ের সূক্ষ্ম সংস্কাররূপ যে বাসনা, সেই বাসনা সমূহকে অন্তরিন্দ্রিয় মন দ্বারা ভোগ করে এবং সুষুপ্তি অবস্থায় ইন্দ্রিয়স্পন্দন ও মনঃস্পন্দন শূন্য হইয়া অজ্ঞানের কোলে, অবিদ্যার কোলে, অবিবেকের কোলে মোহাচ্ছন্ন হইয়া ঘুমাইয়া পড়ে। কিন্তু যাঁহারা সাধক, তাঁহারা ইন্দ্রিয়গণ যখন বিষয় লইয়া খেলা করিতে চায়, তখন ইন্দ্রিয় সমূহকে রোধ করিতে চেষ্টা করেন। মনে কর, কর্ণ যেন বহু শব্দ শুনিতেছে। সেই সময়ে সাধক যদি চিন্তা করেন এখনি যদি ঘুমাইয়া পড়ি, তবে ত কর্ণ খোলা থাকিলেও কোন শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু ঘুমের সময়েও মন স্বপ্ন দেখে। সাধক যাঁহারা, তাঁহারা মনকে ভাবনা-রাজ্যের স্বপ্ন দেখান। তাঁহারা ভাবনা-রাজ্যে অষ্টদল পদ্ম, তাহার উপর সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নিরূপ আসনের উপরে উপবিষ্ট শ্রীভগবান্‌কে বা ভগবতীকে তাঁহার গুণ ও কর্ম্ম চিন্তা করিয়া ভাবনা করিতে থাকেন। কাজেই তখন তাঁহারা জাগ্রৎকে স্বপ্নে লয় করেন। বাহিরের ইন্দ্রিয় তখন বিষয় লইয়া জাগিয়া থাকে না; মন ঐ সময়ে ভাবনা লইয়া জাগিয়া থাকে। ঐ অবস্থা হইতে সাধনার পরিপাক দ্বারা মনঃস্পন্দনও লয় করিয়া তাঁহারা সুষুপ্তি অবস্থা লাভ করেন। তাহাও লয় করিলে তবে তুরীয়ে স্বরূপ-বিশ্রান্তি লাভ করা যায়। আচ্ছা, আর এক প্রকারে এই বিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর।

জাগ্রৎ অবস্থাকে স্বপ্নে লয় করা, ইহাই সকল প্রকার সাধনার ভিত্তি। জগৎটা বা দেহটা যাহাই হউক না কেন, যতক্ষণ না ইহা ভুলিতে পারিতেছ, ততক্ষণ স্বরূপ-বিশ্রান্তি কিছুতেই হইতে পারে না। চেতন পুরুষকে দেখিতে দেখিতে যখন আনন্দ পাইবে, তখন চেতন ভিন্ন আর কিছুই অন্ততঃ তোমার কাছে থাকিবে না। তুমি চৈতন্য-স্বরূপে স্থিতিলাভ করিবে। ইহারই জন্য ভক্তিপথ ও জ্ঞানপথ।

আর যোগপথটি দ্বারা এই দুই পথের ভিত্তিটি দৃঢ় হয়। ভক্তিপথে শ্রীভগবান্‌কে দেখিয়া দেখিয়া শ্রীভগবানে তন্ময় হইয়া থাকিতে হয়, জগৎবিচারের আবশ্যক থাকে না। কিন্তু জ্ঞানপথে চিন্ময় প্রভুর দেখার অভ্যাস ত করিতেই হইবে; শ্রবণ, মনন নিদিধ্যাসন ত থাকাই চাই—তার সঙ্গে সঙ্গে জগৎ দেখিয়া বিচার দ্বারা জগৎ দেখা আর যাহাতে না থাকে তাহাও চাই। বলা হইল ভক্তিপথের শ্রবণ, মনন ত ইহাতে থাকেই তাহার উপরে জগতের বিচার দ্বারা দেখান হয়—তরঙ্গ যেমন স্থির জল ভিন্ন অন্য কিছুই নহে, সেইরূপ এই যে জগৎ, এটা সেই চৈতন্যপুরুষই একটা মায়ার মুখোস পরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। মায়ার মুখোসটা একটা ভ্রম মাত্র। ভ্রমটাকে জান যে এটা ভ্রম, তবেই ইহা আর তোমায় ভুলাইতে পারিবে না। শেষে বুঝিতে পারিবে, রজ্জুতে যে সর্পভ্রম, এ সর্পটা আদৌ নাই; একমাত্র রজ্জুই আছে। তাই বলিতেছি, জ্ঞানমার্গে প্রথমে মনে হইবে তুমি যেমন জগৎকে দেখিতেছ—সেইরূপ জগৎ-দেহ ধারণ করিয়া সেই চৈতন্যময় পুরুষও তোমায় দেখিতেছেন। জগৎরূপ ধারণ করিয়া তিনিই দাঁড়াইয়া আছেন। আকাশের ভিতর দিয়া, বায়ুর ভিতর দিয়া, অগ্নির ভিতর দিয়া, জলের ভিতর দিয়া পৃথিবী, পর্ব্বত, বৃক্ষ, লতা, মানুষ, পশু, পক্ষী এমন কি বাক্য, মন, প্রাণ, চক্ষু, কর্ণ এক কথায় জগতে যাহা কিছু আছে—সুন্দর, কুৎসিত, দুষ্ট, শিষ্ট, শত্রু, মিত্র, বালক, বালিকা, যুবক, যুবতী, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা সকলের মধ্য দিয়া তিনিই তোমাকে দেখিতেছেন। তুমিও তিনি—ইহা তিনি জানেন, কিন্তু তুমি তোমাকে ঘটমধ্যবর্ত্তী আকাশের মত খণ্ডভাবে জানিয়াই সংসার-বিপদে পড়িয়াছ। যখন বুঝিবে সেই অখণ্ড চৈতন্যই তোমার মধ্যে পূর্ণভাবে থাকিয়াও খেলা করিতেছেন, তখন তাঁহাকে দেখিয়া দেখিয়া তিনি হইয়াই স্বরূপ-বিশ্রান্তি লাভ করিবে।

মুমুক্ষু। ইহার জন্যই জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিকে বিশেষরূপে জানা **আবশ্যক বুঝিতেছি।**

শ্রুতি। বাবা! জাগ্রৎ হইতে স্বপ্নে যাওয়া অথবা স্থূলজগতের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দের মধ্যে থাকিয়া বিষয়ে ঘুমাইয়া পড়া, আর ভাবনারাজ্যে শ্রীভগবানকে লইয়া থাকা যত সহজ ভাবিতেছ, তত সহজ ইহা নহে। সকল শব্দ কর্ণে আসিতেছে, কিন্তু শব্দ শুনিতে শুনিতে শুনিব না ঘুমাইয়া পড়িব; তরঙ্গ ভঙ্গ দেখিতেছি, দেখিতে দেখিতে ইহাতে ঘুমাইয়া পড়িতেছি; ইহা আর না দেখিয়া ভাবনারাজ্যে শ্রীভগবৎ-লীলা দেখিতেছি ইহা সহজ ভাবিও না।

মুমুক্ষু। পূর্ব্বেও ত ইহা বলিলেন, কিন্তু মা! শব্দ শুনিতেছি, আর শুনিতে শুনিতে তাহা না শুনিয়া, তাহাতে ঘুমাইয়া পড়িয়া শ্রীভগবানের ডাক শুনিতেছি; তরঙ্গভঙ্গ চক্ষে দেখিতেছি দেখিতে দেখিতে তাহা ভুলিয়া শ্রীচৈতন্যকে ভাবনারাজ্যে পাইতেছি ইহা ত হয় না মা?

শ্রুতি। হয় বৈকি বাবা! পূর্ব্বেও ত বলিলাম, দেখনা কেন এত লোকের মধ্যে তুমি কথা কহিতেছ, কিন্তু এখনি তোমায় নিদ্রা আক্রমণ করিল; তুমি এক মুহূর্ত্তেই আর কোন কথাই শুনিলে না, আর কিছুই দেখিলে না, এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎ ভুলিলে, তোমার এই দেহ ভুলিলে, ইহা ত হয়—নিত্য দেখিতেছ। কি কৌশলে হয় তাহাই দেখ। সেই কৌশলটি জান—জানিলেই জাগ্রৎকে স্বপ্নে লয় করিতে পারিবে। আবার ভাবনারাজ্যে, স্বপ্নরাজ্যে শ্রীভগবান্‌কে লইয়া খেলা করিতে করিতে যখন তাঁহাতে তন্ময় হইয়া যাইবে, তখন সব ভুলিয়া স্বপ্ন হইতে সুষুপ্তিতে যাইতে পারিবে। আবার সুপ্ত হইয়াও যখন দেখিবে "আর কিছুই নাই" তাহার পরেই বুঝিবে আর কিছুই নাই—কেবল "আমিই আছি"। কিন্তু সাধনার পরিপক্কাবস্থা যদি লাভ করিয়া থাক, তবে বুঝিবে "আমিই আছি"—ইহার সঙ্গে "আমিই সেই" ইহার অনুভব হইতেছে। ইহাতে যখন আনন্দ উঠিবে, সেই নিঃসঙ্গ অবস্থায় সর্ব্বশ্রমরহিত হওয়া জন্য যে আনন্দ তাহাই নিরতিশয়

আনন্দ; অনায়াসপদ লাভের জ্ঞানজন্য আনন্দ; তাহাই সচ্চিদানন্দ-স্বরূপে স্বরূপ-বিশ্রান্তি। এখন শ্রবণ কর স্বপ্নস্থান কি।

মুমুক্ষু। মা বল। আহা কত সুন্দর ইহা—কত প্রয়োজনীয় ইহা। আমি ধন্য হইয়া যাইতেছি। অকারকে উকারে লয় করা, উকারকে মকারে লয় করা—করিয়া স্বরূপবিশ্রান্তি লাভ করা; আহা, ইহাই ত সাধনা।

स्वप्नस्थानोऽन्तःप्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तभुक् तैजसो द्वितीयः पादः ॥४॥

ইন্দ্রিয়াণামুপরমে জাগ্রৎবাসনাজোবস্থাবিশেষঃ স্বপ্নঃ। স্বপ্নঃ স্থানং অভিমানবিষয়মস্য তৈজসস্যেতি স্বপ্নস্থানঃ। অন্তঃপ্রজ্ঞঃ ইন্দ্রিয়াপেক্ষয়া অন্তঃস্থত্বাৎ মনসস্তদ্‌বাসনারূপা চ স্বপ্নে প্রজ্ঞা যস্যেতি। সপ্তাঙ্গঃ একোবিংশতিমুখঃ পূর্ব্বোক্তঃ। প্রবিবিক্তভুক্ বিশ্বস্য সবিষয়ত্বেন প্রজ্ঞায়াঃ স্থূলায়াঃ ভোজ্যত্বম্; ইহ পুনঃ কেবল বাসনামাত্রা ভোজ্যেতি প্রবিবিক্তো ভোগ সূক্ষ্মবিষয়ভোগ ইতি। তৈজসঃ বিষয়শূন্যায়াং প্রজ্ঞায়াং কেবল প্রকাশস্বরূপায়াং বিষয়িত্বেন ভবতীতি তৈজসঃ তেজোন্তঃকরণং যস্য স তৈজসোন্তঃকরণ লীনঃ। দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥

সেই আত্মা যখন স্বপ্নাবস্থার অধিষ্ঠাতা হন, স্বপ্ন ইহার অভিমানের বিষয় হয় বলিয়া ইনি স্বপ্নস্থান। বাহিরের ইন্দ্রিয়গুলি বিষয়ে ঘুমাইয়া পড়িলেও অন্তরিন্দ্রিয় মন পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের সংস্কার, বাহ্যেন্দ্রিয়ের সহায়তা ব্যতিরেকেও ভোগ করে। অন্তর্লীন সূক্ষ্ম বিষয়সংস্কার সমূহকে ইনি অন্তরিন্দ্রিয় মন দ্বারা অনুভব করেন বলিয়া ইনি অন্তঃপ্রজ্ঞঃ। মনের বাসনাতেই এই দ্রষ্টাপুরুষের জ্ঞান থাকে বলিয়া ইনি অন্তঃপ্রজ্ঞঃ। এই পুরুষ এই সময়ে বাসনাময় বিশ্ব রচনা করিয়া বাসনাময় দেহও ধারণ করেন। স্বর্গ ইঁহার মস্তক; সূর্য্য ইঁহার চক্ষু; বায়ু ইঁহার প্রাণ; অগ্নি ইঁহার মুখ; অন্তরীক্ষ ইঁহার নাভি; জল ইঁহার উদর; পৃথিবী ইঁহার চরণ—ইনি এই সপ্তাঙ্গ। স্বপ্নাবস্থায় চক্ষু-কর্ণাদি

জ্ঞানেন্দ্রিয় ও হস্ত-পদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় এই দশটি ইন্দ্রিয় যে মনে লীন হয় সেই পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ-কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চ-প্রাণ ও মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার এই চারি অন্তরিন্দ্রিয় সেই মনোলীন অন্তরিন্দ্রিয় দ্বারা ইনি ভাবনাময় বিশ্ব অনুভব করেন বলিয়া ইনি একোনবিংশতিমুখ বা একোনবিংশতি অনুভব দ্বার বিশিষ্ট। স্বপ্নাবস্থায় চক্ষু-কর্ণাদি ঘুমাইয়া পড়িলেও এই স্বপ্ন-পুরুষ অন্তর্লীন ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট মন দ্বারা দেখা শুনা সবই করেন বলিয়া ইনি একোনবিংশনিমুখ। প্রবিবিক্ত বলে সূক্ষ্ম-বিষয়কে। বিশ্ব-পুরুষের প্রজ্ঞা বিষয়সহিত বলিয়া যেমন ইহাকে স্থূলভুক্ বলা হয়, সেইরূপ তৈজস পুরুষের প্রজ্ঞা বিষয় রহিত অর্থাৎ কেবল মাত্র বাসনারূপা বলিয়া ইনি সূক্ষ্মভুক্ ইনি তৈজস। শব্দাদি বিষয়-সম্পর্ক-রহিত কেবল প্রকাশময় প্রজ্ঞার তিনি অনুভব কর্ত্তা বলিয়া ইনি তৈজস। স্বপ্নাভিমানী তেজে অর্থাৎ অন্তঃকরণে লীন বলিয়া ইনি তৈজস।

মুমুক্ষু। মা! স্বপ্নকালে আমাদের মধ্যে কি ব্যাপার হয় তাহা ভাল করিয়া বল।

শ্রুতি। বাহিরের দশ ইন্দ্রিয় যখন রূপ-রসাদি গ্রহণ না করে এবং গমন, চলন, বলনাদি না করে, এক কথায় বলা যায় তখন ইহারা ঘুমাইয়া পড়ে। ইহাই হইল নিদ্রা। নিদ্রাকালে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় ঘুমাইয়া পড়ে সত্য, কিন্তু অন্তরিন্দ্রিয় যে মন তিনি ঘুমান না, তিনি স্বপ্ন দেখেন। জাগ্রৎ থাকা কি তাহা মোটামুটি সকলেই জানিতে পারেন কিন্তু স্বপ্নটা কি ইহাই তুমি জানিতে চাও। শ্রবণ কর।

জাগ্রৎপ্রজ্ঞা অনেকসাধনা বহির্বিষয়েবাবভাসমানা মনঃস্পন্দনমাত্রা সতী তথাভূতং সংস্কারং মনস্যাধত্তে। তন্মনস্তথা সংস্কৃতং চিত্রিত পটো বাহ্যসাধনানপেক্ষমবিদ্যা-কাম-কর্ম্মভিঃ প্রের্য্যমাণং জাগ্রৎবৎ অবভাসতে। তথাচোক্তম্ **"অস্য লোকস্য সর্ব্বাবতো মাত্রামপাদায়" ইত্যাদি।** তথা **পরে দেবে মনস্যেকীভবতি"** ইতি প্রস্তুত্য **"অত্রৈষ দেবঃ স্বপ্নে মহিমানমনুভবতি"** ইত্যাথর্ব্বণে।

জাগ্রৎকালে পুরুষের প্রজ্ঞা বা বুদ্ধি অনেক প্রকার চেষ্টাযুক্ত থাকে। আর ঐকালে ঐ বুদ্ধি বা জ্ঞান বাহিরের বিষয় লইয়া খেলা করে বলিয়া বহির্ব্বিষয় মতই যেন ভাসমান হয়। বুদ্ধি তখন মনরূপে স্ফুরিত হইয়া বাহিরের বিষয়ের সংস্কার সমূহকে আপনার মধ্যেই ধারণ করে। ঐরূপ সংস্কার-চিহ্নিত মন চিত্রকরা পটের মত। জাগ্রৎ বাসনাযুক্ত মন স্বপ্নকালে জাগ্রতের ন্যায়ই ভাসে। যেমন চিত্রিত পট চিত্রমত ভাসে সেইরূপ। তবেই হইল জাগ্রৎসংসারবিশিষ্ট মন জাগ্রৎবৎ ভাসমান হয়। নানা চিত্রে চিত্রিত পট যেমন কোন প্রকার বাহ্যচেষ্টার অপেক্ষা রাখে না অর্থাৎ চিত্রিত পদ্মে চিত্রিত ভ্রমরের যেমন কোন চেষ্টা থাকে না সেইরূপ। মন কিন্তু তখন অবিদ্যা, কাম, কর্ম্ম দ্বারা প্রেরিত হইয়াই জাগ্রৎবৎ ভাসমান হয়। বৃহদারণ্যক শ্রুতিও বলেন—**অস্য লোকস্য সর্ব্বাবতো মাত্রামপাদায়**" এই জাগ্রৎ অভিমানী পুরুষ আপনার সমস্ত সম্পত্তিস্বরূপ বাসনাগুলি লইয়াই স্বপ্ন দেখেন অর্থাৎ ইতি বাসনাপ্রধান স্বপ্নমাত্রই অনুভব করেন। অথর্ব্বণ বেদের ব্রাহ্মণ প্রশ্নোপনিষদ্‌ও বলেন—**পরে দেবে মনস্যেকী ভবতি**" মনরূপ পরমদেবতা স্বপ্নকালে সমস্তই বাসনাময় দেখেন, আর বাসনামাত্র বলিয়া সমস্তই একীভূত অনুভব করেন। ইহা বলিয়া আথর্ব্বণ শ্রুতি আবার বলিতেছেন "**অত্রৈষ দেবঃ স্বপ্নে মহিমানমনুভবতি**" অর্থাৎ স্বপ্নকালে এই মনাখ্য দেবতা, এই দ্রষ্টা পুরুষ—মনের মহিমা, মনের বিভূতি অনুভব করেন।

মুমুক্ষু। সাধনার সঙ্গে মিলাইয়া এই কথাগুলি আবার বলিলে ভাল হয়।

শ্রুতি। আচ্ছা মনোযোগ কর। স্বপ্নকালে মনে কতকগুলি বাসনামাত্র থাকে। এই বাসনাগুলি আবার জাগ্রদনুভূত বিষয়সমূহের সংস্কারমাত্র। চিত্রপটে চিত্রিত ছবিগুলির মত এই সমস্ত সংস্কার। কিন্তু পটে আঁকা ছবি সমূহের আধার যেমন পট, সেইরূপ বাসনা-সমূহের আধারস্বরূপ যিনি, তিনি হইতেছেন স্বপ্নাভিমানী দ্রষ্টা পুরুষ।

তুমি মুমুক্ষু—তুমি স্বস্বরূপে বিশ্রামলাভ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ। পূর্ব্বে বলিয়াছি, আবার এখনও বলিতেছি—ইহারই জন্য তোমাকে তোমার বাহিরের ইন্দ্রিয়গুলি যাহাতে বাহিরের কোন বিষয়ে স্পন্দিত না হয়, তাহাই প্রথমে করিতে হইবে। ইহা হইবে তখন যখন তুমি ভিতরের দেবতাকে ধ্যান করিতে পারিবে। এই ধ্যানে রূপদর্শন এবং নামজপও থাকিতে পারে। চক্ষু সূর্য্যমণ্ডলের ভিতরে প্রণবান্তর্বর্ত্তী ইষ্ট-মূর্ত্তি হৃদয়ে বা কূটস্থে দেখুক, আর কর্ণ যে নাম মুখ উচ্চারণ করিতেছে তাহাই ভিতরে তন্ময় হইয়া শুনুক, ইহাতে বাহিরের ইন্দ্রিয়ের কর্ম্ম আর হইবে না। ভিতরের শব্দে তন্ময় হও, ঘরের ভিতরে ঘটিকা-যন্ত্রের টক্‌টকানি আর শুনিতে পাইবে না। শব্দও হইতেছে আর কাণও খোলা আছে অথচ শব্দ তুমি যখন না শুনিতে পাও—তখন দেখ দেখি তুমি বাহিরের শব্দে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলে কি না? এই ভাবে সকল বাহ্য ইন্দ্রিয় যখন ঘুমাইয়া পড়িবে, তখন অন্তরিন্দ্রিয় মন অথবা মনের দেবতাস্বরূপ যিনি—তিনি শুধু সংস্কার বা বাসনারূপে অবস্থিত এই মনকেই দেখিতে থাকিবেন। এই হইলে তুমি জাগ্রৎ অবস্থা ছাড়াইয়া স্বপ্নাবস্থায় আসিয়াছ অর্থাৎ জাগ্রৎকে স্বপ্নে বা অকারকে উকারে লয় করিতে পারিয়াছ জানিবে। যখন জাগিয়া আছ—তখনই জাগরণ অবস্থাতেই জাগরণের অভাব যে স্বপ্নাবস্থা তাহার ভাবনা কর। উহা হইতেছে ভগবানের গুণকর্ম্ম ভাবনা করা। ইহা দ্বারা ভাবনারাজ্যে থাকিতে পারিবে। অর্থাৎ অ উতে লয় হইবে।

মুমুক্ষু। পুরুষ স্বপ্নকালে অন্তর্লীন বাহ্য বিষয় সংস্কারসমূহকে অন্তরিন্দ্রিয় মন দ্বারা অনুভব করেন বলিয়াইত অন্তঃপ্রজ্ঞঃ?

শ্রুতি। হাঁ তাহাই। স্বপ্নকালে মনের বাসনাসমূহেই এই দ্রষ্টা-পুরুষের জ্ঞান থাকে বলিয়া ইনি অন্তঃপ্রজ্ঞঃ। বিশ্বপুরুষের প্রজ্ঞা ইন্দ্রিয় জন্য; ইন্দ্রিয়গুলি আবার বাহিরের বিষয় লইয়া জাগ্রত থাকে এই জন্য বিশ্ব বা জাগ্রতপুরুষ বহিঃপ্রজ্ঞঃ কিন্তু স্বপ্নপুরুষের প্রজ্ঞা মন জন্য। ইন্দ্রিয় ঘুমাইয়া পড়িলেও মন জাগ্রত থাকে পূর্ব্বে

বলিয়াছি। সাধকের মন কিন্তু শ্রীভগবানের গুণকর্ম্মরূপ বাসনা লইয়াই বিহার করে, ইহা মনে রাখিও। চেতন পুরুষের প্রজ্ঞা তখন বাসনাময় মন লইয়া থাকেন বলিয়া ইনি অন্তঃপ্রজ্ঞঃ। আরও দেখ ইন্দ্রিয় বাহিরে বেড়ায়, মন কিন্তু ভিতরে সঙ্কল্প বিকল্প করে। এজন্য ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মনটি অন্তস্থ। স্বপ্নপুরুষের প্রজ্ঞা যেহেতু বাসনাময় সেই হেতু তিনি অন্তঃপ্রজ্ঞঃ। অন্য অন্য বিশেষণগুলির কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं कामयते, न कञ्चन स्वप्नं पश्यति तत् सुषुप्तम्। सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एवानन्दमयो ह्यानन्दभुक् चेतोमुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः ॥५॥

যত্র যস্মিন্ স্থানে কালে বা **সুপ্তঃ** পুরুষঃ **ন কঞ্চন কামং কাময়তে** ন কঞ্চন পদার্থং ভোগং বা ইচ্ছতি **ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি** ন কমপি পূর্ব্বয়োরিবান্যথাগ্রহণলক্ষণং স্বপ্নদর্শনং বিদ্যতে **তৎ সুষুপ্তং** গাঢ়নিদ্রা-বিশেষঃ। **সুষুপ্তস্থান একীভূতঃ**। সুষুপ্তং স্থানং যস্য স সুষুপ্তস্থানঃ। স্থানদ্বয়প্রবিভক্তং মনঃস্পন্দিতং দ্বৈতজাতম্। তথারূপ-অপরিত্যাগেন অবিবেকাপন্নং নৈশতমোগ্রস্তমিবাহঃ সপ্রপঞ্চকম্ একীভূতমিত্যুচ্যতে। দ্বৈতভানস্য অজ্ঞানতমোগ্রস্তত্বেন একীভূত ইব। অতএব **স্বপ্নজাগ্রন্মনঃ-স্পন্দনানি** প্রজ্ঞানানি ঘনীভূতানীব, সেয়মবস্থা অবিবেকরূপত্বাৎ প্রজ্ঞান-ঘন উচ্যতে। অখিলজ্ঞানানাং জাগ্রৎস্বপ্নজানাং সন্ধীভাব ইব তদা ইতি প্রজ্ঞানঘনঃ। যথা রাত্রৌ নৈশেন তমসা অবিভজ্যমানং সর্ব্বং ঘনমিব তদ্বৎ প্রজ্ঞানঘন এব। এব শব্দাৎ ন জাত্যন্তরং প্রজ্ঞান-ব্যতিরেকেণাস্তীত্যর্থঃ॥ * **আনন্দময়ঃ** মনসো বিষয়-বিষয়ী-আকার **স্পন্দনায়াসদুঃখাভাবাৎ আনন্দময়** আনন্দপ্রায়ঃ; ন আনন্দএব, অনাত্যন্তিকত্বাৎ। হি যত স্তদাত **আনন্দভুক্**। যথা লোকে নিরায়াসঃ স্থিতঃ সুখী আনন্দভুক্ উচ্যতে অত্যন্ত-অনায়াসরূপা হীয়ং স্থিতিঃ অনেন আত্মনা অনুভূয়ত **ইত্যানন্দভুক্**। **এষোঽস্য পরম আনন্দঃ** ইতি শ্রুতেঃ। **চেতোমুখঃ** চেতঃ অজ্ঞানাবরণেপি অন্যাবরণলয়াৎ কিঞ্চিৎ

স্বরূপানন্দ স্ফুরণং। চেতো মুখং আনন্দভোগদ্বারং যস্য সঃ। একত্রা-নন্দাত্মনি তদাহজ্ঞানানন্দা-কারবৃত্ত্যা ভোক্তৃত্বং মুখত্বং চোপচর্য্যত ইতি ভাবঃ। যদ্বা স্বপ্নাদি প্রতিবোধং চেতঃ প্রতিদ্বারীভূতত্বাৎ চেতোমুখঃ; বোধলক্ষণং বা চেতোদ্বারং মুখমস্য স্বপ্নাদ্যাগমনং প্রতীতি চেতোমুখঃ। **প্রাজ্ঞস্তৃতীয়ঃ পাদঃ।** ভূতভবিষ্যজ্‌জ্ঞাতৃত্বং সর্ব্ববিষয়জ্ঞাতৃত্বং অস্যৈ-বেতি প্রাজ্ঞঃ। অথবা প্রজ্ঞপ্তিমাত্রং অস্যৈব অসাধারণং রূপমিতি প্রাজ্ঞঃ। প্রকৃষ্টং বিষয়াহপৃক্তং স্বরূপং জানাতি যস্তদা প্রজ্ঞঃ স এব প্রাজ্ঞঃ। ইতরয়োর্ব্বিশিষ্টমপি বিজ্ঞানমস্তীতি। সোঽয়ং প্রাজ্ঞ-স্তৃতীয়ঃ পাদঃ।

যে স্থানে বা যে কালে সুপ্তপুরুষ কোন কাম বা ভোগেচ্ছা কামনা করেন না, কোন স্বপ্নও দেখেন না তাহাই সুষুপ্ত অবস্থা। সেই অব-স্থার অধিষ্ঠাতা যে চৈতন্যস্বরূপ আত্মা, তিনি সুষুপ্তিতে অভিমান করেন বলিয়া তাঁহাকে বলা হয় সুষুপ্তিস্থান। তিনি একীভূত। জাগরণ ও স্বপ্নাবস্থাতে প্রপঞ্চময় বিশ্বের পৃথক্ পৃথক্ বস্তুর পৃথক্ পৃথক্ বোধ থাকে। কিন্তু কুয়াসাতে যেমন নানা আকার বিশিষ্ট বস্তু সকল একাকারে অনুভূত হয়, সেইরূপে এই বিচিত্র বস্তুপরম্পরাপূর্ণ বিশ্ব সুষুপ্তিকালে একীভূত হইয়া থাকে বলিয়া সুষুপ্তির অধিষ্ঠাতাকে একীভূত বলা হয়। ইনি প্রজ্ঞানঘন। সুষুপ্তিকালে নানাপ্রকার বস্তুর নানা-প্রকার জ্ঞান, মিশ্রিতের ন্যায় থাকে বলিয়া সুষুপ্তির অধিষ্ঠাতাকে প্রজ্ঞান-ঘন বলা হয় অর্থাৎ সুষুপ্তিকালে বস্তু সমূহের জাতিগুণক্রিয়া ইত্যাদির পৃথক্ পৃথক্ বোধ থাকে না, একটা মিশ্রিত জ্ঞান থাকে বলিয়া ইনি প্রকৃষ্ট জ্ঞান-মূর্ত্তি। ইনি এই সময়ে আনন্দময় বা প্রচুর আনন্দ-পূর্ণ, কিন্তু আনন্দ-স্বরূপ নহেন। মনটা যখন বিষয় আকারে বা বিষয়ী আকারে স্পন্দিত হয়, তখন যতই অল্প হউক না ঐ স্পন্দনেও আয়াস থাকে। স্পন্দনায়াসের কোন প্রকার দুঃখ, বিষয় অনুভবের কোন প্রকার ক্লেশ, সুষুপ্তি অবস্থায় থাকে না বলিয়া সুষুপ্তির অধিষ্ঠাতাকে আনন্দময় বলা হয়। প্রচুর অর্থে ময়ট্ প্রত্যয় হয়।

প্রচুর আনন্দ থাকা এক বস্তু আর আনন্দ-স্বরূপে স্থিতিলাভ করা অন্য বস্তু। এই তিনি প্রচুর আনন্দ-পূর্ণ, কিন্তু আনন্দ-স্বরূপ নহেন। তিনি আনন্দভুক্‌। লোকে আয়াসশূন্য হইয়া থাকিলে যেমন তাহাকে সুখী বলা যায়, সেইরূপ আয়াসশূন্য সুষুপ্তির অধিষ্ঠাতাকে আনন্দভুক্‌ অর্থাৎ সুখের ভোক্তা বলা যায়। সর্ব্বপ্রকার স্পন্দনশূন্য ভাবে যে স্থিতি তাহাই হইল নিরতিশয় সুখ। এই সুখে সুখী বলিয়া তিনি আনন্দভুক্‌। ইনি চেতোমুখ। স্বপ্ন ও জাগরণ এই দুই অবস্থার আনন্দ-ভোগের বা জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ ইনি। ইনি প্রাজ্ঞ। জাগরণ ও স্বপ্নাবস্থাতে বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞান থাকে, কিন্তু এই অবস্থাতে জাগ্রৎ স্বপ্নাবস্থাপেক্ষাও নিরুপাধি জ্ঞান হয় বলিয়া ইনি প্রাজ্ঞ। সেই জন্য এই প্রাজ্ঞ, আত্মার তৃতীয় পাদ।

মুমুক্ষু। মা! জাগ্রৎ ও স্বপ্নস্থানের কথা বলা হইয়াছে। এখন সুষুপ্তি কি এবং সুষুপ্তিতে যিনি অভিমান করেন তিনি কি ভাবে থাকেন তাহাই শুনিতে চাই।

শ্রুতি। জাগ্রৎ স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি এই তিন অবস্থাতে একটা সমতা আছে সেই সমতা হইতেছে তত্ত্বজ্ঞানের অভাব। তত্ত্বজ্ঞানের অপ্রবোধটাই হইতেছে নিদ্রা। এই তিন অবস্থা তত্ত্বজ্ঞানশূন্য বলিয়া একরূপ হইলেও অন্য বিষয়ে ইহাদের পার্থক্য আছে। জাগ্রৎ অবস্থাতে স্থূল বিষয়কে জানিবার প্রবৃত্তি থাকে। এইজন্য ইহা দর্শন-বৃত্তি বিশিষ্ট। কিন্তু স্বপ্নাবস্থা হইতেছে অদর্শন-বৃত্তি বিশিষ্ট। অর্থাৎ স্থূল বিষয়ের দর্শন হইতে ভিন্ন যে জ্ঞান তাহাই থাকে স্বপ্নাবস্থায়। এই জ্ঞানটা কেবল বাসনা মাত্র বলিয়া ইহা অদর্শন। এই বাসনাময়ী বৃত্তি যে অবস্থায় হয়, তাহা হইল স্বপ্ন। স্বপ্নকে সেইজন্য অদর্শনবৃত্তি বলে। কিন্তু সুষুপ্তিকালে জাগ্রতের মত কোন ভোগেচ্ছা নাই স্বপ্নের মত কোন বাসনাও নাই। এই অবস্থায় আসিলে সুপ্ত-পুরুষ কোন কাম বা ইচ্ছার কামনা করেন না, কোন স্বপ্নও দেখেন না। সুষুপ্তি বলে তাহাকে যেখানে কোন ইচ্ছাও থাকে না, কোন স্বপ্নও থাকে না।

সুষুপ্তিতে অভিমান করেন বলিয়া প্রাজ্ঞ পুরুষকে বলে সুষুপ্তি-স্থান।

মুমুক্ষু। মা! জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি কোন্ বিষয়ে এক এবং কোন্ কোন্ বিষয়ে ভিন্ন তাহা ত বুঝিলাম। কিন্তু ইহা বুঝিয়া আমি মুক্তির পথে চলিতেছি কিরূপে?

শ্রুতি। কোথায় বদ্ধ ইহা না ধরিতে পারিলে মুক্ত হইবে কিরূপে? জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই তিনটি মায়াকৃত বা মায়িক। যখন স্থূল ভোগের বাসনা জাগে, তখন তুমি জাগ্রত; যখন সূক্ষ্ম বাসনা মাত্র তোমার ভোগের বিষয়, তখন তুমি স্বপ্ন দেখিতেছ আর যখন কোন ভোগেচ্ছা থাকেনা কোন বাসনাও জাগেনা তখন তুমি সুপ্ত। সাধারণ জীবাত্মা এই তিন অবস্থায় মায়ার হস্তে ক্রীড়নকবৎ। এইটি জানিয়া "উদ্ধরেৎ আত্মনাত্মানং" আত্মা দ্বারা আত্মার উদ্ধার কর। মায়ার হস্ত হইতে আপনাকে উদ্ধার করিবার যে কার্য্য তাহাই মুমুক্ষুর সাধনা। এই সাধনা করিতে পার যাহাতে তাহার কথা বলিতেছি।

মুমুক্ষু। মা! বুঝিতেছি যিনি জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিতে অভিমান করেন—করিয়া বদ্ধমত হয়েন, সেই অহংকারবিমূঢ়াত্মা যখন আর অভিমান করেন না, তখনই তিনি মুক্ত। কোন কিছুতে অভিমান না করাই মুক্তি। অভিমান করিলে (১) জাগ্রৎ অভিমানী স্থূল বহিঃ-প্রজ্ঞঃ—বাহ্য বিষয় অনুভব করেন। (২) স্বপ্নাভিমানী অন্তঃপ্রজ্ঞঃ—বাসনামাত্র অনুভব করেন। (৩) সুষুপ্ত্যভিমানী একীভূতঃ প্রজ্ঞান-ঘন—নানাপ্রকারের বস্তু একাকারে অনুভূত হয় এবং নানাপ্রকারের জ্ঞান মিশ্রিতের ন্যায় থাকে।

আবার—(১) জাগ্রৎ অভিমানী এবং (২) স্বপ্নাভিমানী সপ্তাঙ্গ এবং একোনবিংশতিমুখ। (৩) কিন্তু সুষুপ্ত্যভিমানী কোন অঙ্গবিশিষ্ট নহেন, কিন্তু আনন্দময় ও কেবল চেতোমুখঃ।

আবার—(১) জাগ্রৎ অভিমানী স্থূলভুক্। (২) স্বপ্নাভিমানী প্রবিবিক্ত বা সূক্ষ্মভুক্। (৩) সুষুপ্ত্যভিমানী—আনন্দভুক্।

প্রাজ্ঞ পুরুষ সুষুপ্তিতে অভিমান করিয়া একীভূত প্রজ্ঞানঘন আনন্দময় আনন্দভুক্‌ চেতোমুখ যে হয়েন তাহা কিরূপ, তাহাই এখন বুঝিতে চেষ্টা কর।

মুমুক্ষু। বল। কিন্তু মা! স্বপ্ন ও সুষুপ্তিতে ত আমার করিবার সামর্থ্য কিছুই থাকে না। আমি যেন জড়ের মত অন্য কাহারও দ্বারা চালিত হই মাত্র। যদি কিছু করিতে হয় ত জাগ্রৎ ধরিয়াই করিতে হইবে।

শ্রুতি। নিশ্চয়ই। তুমি ব্যগ্র হইয়াছ। আচ্ছা সাধনার কথা আবার এখানে দিতেছি শ্রবণ কর। তুমি যখন জাগ্রত, তখন তোমার ইন্দ্রিয়গুলি ভোগ করিতেই ব্যস্ত। ইন্দ্রিয় বিষয় লইয়া যখন ক্রীড়া করে, তখনই জাগ্রৎ অবস্থা। এই অবস্থাকে মানুষ অন্যরূপে পরিবর্ত্তন করিতে পারে। স্থূল রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ ভোগ না করিয়া মানুষ ভাবনারাজ্যে গিয়া সূক্ষ্ম বিষয় ভোগ করিতেও পারে। স্বপ্নে যাহা ভোগ হয়, তাহা সূক্ষ্ম হইলেও অশুভ ভোগও হইতে পারে। ভোগ-ত্যাগেই মানুষের স্বরূপবিশ্রান্তি হয়। ইহা একবারে মানুষ পারে না বলিয়া, মানুষ একবারে কর্ম্মত্যাগ করিতে পারেনা বলিয়া, একবারে কামনা ত্যাগ করিতে সমর্থ হয়না বলিয়া মানুষকে জাগ্রতের অভাব ভাবনারূপ শুভকামনা, শুভকর্ম্ম ইত্যাদি করিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। শ্রীভগবানের কর্ম্ম যখন করে, শ্রীভগবানের নিকটে থাকিবার কামনা যখন করে, তখন মানুষের শুভকর্ম্ম, শুভ-কামনা হয়। ইহা হয় অন্তর-রাজ্যে, ইহা হয় ভাবনা-রাজ্যে। এ রাজ্যে বাহিরের ইন্দ্রিয়গুলিকে ঘুম পাড়াইয়া, বাসনা দ্বারা মনকে খাটাইতে হয়। প্রণবসাধনায় যিনি অকারকে উকারে লয় করিতে পারেন, তিনিই জাগ্রৎ অবস্থা হইতে স্বপ্নাবস্থায় গমন করিতে পারেন। এই পর্য্যন্ত উঠিতে পারিলে মানুষ স্বপ্নের উপরও কর্ত্তৃত্ব করিতে পারে। ইহাকেও যখন সুষুপ্তিতে আনিতে সমর্থ হয় অর্থাৎ সর্ব্বভোগেচ্ছা ও সর্ব্বকামনা ত্যাগ যখন মানুষ করিতে পারে, তখন এক নূতন আনন্দময়

আনন্দভুকের অবস্থা সাধনা দ্বারা লাভ করে। পরে এই বিষয় বিশেষরূপে শ্রবণ করিও। এখন একীভূত ইত্যাদি কিরূপ তাহাই শ্রবণ কর।

মুমুক্ষু। আহা! অতি সুন্দর কথা! মা বল। পূর্ব্বে ত একীভূত কিরূপে ইহা বলিয়াছ, কিন্তু এখানে আমার আশঙ্কা এই যে প্রাজ্ঞ-পুরুষও ত দ্বৈতসহিত, তবে তিনি একীভূত এই বিশেষণ কিরূপে সম্ভবে?

শ্রুতি। রাত্রির অন্ধকার যখন দিবসকে গ্রাস করে, তখন যেমন দুই থাকে না, সেইরূপ একটা অবস্থা সুপ্ত পুরুষের হয়। জাগ্রৎ ও স্বপ্ন এই দুই অবস্থাতে মনের স্ফুরণরূপ দ্বৈতসমূহ থাকে। উহা কিন্তু আপনি আপনি যে আত্মা তাঁহা হইতে ভিন্ন। তাঁহার উপরেই মনের স্ফুরণ হয়। সুপ্ত আত্মা আপনার আপনি আপনিরূপ কখন ত্যাগ করেন না সত্য, কিন্তু অন্ধকারাচ্ছন্ন দিবার মত একটা আত্মবিস্মৃতি-রূপ অবিবেক দ্বারা আচ্ছাদিত হয়েন বলিয়া তিনি আপনাকে একটা বিস্তৃত কারণশরীররূপে অবস্থিত দেখেন। সেই কারণরূপ উপাধিবিশিষ্ট আত্মাকে একীভূত বলা হয়। আপনাকে আপনি না জানা রূপ অজ্ঞান বা অবিবেকই সুপ্তপুরুষের কারণ-দেহ বা অব্যাকৃত উপাধি।

মুমুক্ষু। বুঝিলাম সুষুপ্তি সময়ে সমস্ত কার্য্য কারণরূপ হইয়া যায়, আর সেই কারণরূপ উপাধি বিশিষ্ট আত্মাকে একীভূত বলা হয় কিন্তু ঐ কারণরূপ উপাধিবিশিষ্ট আত্মাকে প্রজ্ঞানঘন এই বিশেষণ কিরূপে দিতেছেন? আত্মা ত আপনস্বরূপে সর্ব্ব উপাধিশূন্য; ইনি ত নিরু-পাধিরূপ। তথাপি প্রজ্ঞানঘন কিরূপে?

শ্রুতি। স্বপ্ন আর জাগ্রৎকালে মনের স্ফুরণরূপ যে প্রজ্ঞান তাহা যে সুষুপ্তিতে থাকেনা তাহা ত নয়; থাকে। কিন্তু পৃথক্ পৃথক্ না থাকিয়া ঘনীভূত মত হয়। ইহাই অবিবেকরূপ হওয়ায়, ইঁহাকে ঘনপ্রজ্ঞা বা প্রজ্ঞানঘন এই বিশেষণ দেওয়া হয়। যেমন রাত্রিকালে দিবসদৃষ্ট সমস্ত পদার্থ

অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া ঘনবৎ হয় সেইরূপ। জলপূরিত কাল মেঘ, বৃষ্টি-ধারা সমূহ তাহার মধ্যে আছে কিন্তু বৃষ্টি হইতেছে না—সেই অবৃষ্টি-সংরম্ভ অম্বুবাহমত, তরঙ্গশূন্য সমুদ্রমত অথবা নিবাত নিষ্কম্প দীপ-শিখামত তিনি প্রজ্ঞানঘন। আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি শ্রবণ কর। জাগ্রৎ ও স্বপ্ন অবস্থায় মনের স্ফুরণরূপ যে ঘটপটাদি বিভাগ-যুক্ত প্রজ্ঞান তাহা সুষুপ্তি অবস্থাতে, বুদ্ধি যখন তমোগুণরূপ অবিবেক দ্বারা আচ্ছন্ন হয়—তখন ঘন অন্ধকার মত হইয়া যায়। ঘটপটাদির বিজ্ঞান না থাকিয়া, ঘটপটাদি বিভাগযুক্ত না থাকিয়া, এক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া অন্ধকারঘন একটি পদার্থ যেন হইয়া যায়। এই জন্য আত্মাকে প্রজ্ঞানঘন বলে। আনন্দময়, আনন্দভুক্ বিশেষণগুলির কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

মুমুক্ষু। চেতোমুখ তিনি কিরূপে আর একবার বলুন।

শ্রুতি। মুখ বলে দ্বারকে। বোধরূপ যে চিত্ত তাহা দ্বারা সুপ্ত-আত্মা স্বপ্ন ও জাগরণ অবস্থাতেও আগমন করিতে পারেন। সুপ্ত আত্মা স্বপ্ন আর জাগ্রতময় প্রতিবোধরূপ চিত্তের প্রতিদ্বারভূত বলিয়া ইনি চেতোমুখ।

মুমুক্ষু। ইনি প্রাজ্ঞ কেন এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে বলিয়াছেন নিরুপাধির জ্ঞান বা উপাধিশূন্য হওয়ার জ্ঞান তাঁহার প্রকৃষ্টরূপে তখন হয় বলিয়া তিনি প্রাজ্ঞ। অর্থাৎ "আর কিছুই নাই" এই জ্ঞানটি তাঁহার সুষুপ্তি-কালেও থাকে, কারণ নিদ্রাভঙ্গে মানুষ বলে আহা বেশ ছিলাম। যদি জিজ্ঞাসা করা যায় কিসে বেশ ছিলে, তখন বলে আহা! আর কিছুই ছিল না, বেশ ছিলাম। "আর কিছুই ছিল না" এই যে স্মরণ হয়—সেই স্মরণটি কিন্তু সুষুপ্তির অনুভবেরই স্মৃতি। যাহা পূর্ব্বে অনুভূত হয় তাহাই স্মৃতিতে আইসে।

শ্রুতি। যদিও সুপ্ত পুরুষের নিকট অন্য সমস্ত জ্ঞানের লয় হয় আর "আর কিছুই নাই" এই অনুভব থাকার জন্য তাঁহাকে প্রাজ্ঞ বলা হয়, কিন্তু আরও এক কারণে তাঁহাকে প্রাজ্ঞ বলা যায়। সুষুপ্তি-

কালে পুরুষ, সকল বিষয়ের বিশেষ জ্ঞানরহিত হন সত্য, কিন্তু জাগ্রৎ ও স্বপ্ন কালে উৎপন্ন সমস্ত বিষয়কেও তিনি জানিতে পারেন বলিয়া তিনি প্রাজ্ঞ।

আর কিছুই নাই—আমিই আছি—আমিই সেই—নিরুপাধির সময়েও স্বরূপ জ্ঞানের এই ক্রমগুলি বিশেষরূপে ধারণা করিও। আত্মার তৃতীয় পাদের কথা জানিলে; এখন এই প্রাজ্ঞই স্বরূপ অবস্থাতে কি, তাহা শ্রবণ কর।

এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ এষোঽন্তর্য্যাম্যেষ যোনিঃ সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্ ॥৬॥

এষ হি উক্তরূপঃ শুদ্ধবুদ্ধস্বরূপঃ স্বরূপাবস্থঃ প্রাজ্ঞঃ সর্ব্বেশ্বরঃ সাধিদৈবিকস্য ভেদজাতস্য সর্ব্বস্য ঈশ্বরঃ ঈশিতা প্রভুঃ। নৈতস্মাৎ জাত্যন্তরভূতোঽন্যেষামিব **প্রাণবন্ধনং হি সৌম্য মনঃ**” ইতি শ্রুতেঃ। এষ সর্ব্বজ্ঞঃ অয়মেব হি সর্ব্বস্য সর্ব্বভেদাবস্থো জ্ঞাতা ইতি এষ সর্ব্বজ্ঞঃ। অতএব এষোঽন্তর্যামী অন্তরনুপ্রবিশ্য সর্ব্বেষাং ভূতানাং যময়িতা নিয়ন্তাঽপ্যেষ এব। সর্ব্বান্তঃপ্রেরক ইতি বা। এষ যোনিঃ কারণং সর্ব্বস্য যতঃ যথোক্তং সভেদং জগৎ প্রসূয়ত ইতি। সর্ব্বস্যৈষ যোনিঃ কারণং হি যতোতো ভূতানাং উৎপত্তিধ্বংসশীলানাং বস্তূনাং প্রভবাপ্যয়ৌ উৎপত্তি প্রলয়ৌ অস্মাদেবেতি শেষঃ ॥

এই প্রাজ্ঞ আপনি আপনি স্বরূপে যখন স্থিতি লাভ করেন, তখন ইনি মায়াধীশ বলিয়া সর্ব্বেশ্বর। ইনি তখন সমস্তই জানেন বলিয়া সর্ব্বজ্ঞ। ইনি তখন সকলের অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সকলের নিয়ামক—সকলকেই যথানিয়মে সঞ্চালন করেন বলিয়া অন্তর্যামী। ইনি তখন সকলের যোনি—কারণ; যেহেতু ইনিই সমস্ত ভূতের উৎপত্তি ও প্রলয় স্থান।

মুমুক্ষু। সুপ্ত পুরুষ ত অবিবেকাচ্ছন্ন থাকেন। ইনি সর্ব্বেশ্বর কিরূপে?

শ্রুতি। সুপ্ত পুরুষ অবিবেকাচ্ছন্ন থাকেন যথার্থ। আর সুষুপ্তি অবস্থায় "আর কিছুই নাই" ইহার অনুভব মাত্র থাকে। কিন্তু যিনি সাধনা দ্বারা জাগ্রৎকে স্বপ্নে লয় করেন এবং স্বপ্নকে সুষুপ্তিতে লয় করেন ঐ সুষুপ্তিতে তিনি নিরুপাধিক হয়েন। কোন উপাধির প্রাধান্য না থাকায় তিনি অনুভব করেন "আর কিছুই নাই" এই অবস্থায় আপনার চৈতন্যস্বরূপে লক্ষ্য পড়ে। "আর কিছুই নাই" অনুভূত হইবার পরের অবস্থাই হইতেছে "চৈতন্যস্বরূপ আমিই আছি।" আর "চৈতন্যস্বরূপ আমিই সেই।" সাধনা দ্বারা এই স্বরূপাবস্থা লাভ করিতে পারিলে, সুপ্ত পুরুষ স্বস্বরূপে থাকিয়াও মায়াধীশ হয়েন। মায়ার মধ্যেই এই ব্রহ্মাণ্ড। কাজেই তখন তিনি সর্ব্বেশ্বর। তিনি অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা সহ সমস্ত কার্য্য-জগতের ঈশ্বর—রুদ্র, বাসুদেব, ব্রহ্মা, চন্দ্রমা, প্রজাপতি, যম, বামন, ইন্দ্র, অগ্নি, অশ্বিনিকুমার, বরুণ, সূর্য্য, বায়ু, দিক্ এই সমস্ত অধিদৈব সহিত শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধ; বচন, আদানপ্রদান, গমন, মলত্যাগ, রতিভোগ, সঙ্কল্পবিকল্প নিচয়, অনুসন্ধান এবং অহংপ্রথা এই সমস্ত অধিভূত বা বিষয় এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়ের শাসনকর্ত্তা ইনি।

মুমুক্ষু। ইনি সর্ব্বজ্ঞ, কারণ সর্ব্বপ্রকার বিভাগাপন্ন এই প্রাজ্ঞ পুরুষই স্বরূপাবস্থায় বিভাগযুক্ত সমস্ত বস্তুর জ্ঞাতা। এই ত ?

শ্রুতি। হাঁ। জাগ্রৎ অবস্থায় স্থূল জগতের জ্ঞাতা ইনি; স্বপ্নাবস্থায় সূক্ষ্ম জগতের জ্ঞাতা ইনি; আর সুষুপ্তি অবস্থায় ঐ দুয়ের কারণস্বরূপ মূল অবিদ্যাকেও তখন ইনি জানেন তাই সর্ব্বজ্ঞ।

মুমুক্ষু। ইনি তখন অন্তর্যামী যেহেতু সকলের অন্তরে প্রবেশ করিয়া ইনি সর্ব্বভূতের নিয়ামক। এইত ?

শ্রুতি। হাঁ। **যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ॥** ইনি পৃথিবীতে ওতপ্রোতভাবে থাকিয়াও পৃথিবী হইতে পৃথক। ইঁহাকে পৃথিবীর অধিষ্ঠাতৃ-দেবতাও জানেন না; পৃথিবী

ইঁহার শরীর; ইনি পৃথিবী-দেবতাকে প্রেরণা করেন; ইনি সকলের আত্মা; ইনিই সর্ব্বভূতের অন্তর্যামী, সর্ব্বসংসারধর্ম্মবর্জ্জিত অবিনাশী আত্মা। ইনিই জলরাশিতে, অগ্নিতে, অন্তরীক্ষে, বায়ুতে; স্বর্গে, সূর্য্যে, দিক্‌সকলে, চন্দ্র-তারকায়, আকাশে, অন্ধকারে, তেজে; সমস্ত ভূতে, প্রাণে, বাক্যে, চক্ষুতে, কর্ণে, মনে, ত্বগিন্দ্রিয়ে, বুদ্ধিতে, বীর্য্যে—সর্ব্ব-বস্তুতে অবস্থান করিয়াও এ সমস্ত হইতে পৃথক্; ইহাদের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতাগণও ইঁহাকে জানেন না; এই সমস্তই ইঁহার শরীর, ইনি ইহাদের ভিতরে থাকিয়া প্রেরণা করেন; ইনি আত্মা, অন্তর্যামী, অমৃত।

মুমুক্ষু। অধিষ্ঠাতৃ-দেবতারাও ইঁহাকে জানেন না কেন?

শ্রুতি। জানিবেন কিরূপে? এই অন্তর্যামী ভিন্ন আর দ্বিতীয় দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা, বিজ্ঞাতা যে আর নাই। যখন আর কেহই ইঁহাকে জানিতে পারেন না, তখন এই অন্তর্যামী আর কাহার দৃষ্ট, শ্রুত, মত ও বিজ্ঞাত হইবেন?

মুমুক্ষু। সর্ব্বস্য যোনিঃ বলিতেছেন, যেহেতু ইনি সকলের কারণ বা উৎপত্তিস্থান এই জন্য ত?

শ্রুতি। ভেদ সহিত সর্ব্বজগৎ ইঁহা হইতে উৎপন্ন বলিয়া, ইনি সকলের যোনি। আর ঘটপদাদির উৎপত্তি আর বিলয় যেমন উহাদের উপাদান কারণ মৃত্তিকা হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ সর্ব্বভূতের উৎপত্তি ও বিলয় যে ইনি ইঁহা হইতে ভিন্ন নহে অর্থাৎ সর্ব্বভূতের উৎপত্তি ও বিলয়-স্থান ইনিই।

মুমুক্ষু। ইহার পরে কি বলিবেন?

শ্রুতি। তুরীয় বা চতুর্থ পাদের কথা বলিব।

মুমুক্ষু। মা! এই যে জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তির কথা বলিলেন, এসম্বন্ধে আমার একটি বিশেষ কথা জানিবার আছে।

শ্রুতি। বল।

মুমুক্ষু। মা! তুমি বলিতেছ—আত্মা এক। ইনি এক হইয়াও

এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হয়েন ; এক হইয়াও ভিন্ন ভিন্ন ভোগ গ্রহণ করেন। মা ! ইহা কিরূপে হয় ?

শ্রুতি। বৎস ! আমি তোমার উপরে বড়ই প্রসন্ন হইতেছি। ইহাই ত জানিবার কথা। ইহা ধারণা করিতে পারিলে ধর্ম্মজগতে আর কোন দলাদলি সম্প্রদায় থাকে না। আমার প্রিয়ভক্ত শঙ্করাচার্য্যের গুরু গোবিন্দপাদাচার্য্য। তাঁহার গুরু গৌড়পাদাচার্য্য। গৌড়পাদ মাণ্ডুক্যের যে কারিকা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে এই বিষয় তিনি ধরিয়াছেন। আমি তোমার সুবিধার জন্য তাহাও এখানে বলিয়া যাইব।

এক্ষণে প্রথমে আত্মা এক হইয়াও জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তিতে থাকেন কিরূপে তাহার কথা সংক্ষেপে আলোচনা করিতেছি শ্রবণ কর।

মুমুক্ষু। মা বলুন।

শ্রুতি। আত্মাই ব্রহ্ম। ব্রহ্মের অংশ কখন হয় না।

নিরংশেঽপ্যংশমারোপ্য কৃৎস্নেঽংশে বেত্তি পৃচ্ছতঃ।
তদ্ভাষয়োত্তরং ব্রূতে শ্রুতিঃ শ্রোতুর্হিতৈষিণী ॥

ব্রহ্ম নিরংশ হইলেও শিষ্য, বুঝিবার জন্য, সেই ব্রহ্মে অংশের আরোপ করিয়া অংশাংশি ভাবে প্রশ্ন করেন। শ্রোতার হিতের জন্য শ্রুতিও শিষ্যের ভাষাতেই অংশাংশি ভাবেই উত্তর দিয়া থাকেন। ফলে ইহা দ্বারা আত্মা বা ব্রহ্মের অংশভাব সিদ্ধ হয় না।

মুমুক্ষু। মা ! ইহাই ত বুঝিতে চাই। আমার মনে হয় আত্মা সর্ব্বকালে আপনার আপনি আপনি সচ্চিদানন্দস্বরূপে থাকিয়াও সমকালে জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তিতে বিচরণ করেন। চিরজাগ্রত এক জন ঠিক এক সময়েই জাগ্রত আছেন, আবার স্বপ্ন দেখিতেছেন, আবার সুপ্তও আছেন—ইহা কিন্তু ধারণা করিতে পারি না। ইহা যেন মানুষের অনুভব সীমার বাহিরে।

শ্রুতি। খণ্ডচৈতন্যে ইহা অনুভূত হয় না। প্রথমে অখণ্ডচৈতন্যে স্থিতি যিনি লাভ করিতেছেন, তিনি পরমপদে স্থিতিলাভ করেন ;

তিনিও ইহা ঐ সমাধি অবস্থায় অনুভব করিতে পারেন না। কিন্তু যিনি নির্ব্বিকল্প সমাধি আয়ত্ত করিয়াছেন, তিনি সর্ব্বদা আপনি আপনি ভাবে থাকিয়াও স্বপ্ন, জাগর, সুষুপ্তি লইয়া খেলা করিতে পারেন। এই সমস্ত মনুষ্য-বুদ্ধিতে বিরুদ্ধ অনুভূতি; ইহা ব্যষ্টিচেতন-মানুষে সম্ভব নহে; কিন্তু সমষ্টিচৈতন্যরূপা অবতারগণের ইহা আয়ত্তাধীন। আমি যত সহজে পারি, তোমাকে ইহার ধারণা করাইয়া দিতেছি মনোযোগ কর।

মানুষের যে চৈতন্য সেটা দেহব্যাপী মাত্র। মানুষ নিজের দেহের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়াই নানাবিষয় অনুভব করে। চেতন যে সর্ব্ব-ব্যাপী তাহা মানুষ সাধারণভাবে অনুভব করিতে পারে না। কাজেই মানুষ অন্য কিছুর মধ্য হইতে নিজের দেহ বা অন্য কিছু অনুভব করিতেও পারে না। কিন্তু যিনি সর্ব্বব্যাপী, তিনি সমকালে সকল বস্তু অনুভব না করিবেন কেন? মানুস ৺বদরীনারায়ণে যখন থাকে তখন দারুণ শীত অনুভব করে, আবার সেই মানুষ শীতকালেও ৺পুরীধামে সমুদ্র-তীরে গ্রীষ্ম অনুভব করে। কিন্তু যিনি ৺বদরীনারায়ণ ও ৺পুরীধামে সমকালে ব্যাপিয়া আছেন, তিনি সমকালে এক অঙ্গেই শীত ও গ্রীষ্ম অনুভব না করিবেন কেন? যিনি সর্ব্বেশ্বর—যদি বলা যায় তাঁহার অনুভব করিবার শক্তিও আছে, তবে তিনি সমকালে সুখ, দুঃখ, শীত, উষ্ণাদি অনুভব করিবেনই নিশ্চয়। এখন আত্মার সমকালে জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি অনুভবের কথা বুঝাইতেছি শ্রবণ কর।

একটা দৃষ্টান্ত লও। মনে কর একটি বাড়ীতে অনেকগুলি ঘর। একটি ঘর আলোকপূর্ণ। সেই গুপ্ত আলোকমণ্ডিত গৃহের ভিতরে প্রবেশ করিবার চারিটি দ্বার। সেই জ্যোতির্ম্মণ্ডিত গৃহের মধ্যে একটি সুন্দর জ্যোতির্ম্ময় অষ্টদল পদ্ম ফুটিয়া রহিয়াছে। সেই পদ্মের মৃণাল কিন্তু গৃহের বাহিরে কোন জলরাশির মধ্যে প্রোথিত। তুমি কোন উপায়ে মৃণালতন্তুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া ঐ গৃহে প্রবেশ করিয়াছ। তুমি পদ্মটির সম্মুখে দাঁড়াইয়াছ। উপরে সীমাশূন্য আকাশের গায়ে দেখিতেছ আর একটি দ্বাদশদল পদ্ম, ছত্রের মত সেই অষ্টদল পদ্মকে

ছাইয়া আছে। আর সেই ছত্রাকার নিম্নমুখ পদ্মের পাপড়ী হইতে সুধাক্ষরণ হইতেছে। জ্যোতির্ম্ময় পদ্মের উপরে এক নীলাম্ভোজ-দলাভিরামনয়না, নীলাম্বরালঙ্কৃতা, গৌরাঙ্গী, শরদিন্দুসুন্দরমুখী, বিম্বোষ্ঠী রমণীমূর্ত্তি। মনে করা হউক—ইনি বেদমাতা। মনে করা হউক—এই কনকচম্পকদামবিভূষিতা, উত্তুঙ্গপীনকুচকুম্ভমনোহরাঙ্গী, চতুর্ম্মুখ-মুখাম্ভোজবনহংসবধূ, কম্বুকণ্ঠী, যামিনীনাথ-লেখালঙ্কৃতকুন্তলা, ভব-সন্তাপ-নির্ব্বাপণ-সুধানদী, জগজ্জননীই বাগ্‌বাদিনী মহাসরস্বতী। ইনি বহুরূপধারিণী। মনে করা হউক—এই লোচনবিজিতকুরঙ্গী আজ কুবলয়দলনীলাঙ্গী। সুন্দরহিমকরবদনা, কুন্দসুরদনা, গমন-বিজিতকাদম্বা জগদম্বা আজ বামকুচনিহিতবীণা সঙ্গীতমাতৃকা সাজিয়া-ছেন। এই নবজলকল্লোললোচনা দয়মানদীর্ঘনয়নে, করুণা-তরঙ্গ-উদ্বেলিত অপাঙ্গে আজ ঝঙ্কৃতবীণাগুঞ্জনে ভরিতহৃদয়া। মনে করা হউক—এই ওঙ্কারপঞ্জরশুকী, উপনিষদুদ্যান কেলীকলকণ্ঠী, আগমবিপিনময়ূরী, মণিময়দিব্যাভরণা আজ ঐ দিব্যালোকমণ্ডিত গৃহে শুভ্র অষ্টদল পদ্মাসনে উপবেশন করিয়া বীণাবাদন করিতেছেন। মায়ের কেশপাশ গ্রীবাদেশে বিগলিত; মা তন্ত্রীতাড়নে তালরক্ষা করিতেছেন; আর ইঁহার সুন্দর কর্ণভূষণ মৃদুমন্দ আলোড়িত হইতেছে। বীণাবাদনে ব্যাপৃত থাকায় ইঁহার দেহ মৃদুমন্দ কম্পিত হইতেছে। মা বীণাবাদন করিতেছেন, আর তাঁহার আসনপদ্মের সম্মুখে একদিকে এক রক্তবর্ণ চতুর্ম্মুখ পুরুষ, তাহার পরে নবঘনশ্যামল বর্ণ আর এক সুন্দর পুরুষ, তাহারও পরে মৌলৌ চন্দ্রদলং গলে চ গরলং জূটে চ গঙ্গাজলং রজত-গিরিনিভং এক পুরুষ—ইঁহারা বিস্মিত নয়নে ইঁহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া কি এক প্রেম-সমুদ্রে যেন নিমজ্জিত হইতেছেন। আরও কত ভক্ত, ঐ মৃণালতন্তুর মধ্যপথ দিয়া ঐ গৃহে প্রবেশ করিয়াছেন। তুমিও প্রবেশ করিয়াছ।

ঐ জ্যোতির্ম্মণ্ডিত প্রাসাদের এক গৃহে ঐ দৃশ্য। অন্যত্র আর এক গৃহ অন্ধকারাচ্ছন্ন। কতকগুলি লোক সেই অন্ধকারে নিঃশব্দে বসিয়া

ঝিমাইতেছে। চণ্ডু খাইয়া মানুষ যেমন জাগিয়াও স্বপ্ন দেখে, ইহারা সেইরূপ ঐ অন্ধকার গৃহে বসিয়া বসিয়া কত প্রকারের স্বপ্ন দেখিতেছে। উপরের দৃষ্টান্তটি শুভ ভাবনাময় রাজ্যের কথা—নীচের দৃষ্টান্তটি অশুভ ভাবনাময় রাজ্যের স্বপ্ন।

আরও দূরে আর এক গৃহে কতকগুলি লোক নানাপ্রকার লৌকিক আমোদ প্রমোদে, কেহ বা লৌকিক আহারে উন্মত্ত হইয়া বহুবিধ কথার আলাপ করিতেছে।

তিন প্রকোষ্ঠে তিন প্রকার কার্য্য হইতেছে। মনে করা হউক প্রাসাদটি যেন জীবিত হইল। ঐ জীবন্ত প্রাসাদ তখন সমকালে এই তিন ব্যাপার অনুভব করিবে কি না তাহাই বল ?

আত্মাই ঐরূপে এই দেহ-গেহে দহরাকাশে সুপ্ত, আনন্দময়, আনন্দভুক্ পুরুষ। পূর্ব্ব দৃষ্টান্তের আনন্দের সহিত এ আনন্দের সাদৃশ্য নাই। এ আনন্দ সর্ব্বপ্রকার শ্রমশূন্য, নিরায়াস আনন্দ। এই আত্মাই আবার কণ্ঠকুহরে স্বপ্নরাজ্যে সূক্ষ্ম সংস্কার লইয়া কি এক ব্যাপারে ব্যস্ত। আবার ইনিই দক্ষিণ চক্ষে সমকালেই স্থূল বিষয় লইয়া তাহাই উপভোগ করিতেছেন। একই পুরুষ সমকালে এই তিন অবস্থায় তিন প্রকার ভোগ লইয়া আছেন। ইনিই সমকালে জাগ্রৎ পুরুষ, স্বপ্ন পুরুষ ও সুপ্ত পুরুষ। ইনিই সমকালে স্থূলভুক্, সূক্ষ্মভুক্ ও আনন্দভুক্। একজন মানুষ চৈতন্য-সমাধি লাভ করিয়া আপনি আপনি ভাবে সর্ব্বদা থাকিয়া যদি সকল কথা কহিতে পারে, সকল কথা শুনিতে পারে, সকল কার্য্য করিতে পারে, তবে এই সর্ব্বেশ্বর অন্তর্যামী মায়াধীশ কেননা আপনি আপনি থাকিয়াও জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তিতে বিচরণ করিবেন ? শ্রুতি তাই বলিতেছেন—

तद्‌यथा महामत्स्य उभे कूले अनुसञ्चरति पूर्व्वञ्चापरञ्चैवमेवायं पुरुष एतावु भावन्तावनुसञ्चरति स्वप्नान्तञ्च बुद्धान्तञ्च ॥१८॥४।३

वृहदारण्यक।

অসঙ্গ এই আত্মা যেহেতু জাগরিত অবস্থা হইতে যেন স্বপ্ন, স্বপ্ন হইতে সুষুপ্তি, আবার সুষুপ্তি হইতে স্বপ্ন ও জাগরণ-ক্রমে অনবরত সঞ্চরণ করেন, অথচ ইনি স্থানত্রয় হইতে ভিন্ন তাহাই দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখান হইতেছে। নদীস্রোতে অবিচলিত মহামৎস্য যেমন নদীর উভয় কূলে সঞ্চরণ করে অথচ বারিপ্রবাহে প্রতিহত হয় না, পুরুষও সেইরূপ বক্ষ্যমান্ অন্তদ্বয়ে অর্থাৎ স্বপ্ন ও জাগরণে সঞ্চরণ করেন।

এখন শ্রীগৌড়পাদাচার্য্যের কথা শ্রবণ কর।

অত্রৈতে শ্লোকা ভবন্তি।

[অথ গৌড়পাদাচার্য্য কৃত কারিকায়াং প্রথম আগমাখ্য প্রকরণারম্ভঃ]

বহিঃ প্রজ্ঞো বিভুর্বিশ্বো হ্যন্তঃপ্রজ্ঞস্তু তৈজসঃ।
ঘনপ্রজ্ঞস্তথা প্রাজ্ঞ এক এব ত্রিধা স্থিতঃ ॥১
দক্ষিণাক্ষি মুখে বিশ্বো মনস্যন্তস্তু তৈজসঃ।
আকাশে চ হৃদি প্রাজ্ঞস্ত্রিধা দেহে ব্যবস্থিতঃ ॥২
বিশ্বো হি স্থূলভুঙ্ নিত্যং তৈজসঃ প্রবিবিক্ত ভুক্।
আনন্দভুক্ তথা প্রাজ্ঞস্ত্রিধা ভোগং নিবোধত ॥৩
স্থূলং তর্পয়তে বিশ্বং প্রবিবিক্তন্তু তৈজসম্।
আনন্দশ্চ তথা প্রাজ্ঞং ত্রিধা তৃপ্তিং নিবোধত ॥৪
ত্রিষু ধামসু যদ্ ভোজ্যং ভোক্তা যশ্চ প্রকীর্ত্তিতঃ।
বেদৈতদুভয়ং যস্তু স ভুঞ্জানো ন লিপ্যতে ॥৫

একই আত্মাকে তিনভাবে অবস্থিত দেখা যায়। তিনিই বহিঃপ্রজ্ঞ, অন্তঃপ্রজ্ঞ ও ঘনপ্রজ্ঞ বা প্রজ্ঞান ঘন। যখন বহিঃপ্রজ্ঞ তখন তিনি বিভু-রূপ বিশ্ব পুরুষ; যখন অন্তঃপ্রজ্ঞ তখন তাঁহার তৈজস পুরুষ আর যখন ইনি ঘনপ্রজ্ঞ বা প্রজ্ঞানঘন তখন এই পুরুষের নাম প্রাজ্ঞ পুরুষ। এই একই আত্মা তিন প্রকারে দেহে অবস্থান করিতেছেন। বিশ্বপুরুষ দক্ষিণ চক্ষুরূপ দ্বারে অবস্থিত, তৈজস পুরুষ মনে অবস্থিত আর হৃদয় আকাশে প্রাজ্ঞ আত্মা অবস্থিত। বিশ্বপুরুষ সর্ব্বদা স্থূল বিষয়ই ভোগ করেন; তৈজস সর্ব্বদা সূক্ষ্ম বাসনাময় বিষয় ভোগ

করেন আর প্রাজ্ঞ পুরুষ সর্ব্বদা আনন্দমাত্র ভোগ করেন। একই আত্মার তিন অবস্থার ভোগজ তৃপ্তিও তিন প্রকার। স্থূল বিষয়ে বিশ্ব-আত্মার তৃপ্তি জন্মে ; সূক্ষ্ম বিষয়ে তৈজসের, আর আনন্দমাত্রে প্রাজ্ঞ পুরুষের তৃপ্তি সাধন করে। জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি এই তিন ধামে বা স্থানে যে সমস্ত ভোগ্য বস্তু এবং যিনি ভোক্তা বলিয়া কথিত হয়েন এই উভয়কে যিনি জানেন তিনি বিষয় ভোগ করিয়াও তাহাতে লিপ্ত হন না।

মুমুক্ষু। বাহিরে স্থূল প্রজ্ঞা বিশিষ্ট যিনি, তিনি বিভুরূপ বিশ্ব-পুরুষ। অন্তরের সূক্ষ্ম প্রজ্ঞা বিশিষ্ট যিনি তিনি তৈজস পুরুষ আর ঘন প্রাজ্ঞ যিনি তিনি প্রাজ্ঞ পুরুষ। এই তিনই যে এক তাহার অনুভূতি কিরূপে হয় ?

শ্রুতি : জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিকালে সর্ব্বত্রই "সেই আমি" এই প্রকার প্রতীতি সকলেরই হয় "সঃ সুপ্তঃ সোঽহং জাগর্ত্তীতি" যে আমি নিদ্রা গিয়াছিলাম সেই আমিই জাগিয়াছি এই অনুভব সকলেই করে। এই অনুসন্ধান দ্বারা আত্মা যে এক তাহা নিশ্চয় করা যায়। যদিও এক আত্মা জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি এই তিন অবস্থাতে প্রতীত হয়েন তথাপি তিনি এই অবস্থাত্রয় হইতে ভিন্ন, এই অবস্থাত্রয় হইতে অতিরিক্ত বা পৃথক্‌। তিনি শুদ্ধ এবং অসঙ্গ অর্থাৎ জাগ্রদাদি অবস্থা দোষে তিনি দুষ্ট হন না। জাগ্রদাদির দোষ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

মুমুক্ষু। আত্মা শুদ্ধ কিরূপে তাহাই বলুন।

শ্রুতি। ধর্ম্ম, অধর্ম্ম : রাগ দ্বেষ এইগুলি হইতেছে মল। এইগুলি অন্তঃকরণের ধর্ম্ম। আত্মা ঐ সমস্ত মলিনতা হইতে ভিন্ন বস্তু। আমি আমি লোকে যাহাকে করে তিনিই আত্মার সূচক। আমিটি যাহাতে মাখাও তাহাই হইয়া যায় আমার। অর্থাৎ যাহাতে আমি অভিমান কর তাহাই হয় আমার। কাজেই যাহাকে আমার বলিবে তাহারই দুঃখ কষ্ট মলিনতা যেন "আমিতে" মাখান হইবে। অন্তঃকরণে যখন অভিমান কর আর বল আমার মন, আমার অন্তঃকরণ তখন

অন্তঃকরণের মলিনতা যে ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, পাপ, পুণ্য, রাগ, দ্বেষ এই সমস্তই যেন আত্মার কলঙ্ক হইয়া যায়। কিন্তু আত্মা যিনি তিনি কখন মন নহেন। কাজেই মনের ময়লা যাহা তাহা আত্মাকে কখন অপবিত্র করিতে পারে না। আমি মন নই ইহা ভাবনা কর দেখিবে এই মুহূর্ত্তেই তুমি যে শুদ্ধ তাহা বুঝিতে পারিবে।

মুমুক্ষু। আত্মা অসঙ্গ কিরূপে?

শ্রুতি। "ঘট দ্রষ্টা ঘটাদ্ভিন্ন" ঘটের দ্রষ্টা যিনি তিনি ঘট হইতে ভিন্ন এই ন্যায়ে তুমি দেখ রাগদ্বেষাদির দ্রষ্টা তুমি কি না। তুমি দ্রষ্টা বলিয়া তুমি অসঙ্গ। শ্রুতি বলিতেছেন "**অসঙ্গোহ্যয়ং পুরুষঃ**" "**সোঽহমস্মি**" এই পুরুষ অসঙ্গ" আর "আমিই সেই"। এই সমস্ত শ্রুতি প্রমাণে বুঝা যায় এই আত্মা অন্য সমস্ত বস্তু হইতে ভিন্ন, আত্মা একই বস্তু; আত্মা দ্রষ্টা; আত্মা শুদ্ধ আর আত্মা অসঙ্গ। "**তদ্যথা মহামৎস্য উভে কূলে অনুসঞ্চরতি পূর্ব্বঞ্চাপরঞ্চৈবায়ং পুরুষঃ।**" শ্রুতি এই দৃষ্টান্তও দিতেছেন।

মুমুক্ষু। পূর্ব্বে বলিয়াছেন জাগ্রৎ অবস্থাই সর্ব্বপ্রকার সাধনার ভিত্তি। আচ্ছা এই জাগ্রৎ অবস্থাতে কি বিশ্ব, তৈজস ও সুপ্ত পুরুষের অনুভব হয়?

শ্রুতি। হয়। কিরূপে হয় তাহা দেখ। "দক্ষিণাক্ষি মুখে বিশ্বঃ" দক্ষিণ নেত্ররূপী দ্বার দিয়া বিশ্ব পুরুষকে অনুভব করা যায়। স্থূল বিষয়ের দ্রষ্টা যে বিশ্বপুরুষ সেই দ্রষ্টা ধ্যাননিষ্ঠ বিশ্বপুরুষকে দক্ষিণ নেত্ররূপ দ্বার দিয়াই অনুভব করা যায়। শ্রুতিও ইহাই বলিতেছেন "**ইন্ধো হ বৈ নামৈষঃ, যোঽয়ং দক্ষিণেঽক্ষন্ পুরুষ** ইতি শ্রুতেঃ।

বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলেন—এই যে দক্ষিণ অক্ষিস্থিত পুরুষ ইনিই প্রসিদ্ধ ইন্ধ অর্থাৎ প্রকাশবান্ এই নাম বিশিষ্ট। "ইন্ধ" হইতেছে প্রকাশগুণ-সম্পন্ন সূর্য্যান্তর্গত বিরাট্ আত্মা বৈশ্বানর। এই বৈশ্বানর আর চক্ষুতে অবস্থিত দ্রষ্টা এই দুই পুরুষই এক।

মুমুক্ষু। মা! এই দুই দ্রষ্টা এক কিরূপে? ইঁহাদের সমষ্টি ব্যষ্টি

রূপ ভেদ ত আছে, আরও স্থূল সূক্ষ্ম দেহধারণরূপ ভেদও ত আছে ?

শ্রুতি। ভাল করিয়া প্রশ্ন কর।

মুমুক্ষু। সূর্য্যমণ্ডলান্তর্গত সমষ্টি-সূক্ষ্মদেহবিশিষ্ট হিরণ্যগর্ভ আর চক্ষুগোলকস্থিত ইন্দ্রিয় সকলের অনুগ্রহ-কর্ত্তা হিরণ্যগর্ভ ইঁহারা ত সংসারী জীব হইতে ভিন্ন। আবার সূর্য্যমণ্ডলান্তর্গত সমষ্টি স্থূল দেহের অভিমানী আর চক্ষুগোলকের অনুগ্রহ-কর্ত্তা বিরাট্ আত্মাও ত ভিন্ন। ব্যষ্টিদেহে অভিমানী দক্ষিণনেত্রস্থ দ্রষ্টা, দুই চক্ষু আর ইন্দ্রিয়ের নিয়ামক এবং কার্য্য কারণের স্বামী যে ক্ষেত্রজ্ঞ তিনিও ঐ দুই সমষ্টি দেহের অভিমানী হিরণ্যগর্ভ এবং বিরাট্ হইতে ভিন্ন ইহা অঙ্গীকার করা হয়। যদি তাই হয়, তবে সমষ্টি ও ব্যষ্টি ভাবে স্থিত জীবের যে ভেদ তাহার একতা কিরূপে সিদ্ধ হয় ?

শ্রুতি। সমষ্টি ও ব্যষ্টি আত্মার যে ভেদ সেটা কল্পিত ভেদ মাত্র। ঘটাকাশ ও মহাকাশের কি বাস্তব ভেদ আছে ? উহা বাস্তবিক অভেদ। শ্রুতি বলেন—"**একোদেব: সর্ব্বভূতেষু গূঢ়:**" একটি মাত্র দেবতা—প্রকাশশীল আত্মা, সমস্তভূতে গূঢ়ভাবে অবস্থিত। গীতা স্মৃতিও বলেন "ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্ব ক্ষেত্রেষু ভারত" "অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্"। হে ভারত। সর্ব্বক্ষেত্রে—সর্ব্বশরীরে ক্ষেত্রের জ্ঞাতা যিনি তিনি আমিই ইহা তুমি জান। আবার সমস্ত ভূত ভিন্ন ভিন্ন আকার বিশিষ্ট হইলেও আমি বাস্তবিক বিভক্ত না হইয়াও বিভক্তবৎ তাহাদের মধ্যে অবস্থিত। কাজেই ইহা নিশ্চয় হয় যে সমস্ত ইন্দ্রিয়ে আমি থাকিলেও দক্ষিণ নেত্রে দর্শনপটুতা ও তজ্জন্য জ্ঞানের স্পষ্টতা দৃষ্ট হয় ; এই জন্য দক্ষিণ চক্ষুতে বিশ্বপুরুষের বিশেষভাবে অবস্থান বলা হয়।

মুমুক্ষু। বুঝিলাম আত্মা একই। ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত যে ভেদ সেটা কল্পিতভেদ মাত্র বা উপাধিগত ভেদ মাত্র। এখন বলুন, জাগ্রৎ-কালে বিশ্বপুরুষের মত তৈজস পুরুষকে কিরূপে অনুভব করা যায়।

শ্রুতি। আচ্ছা দেখ। জাগ্রৎকালে স্থূল স্থূল বিষয়ের অনুভব হয়। কিন্তু স্বপ্নকালে জাগ্রতের স্থূল পদার্থ সমূহই বাসনারূপে প্রকট হয়। দ্রষ্টা পুরুষ সূক্ষ্ম বাসনারূপেই উঁহাদিগকে দেখেন। দক্ষিণ অক্ষিস্থ দ্রষ্টা পুরুষ জাগ্রৎকালে স্থূলরূপ দেখিয়া যখন চক্ষু মুদ্রিত করেন, তখন পূর্ব্ব-দৃষ্ট রূপের জ্ঞান হইতে উদ্ভূত বাসনারূপেই তিনি মন দ্বারা উহা দেখিতে থাকেন। প্রকৃত পক্ষে ঐ দেখাটা ইন্দ্রিয় দ্বারা দর্শন নহে, উহা মনের দ্বারা স্মরণ মাত্র। ঐরূপে স্মরণকর্ত্তা ঐ বিশ্বপুরুষই তৈজস পুরুষ। এক পুরুষই দেখেন এবং স্মরণ করেন। যখন দেখেন তখন তিনি বিশ্ব, যখন স্মরণ করেন তখন তিনি তৈজস্। তবেই দেখ বিশ্ব ও তৈজসের ভেদ কোথায় রহিল? আবার বলি শ্রবণ কর। জাগ্রতে দক্ষিণ চক্ষে স্থিত বিশ্বপুরুষ একটা কুরূপ দেখিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন; করিয়া পূর্ব্ব-দৃষ্ট কুরূপকে মনে মনে স্মরণ করিতেছেন আর তিনি স্বপ্নবৎ উহাকেই বাসনারূপে প্রকটিত দেখিতেছেন। জাগ্রতে যেমন ইহা হয়, স্বপ্নকালেও তাহাই হয়। তাই বলা হইল "মনসি অন্তশ্চ তৈজসঃ"। অর্থাৎ মনের ভিতর যে তৈজস তিনিই বিশ্ব পুরুষ।

মুমুক্ষু। এখন বলুন ইনিই "আকাশে চ হৃদি প্রাজ্ঞঃ" কিরূপে?

শ্রুতি। এই পুরুষই হৃদয়াকাশে প্রাজ্ঞ বলিয়া অভিহিত। জাগ্রৎ পুরুষই সুপ্তপুরুষ কিরূপে এখন দেখ। যে পুরুষ বিশ্ব ও তৈজস ভাবকে প্রাপ্ত হন, তিনিই আবার দর্শন ও স্মরণ রূপ ব্যাপারের নিবৃত্তিতে হৃদয়াকাশে স্থিত প্রাজ্ঞ পুরুষ হয়েন।

রূপের দর্শন ও স্মরণ ছাড়িয়া শ্রেষ্ঠ আকাশে (অব্যাকৃতে) স্থিত জীবের সহিত প্রাজ্ঞের কোন ভেদ নাই। এই জন্যই ইনি একীভূত (বিষয় ও বিষয়ী রূপ আকার রহিত)। আবার একীভূত বলিয়াই ইনি ঘনপ্রজ্ঞ অর্থাৎ বিশেষ জ্ঞানও নাই, অন্যরূপ জ্ঞানও নাই। বুঝিতেছ যিনি বিশ্ব ও তৈজস ভাব প্রাপ্ত হয়েন, তিনিই স্মরণরূপ ব্যাপারের নিবৃত্তিতে হৃদয়গত আকাশে স্থিত হইয়া প্রাজ্ঞ একীভূত

এবং ঘনপ্রজ্ঞ হইয়া থাকেন ; কারণ তখন মনের আর কোন প্রকার স্পন্দন থাকে না। দর্শন আর স্মরণ এই দুইরূপেই মনের স্ফুরণ হয়। ইহাদের অভাব হইলে এই পুরুষ অব্যাকৃতময় প্রাণরূপে অবস্থান করেন—ইহাই জাগ্রতের সুষুপ্তি। শ্রুতি বলেন—**প্রাণো হ্যেবৈতান্ সর্ব্বান্ সংবৃঙ্ক্ত** ইতি। প্রাণই এই সমস্তকে আপনাতে সংহার করেন। এই জন্য অব্যাকৃতময় প্রাণরূপে জাগ্রৎগত সুষুপ্তি-কালে যে প্রাজ্ঞের অবস্থান হয় বলা হইল, ইহা যুক্তিযুক্ত। এখানে ইহাও স্মরণ রাখ যে, তৈজস পুরুষই হিরণ্যগর্ভ ; কারণ "**মনোময়োঽয়ং পুরুষ**" ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ এই পুরুষ মনোময়। মন যাহা, তাহা লিঙ্গরূপ। এই মনে স্থিত বলিয়া যিনি তৈজস, তিনিই হিরণ্যগর্ভ।

মুমুক্ষু। আচ্ছা সুষুপ্তিকালে ইনি অব্যাকৃতময় প্রাণরূপে থাকেন ইহা কিরূপে হইবে ? সুষুপ্তিকালে প্রাণত ব্যাকৃতাত্মক অর্থাৎ ব্যক্তীভূত। প্রাণ ত তখনও নাম ও রূপের সহিত ব্যাকৃত অর্থাৎ স্পষ্টভাবে যুক্ত। কারণ যে পুরুষ সুপ্ত অবস্থায় আছেন, তাঁহার নিকটে যে মানুষ বসিয়া থাকে সে অতিশয় স্পষ্টরূপে প্রাণের ব্যাপার দেখে। তবে প্রাণের অব্যাকৃততা কিরূপে সম্ভব হয় ?

শ্রুতি। ভাল করিয়া ধারণা কর। যাহা অব্যাকৃত তাহাতে দেশ ও কাল কৃত পরিচ্ছেদের অভাব থাকে। তুমি বলিতেছে—যখন 'আমার প্রাণ' 'অমুকের প্রাণ' ইত্যাদিরূপে প্রত্যেক দেহে ভিন্ন ভিন্ন প্রাণের প্রতীতি হইতেছে, তখন প্রাণকে অব্যাকৃত, অবিভক্ত, এক - এইরূপ বলা যায় কিরূপে ? সত্য কথা। কিন্তু সুষুপ্তিবান্ পুরুষের দৃষ্টিতে প্রাণের দেশকাল বিষয়ে পরিচ্ছিন্নতা থাকে কি ? এই জন্য বলা হয়—সুষুপ্তিবানের প্রাণ ও অব্যাকৃত এই দুই এক। "আমার প্রাণ" বলিয়া অভিমান যিনি করেন তাঁহার কাছে প্রাণ ব্যাকৃত বলিয়া বোধ হয় সত্য, কিন্তু সুষুপ্তি অবস্থাতে দেহাদি সম্বন্ধাধীন যে পরিচ্ছিন্ন ভাব তাহার কিছুই ত থাকে না। সেই জন্য ঐ সময়ে "আমার প্রাণ" এইরূপ অভিমানেরও তখন নিরোধ হয়।

হয় বলিয়াই প্রাণকে তখন অব্যাকৃত বলা হয়। যেমন মরণের অভিমান যার নিরোধ হয় সেই লোকের প্রাণকে অব্যাকৃত বলা হয়, সেইরূপ প্রাণ অভিমানী পুরুষেরও সুষুপ্তিকালে প্রাণের অভিমানের নিরোধ হওয়ায়—প্রাণকে অব্যাকৃত বলা হয়। তাই বলা হইতেছে, অভিমান নিরোধ হইলেই প্রাণ অব্যাকৃত। আরও দেখ, জগতের উৎপত্তির বীজ হইতেছেন অধিদৈব পুরুষ অর্থাৎ যে পুরুষ অব্যাকৃত প্রকৃতিরও অধ্যক্ষ বা অধিষ্ঠাতা। এই পুরুষ অব্যাকৃত। যেমন অধিদৈবরূপ অব্যাকৃত, জগতের উৎপত্তির বীজ—সেইরূপ প্রাণও সুষুপ্তি, জাগ্রৎ আর স্বপ্নের উৎপত্তির বীজ। এই জন্য কার্য্যোৎপত্তির বীজ স্বরূপ বলিয়া সুষুপ্তিকালীন প্রাণ ও অব্যাকৃত উভয়ই এক। কারণ অব্যাকৃত অবস্থাপন্ন প্রাণ ও সুপ্ত পুরুষ এই দুয়েরই যে অধিষ্ঠান-চৈতন্য তাহা এক; সেই জন্য পরিছিন্ন উপাধি বিশিষ্ট যিনি জীবমত—তিনি ও অব্যাকৃত উভয়েই এক। এইরূপে প্রাণকেই একীভূত, প্রজ্ঞানঘন, সর্ব্বেশ্বর ইত্যাদি প্রাজ্ঞপুরুষের বিশেষণ বিশিষ্ট বলা হয়।

মুমুক্ষু। মা! যে প্রাণকে আমরা প্রাণবায়ু বলি, সেই প্রাণই কি একীভূত প্রজ্ঞানঘন সর্ব্বেশ্বর প্রাণ, যে প্রাণের কথা আপনি বলিতেছেন? অব্যাকৃতই প্রাণ কিরূপে?

শ্রুতি। শ্রবণ কর। **প্রাণবন্ধনং হি সোম্য মনঃ**—হে প্রিয়দর্শন! মন যাহা, তাহা প্রাণরূপ বন্ধন অর্থাৎ সুষুপ্তিকালে আপনার লয়ের আধার। সুষুপ্তিকালে মনের স্পন্দন থাকে না। স্পন্দন না থাকিলেই মনের লয় হয়। কোথায় এই মন লয় হয়? প্রাণে। এই শ্রুতি-প্রমাণে অব্যাকৃতকে প্রাণ বলা হইতেছে।

মুমুক্ষু। আচ্ছা! '**সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ**' হে সৌম্য! অগ্রে সৎ ব্রহ্মই ছিলেন, ইহাতে ত মনে হয় সৎ রূপ ব্রহ্মই প্রাণশব্দ-বাচ্য; অব্যাকৃত নহে?

শ্রুতি। না, ইহাতে দোষ হয় না। কারণ সৎ রূপ ব্রহ্মেরই বীজরূপতা অঙ্গীকার করা হইয়াছে। আর যদ্যপি ঐ শ্রুতিতে সৎ

ব্রহ্মকেই প্রাণ বলা হয় বল, তবে ইহাও বল যে, জীবপ্রসব-বীজাত্মকত্ব অপরিত্যাগ করিয়াই সৎ ব্রহ্ম প্রাণশব্দবাচ্য অর্থাৎ জীবসমূহের উৎপত্তির বীজত্ব লইয়াই সৎ ব্রহ্ম প্রাণ। যদি বল নির্ব্বীজরূপ ব্রহ্মই প্রাণশব্দের বাচ্য ইহাই শ্রুতির অভিপ্রায়, তাহা হইলে শ্রুতি **"নেতি নেতি" "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে" "অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি"** অর্থাৎ নির্গুণব্রহ্ম কার্য্যরূপ নহেন, কারণরূপও নহেন; তাঁহার নিকটে কার্য্যের নিবৃত্তি হইয়া যায়; তিনি বিদিত (কার্য্য) হইতে অন্যরূপ এবং অবিদিত (কারণ) হইতেও অন্যরূপ; এইরূপ ভাবে নির্গুণ-ব্রহ্মকে কখন বলিতেন না, আবার স্মৃতিও বলিতেন না **"ন সৎ তৎ নাসদুচ্যতে"** তিনি সৎও নহেন, আর অসৎও নহেন। তবেই দেখ যদি নির্গুণ বা নির্ব্বীজ ব্রহ্মই প্রাণশব্দবাচ্য হয়েন, তবে সুষুপ্তি আর প্রলয়ে সৎ ব্রহ্মে লীন জীবপুঞ্জের উত্থান অসম্ভব হয়। হয়না কি? কেননা, মন যখন প্রাণে লয় হইল, আর প্রাণকেই যদি নির্ব্বীজ ব্রহ্ম তুমি বল তবে নির্ব্বীজে যাহা লয় হইল, তাহা নির্ব্বীজত্বও প্রাপ্ত হইল, সেখান হইতে মহাপ্রলয়ের পরে বা সুষুপ্তির পরে জীবপুঞ্জের পুনরুত্থানের সম্ভাবনা কোথায়? কিন্তু সুষুপ্তির পরে বা প্রলয়ের পরে যখন আবার সৃষ্টি হয়, দেখা যায় আর বলা হয়—নির্ব্বীজ ব্রহ্ম হইতেই সৃষ্টি হইতেছে, তখন ইহাই বলিতে হইবে যে, যাঁহারা মুক্ত হইয়া গিয়াছেন, তাঁহারাও সংসারে পুনরাগমন করেন।

আরও দেখ, কর্ম্মবীজকে জ্ঞান দ্বারাই দগ্ধ করিতে হয়। কিন্তু যদি বলা যায় সুষুপ্তি ও প্রলয়কালে সকলেই নির্ব্বীজ ব্রহ্মে লয় হয়, তবে সেই জ্ঞানদাহ্য বীজ আপনা হইতেই লয় হইয়া যাইবে। এক্ষেত্রে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার কোন আবশ্যকতা থাকে না। এই জন্য শ্রুতি যেখানে বলিতেছেন—প্রাণই সৎ ব্রহ্ম, সেখানে প্রাণকে সবীজ সৎ ব্রহ্মই বলা হইয়াছে; প্রাণ নির্গুণ ব্রহ্ম বা নির্ব্বীজ ব্রহ্ম নহেন।

প্রাণকে সবীজ ব্রহ্ম বলা হয় বলিয়াই ইহার পরেও নির্ব্বীজ ব্রহ্মের কথা শ্রুতি বলেন। শ্রুতি বলেন—নির্গুণ ব্রহ্ম **"অপ্রাণো**

পরতঃ পরঃ” “স বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ” “যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে” “নেতি নেতি” অর্থাৎ তিনি পররূপ অক্ষর হইতেও পর; বাহ্য অন্তর সহিত হইয়াও জন্মরহিত; যাঁহাতে বাক্যসমূহ নিবৃত্ত হয়; যিনি কার্য্যও নহেন, কারণও নহেন; এই সমস্ত শ্রুতিতে সবীজ ব্রহ্ম-ভাবের উপরেও যে নির্ব্বীজ ব্রহ্মভাব আছেন—সেই সবীজ ভাব অপনয়ন জন্য নির্ব্বীজ ভাবের উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রাণ হইতেছেন সৎব্রহ্ম। ইনি সবীজ। ইনিই প্রাজ্ঞপুরুষ। ইনিই যখন তুরীয় অবস্থাতে গমন করেন, তখন ইনি দেহাদিসম্বন্ধরহিত এবং জাগ্রদাদি অবস্থা রহিত হয়েন। এই পারমার্থিক নির্ব্বীজ অবস্থাই তুরীয়াবস্থা। এই তুরীয়ের কথা পরে বলা হইবে।

মুমুক্ষু। মা! আর একবার বল সুষুপ্তিতে কি কিছু অনুভব হয়?

শ্রুতি। সুষুপ্তিতে বীজাবস্থা পর্য্যন্ত লাভ হয়। কিন্তু সুষুপ্তি হইতে উত্থিত পুরুষের মুখে শ্রবণ করা যায় “ন কিঞ্চিদবেদিষমিতি” অর্থাৎ আমি কিছুই বলিতে পারি নাই। এই যে স্মৃতি ইহাতে বুঝা যায়, বীজাবস্থাতেও আর কিছুই নাই ইহার অনুভব হইয়াছিল। কারণ যাহা কখন অনুভূত হয় নাই, তাহার স্মরণ হইতে পারে না।

“ত্রিধাদেহে ব্যবস্থিতঃ” অর্থাৎ জীব তিন প্রকার দেহে অবস্থিত, ইহার কথা বলা হইল।

মুমুক্ষু। বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ এই তিনের তিন প্রকারে দেহে স্থিতির কথা বলা হইল। এখন এই তিনের তিন প্রকার ভোগ কিরূপ তাই বলুন।

শ্রুতি। জাগ্রৎ অবস্থার অভিমানী বিশ্বপুরুষ নিত্যই স্থূলভোগের ভোক্তা; স্বপ্নাবস্থাভিমানী তৈজস নিত্যই বাসনাময় সূক্ষ্মভোগের ভোক্তা, আর সুষুপ্তি অবস্থার অভিমানী আনন্দের ভোক্তা।

মুমুক্ষু। ভোগের পরেই ত তৃপ্তি আসিবে? সেই তৃপ্তি এই পুরুষের কিরূপ হয়?

শ্রুতি। শব্দাদি স্থূল বিষয়ভোগ জাগ্রদভিমানী বিশ্বপুরুষকে তৃপ্ত করে; বাসনাময় সূক্ষ্মভোগ স্বপ্নাভিমানী তৈজসপুরুষকে তৃপ্ত করে; আর আনন্দ সুষুপ্ত্যভিমানী প্রাজ্ঞপুরুষকে তৃপ্ত করে।

মুমুক্ষু। আচ্ছা মা! উপরে যে ভোক্তা ও ভোজ্যের কথা বলিলে—সেই দুইকে যিনি জানেন, তাঁহার লাভ হয় কি?

শ্রুতি। স ভুঞ্জানো ন লিপ্যতে। তিনি ভোগ করিয়াও লিপ্ত হন না।

মুমুক্ষু। কিরূপে?

শ্রুতি। বিশ্ব, তৈজস এবং প্রাজ্ঞ এই যে তিন প্রকার ভোক্তা সে ত এক আমিই, আর স্থূল, সূক্ষ্ম এবং আনন্দ এই যে তিন প্রকার ভোজ্য সেও ত একই। ইহা ভাল করিয়া জান, তাহা হইলে বুঝিবে সকল প্রকার ভোজ্যই সেই এক ভোক্তার ভোগ্য অর্থাৎ ভোগের যোগ্য। ন হি যস্য যো বিষয়ঃ স তেন হীয়তে বর্দ্ধতে বা। ন হ্যগ্নিঃ স্ববিষয়ং দগ্ধ্বা কাষ্ঠাদি তদ্বৎ॥ যাহার যাহা ভোগের বিষয়, সে তাহা ভোগ করিলেও, তাহার কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না। অগ্নি যেমন নিজের ভোগের বিষয় যে বহুবিধ কাষ্ঠাদি তাহা দগ্ধ করিয়াও হানি বা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন না, সেইরূপ এক ভোক্তা স্থূল, সূক্ষ্ম ও আনন্দ ভোগ করিয়াও সেই একই থাকেন। তিনি ভোগজনিত দোষে লিপ্ত হন না। ইন্দ্রিয়ের অনুকূল ভোগ পাইলে যে আপনাকে সুখী মনে করে আর প্রতিকূল পাইলে মনে করে আমি বড় দুঃখী, সে এক আমি হইয়া ত থাকে না। সেই জন্য ঐরূপ ব্যক্তি ভোগের দোষে লিপ্ত হয় বলিয়াই দুঃখী। কিন্তু যিনি আপনাকে এক বলিয়া জানেন, তিনি স্থূলভোগই আসুক বা সূক্ষ্মভোগ আসুক অথবা স্থূল-সূক্ষ্মের অভাবরূপ অনায়াসপদে আনন্দভোগই হউক তাঁহার আনন্দ অবস্থার বিচ্যুতি কখন ঘটে না। তিনি আপনাকে এক বুঝিয়াছেন বলিয়া "তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেন চিৎ" এই অবস্থাতে সর্ব্বদাই থাকেন। যখন দুঃখ আসিল তখন তিনি

আপন সুষুপ্তি অবস্থার আনন্দভুক্ আনন্দময় অবস্থা চিন্তা করিয়া আপন স্বরূপে দৃষ্টি করেন। তিনি বৃক্ষ ইব স্তব্ধঃ। সুখের বা দুঃখের যেরূপ কর্ম্ম আসুক না কেন, তিনি সে সময়েও কর্ম্মশূন্য অবস্থার কথা চিন্তা করিয়া স্থির থাকেন। বায়ু বহিলে বৃক্ষ নড়ে চলে, কিন্তু বায়ু না থাকিলে বৃক্ষ স্থির—তিনিও যাহা কিছু আসুক না তাহাতেই নিজের একত্ব চিন্তা করিয়াই অচঞ্চল থাকেন।

মুমুক্ষু। প্রাজ্ঞ পুরুষ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে এষ যোনিঃ—ইনি কারণ—ইনি প্রপঞ্চের কারণ আবার ইনিই **প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূনানাম্** অর্থাৎ সকল ভূতের উৎপত্তি ও বিলয় স্থান; এই সৃষ্টি সম্বন্ধে সকলেই কি একরূপ বলেন? ইহাই এখন বলুন।

শ্রুতি। গৌড়পাদাচার্য্য সৃষ্টি সম্বন্ধে নানাপ্রকার মত যাহা বলিয়াছেন তাহাই শ্রবণ কর।

প্রভবঃ সর্ব্বভাবানাং সতামিতি বিনিশ্চয়ঃ।
সর্ব্বং জনয়তি প্রাণ শ্চেতোহংশূন্ পুরুষঃ পৃথক্ ॥৬॥
বিভূতিং প্রসবন্ত্বন্যে মন্যন্তে সৃষ্টি চিন্তকাঃ।
স্বপ্নমায়াসরূপেতি সৃষ্টিরন্যৈর্ব্বিকল্পিতা ॥৭॥
ইচ্ছামাত্রং প্রভোঃ সৃষ্টিরিতি সৃষ্টৌ বিনিশ্চিতাঃ।
কালাৎ প্রসূতিং ভূতানাং মন্যন্তে কালচিন্তকাঃ ॥৮॥
ভোগার্থং সৃষ্টিরিত্যন্যে ক্রীড়ার্থ মিতি চাপরে।
দেবস্যৈষ স্বভাবোহয়মাপ্তকামস্য কা স্পৃহা ॥৯॥

বিদ্যমান সমস্তভবনধর্ম্মীপদার্থ বা জন্য পদার্থের উৎপত্তি আপন অবিদ্যাকৃত নামরূপ মায়া স্বরূপ দ্বারাই হয় ইহা নিশ্চয়। প্রাণরূপ পুরুষ সমস্ত চৈতন্যের অংশ যে জীব সমূহ তাহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ উৎপাদন করেন।

মুমুক্ষু। ইহাতে কি সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেছেন?

শ্রুতি। হাঁ।

মুমুক্ষু। এই যে পরিদৃশ্যমান বিচিত্র সংসার ইহাকেই ত জন্য পদার্থ বলিতেছেন ? ইহা মায়া দ্বারা উৎপন্ন ইহাই ত বলিতেছেন ?

শ্রুতি। তাহাই বলিতেছি। "সতাং বিদ্যমানানাং সর্ব্বভাবানাং সকলজন্যপদার্থানাং স্বেন অবিদ্যাকৃতনামরূপমায়াস্বরূপেণ প্রভব উৎপত্তিঃ। সৎ যাহা, বিদ্যমান যাহা—তাহাই মায়া হইতে জন্মিয়াছে। "বন্ধ্যাপুত্রো ন তত্ত্বেন মায়য়া বাপি জায়তে" ইতি। বন্ধ্যার পুত্র ইহা অসৎ। তত্ত্ব দ্বারা বা মায়া দ্বারা বন্ধ্যাপুত্রের জন্ম হইতে পারে না।

মুমুক্ষু। আমার অনেক জিজ্ঞাস্য উঠিতেছে।

শ্রুতি। বল।

মুমুক্ষু। সৎ কাহাকে বলিতেছেন ? অসৎটাই বা কি ?

শ্রুতি। অধিানচৈতন্যস্বরূপ যে ব্রহ্ম তাহাকেই সৎ বলি। বন্ধ্যা-পুত্রকে অসৎ বলি। যাহা বিদ্যমান আছে, ছিল, থাকিবে—তাহাই সৎ। যাহার বিদ্যমানতা আদৌ নাই তাহাই অসৎ। ব্রহ্মই বিদ্যমান চিরদিন আছেন, চিরদিন ছিলেন, চিরদিন থাকিবেন। বন্ধ্যাপুত্র কখন নাই। "**ব্রহ্মৈবেদম্**" "**আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ**" এই যে যাহা কিছু দেখিতেছ তাহা ব্রহ্মই। অগ্রে এই সব আত্মস্বরূপেই ছিল ইহা শ্রুতি বলিতেছেন।

মুমুক্ষু। জগৎটা তবে জগৎ নহে—ব্রহ্মই। জগৎটা তবে মূলে আত্মাই ? তবে যে বলা হয় "ন সৎ তৎ নাসদুচ্যতে" ইহা কি ?

শ্রুতি। পূর্ব্বে বলিয়াছি স্মরণ কর প্রাণপুরুষ যিনি তিনি সবীজ ব্রহ্ম। ইঁহার উপরে নির্ব্বীজ বা তুরীয় ব্রহ্ম আছেন। এই নির্ব্বীজ ব্রহ্মকে সৎও বলা যায় না অসৎও বলা যায় না। নেতি নেতি—কার্য্য-স্বরূপ তিনি নহেন, কারণস্বরূপ তিনি নহেন—এইরূপ সাধনা দ্বারা নির্গুণকে লক্ষ্য করা হয় মাত্র। কিন্তু কিছু বলা না গেলেও নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপে স্থিতিলাভ হয়। তিনি সৎ চিৎ আনন্দ স্বরূপ। স্বরূপ কথা দ্বারা সেই নির্গুণকেই লক্ষ্য করা হয়। সৎ চিৎ ও আনন্দ

এইগুলি বিশেষণ বটে কিন্তু সৎস্বরূপ, চিৎস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ যিনি—তিনিই আপনি আপনি, নির্গুণ, নির্বীজ ব্রহ্ম।

মুমুক্ষু। সগুণ ব্রহ্ম বা সবীজ ব্রহ্ম বা প্রাণপুরুষকেই অধিষ্ঠান-চৈতন্য বলা হইতেছে। কোন কিছু উঠিলেই বলা হয়, যাহা উঠিতেছে তাহা সগুণ ব্রহ্মের উপরেই তাঁহারই আত্মমায়া দ্বারা উঠিতেছে। কোন কিছু আশ্রয় না পাইলে এই জগৎটা উঠিতেই পারে না। অধিষ্ঠান-চৈতন্যকে আশ্রয় করিয়া জগৎটা উঠে বলিয়াই বলা হয়—ইহার বিদ্যমানতা আছে। "যথা রজ্জ্বাং প্রাক্ সর্পোৎপত্তেঃ রজ্জ্বাত্মনা সর্পঃ সন্নেবাসীৎ এবং সর্ব্বভাবানামুৎপত্তেঃ প্রাক্ প্রাণবীজাত্মনৈব সত্বমিতি" রজ্জুতে সর্পোৎপত্তি হইল। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে সর্প কোথায় ছিল? ছিলনা। যদি বল ছিল, তবে বলিতে হইবে সর্পটা রজ্জুরূপেই ছিল। তবে সর্পটাকে যে সৎ বল সেটা সর্পকে রজ্জুরূপেই সৎ এইরূপ বলা হয় মাত্র। এইরূপে সমস্ত জন্য পদার্থের উৎপত্তির পূর্ব্বে উহারা সবীজ প্রাণরূপে সত্তাবান্ ছিল বলিতে পারা যায়; নির্ব্বীজ ব্রহ্মরূপে ছিল বলা যায় না। এই যে বলা হয়—জগৎটা সবীজ প্রাণ ব্রহ্মরূপে ছিল ইহার অর্থ কি? "সত্তামাত্রাত্মকং বিশ্বং" প্রাণব্রহ্ম সত্তাকে আশ্রয় করিয়া এই বিশ্বটা উঠে। যেমন পটকে অবলম্বন করিয়া ছবি ভাসে সেইরূপ। ছবিগুলি মায়িক কল্পনা মাত্র। এই জগৎও সেইরূপ মায়ার কল্পনা মাত্র। অধিষ্ঠানচৈতন্যে এই মায়া বা আত্মশক্তি থাকে—ইনিই সগুণ ব্রহ্ম বা সবীজ প্রাণ। এখন বলুন এই জগৎটা তবে কি?

শ্রুতি। অসৎ হইতে এই জগতের উৎপত্তি হয় নাই। সৎ হইতেই হইয়াছে পূর্ব্বে বলিলাম। সৎ ব্রহ্মের আত্মশক্তিই মায়া। মায়া দ্বারাই এই জগৎ ব্রহ্মে কল্পিত অর্থাৎ মায়াই আপনার আবরণ শক্তি দ্বারা ব্রহ্মকেই জগৎরূপে দেখাইয়া থাকেন। রজ্জুসর্পাদীনাং অবিদ্যাকৃত মায়াবীজোৎপন্নানাং রজ্জ্বাদ্যাত্মনা সত্বম্। রজ্জুকেই যে সর্পরূপে দেখা যায় ইহা মায়াই রজ্জুসত্তা অবলম্বন করিয়া উহাকেই সর্পরূপে দেখায়। তবেই বুঝ এই বিচিত্র পরিদৃশ্যমান জগৎটা কি?

মুমুক্ষ। জগৎটা তবে কি নাই? সর্প টা ত নাই।

শ্রুতি। না নাই। ব্রহ্মই নামরূপাত্মক জগৎরূপে ভাসেন মাত্র। ব্রহ্মের আত্মশক্তি যে মায়া সেই মায়াই ব্রহ্মের উপরে উহা ভাসাইতে পারেন। যেমন তরঙ্গ যাহা, তাহা সমুদ্রই বটে কেবল উহা স্থির জল না হইয়া যেমন চঞ্চল জল সেইরূপ ব্রহ্মই এই জগৎ অথচ ব্রহ্ম যিনি তিনি চলনরহিত আর জগৎ যাহা তাহা গতিশীল, তাহা সদা চঞ্চল। জগৎটা কি বুঝিতে হইলে এই দুইটি দৃষ্টান্ত সর্ব্বদা মনে রাখিও। (১) জলই তরঙ্গরূপে দেখা যায় (২) রজ্জুই সর্পরূপে ভাসে। তরঙ্গ যেমন জল ভিন্ন অন্য কিছুই নহে অথবা সর্প যেমন রজ্জু ভিন্ন অন্য কিছুই নহে—সেইরূপ জগৎটাও ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। তরঙ্গটা যাহা তাহা জল হইলেও ঐ যে চঞ্চল ভাবে তরঙ্গকে দেখা যায়; সর্পটা রজ্জু হইলেও ঐ যে সর্পভাবে রজ্জুটাকে দেখা হইয়া যায় উহা মায়ারই কার্য্য।

মায়ার একটি শক্তির নাম আবরণ শক্তি। এই আবরণশক্তি দ্বারা ভিতরে যিনি দ্রষ্টা তিনিই দৃশ্যরূপে প্রতীয়মান হয়েন। এই আবরণশক্তি দ্বারাই অধিষ্ঠানচৈতন্যস্বরূপ একীভূত ব্রহ্মই বিচিত্র সৃষ্টিরূপে প্রতীয়মান হয়েন। আবরণ শক্তি দ্রষ্টা ও দৃশ্যের ভেদটিকে অথবা এক ও বহুর ভেদকে আবরণ করিয়া ফেলে। যিনি মিথ্যা নামরূপ বিশিষ্ট মায়া বিলাসকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ দেখিতে পারেন, যিনি সর্ব্বদা একরূপ দ্রষ্টাকে দৃশ্য মনোভাব হইতে অথবা দৃষ্টবস্তু হইতে পৃথক্ দেখিতে পারেন তিনি বহু আর দেখেন না, একই দেখেন। তরঙ্গ দেখিতে দেখিতে যিনি তরঙ্গের অভাব ভাবনা করিতে পারেন, যিনি সাধনা দ্বারা অধিষ্ঠানচৈতন্যরূপ স্থির জল সর্ব্বদা দেখিতে অভ্যাস করেন তিনিই তরঙ্গ দেখিয়াও দেখেন না। আমরা রাগকেও জানি, রাগের অভাবকেও জানি। রাগ হইবার সময় রাগের অভাবকে যদি চিন্তা করিতে অভ্যাস করি, তবে রাগ থাকে না। সেইরূপ কর্ম্ম-কালে কর্ম্মের অভাবকে যিনি চিন্তা করিতে অভ্যাস করেন, তিনি কর্ম্ম

করিয়াও করেন না। প্রধান কথা হইতেছে তত্ত্বাভ্যাস। অধিষ্ঠান-চৈতন্যই তত্ত্ব। চৈতন্যকে বুঝিয়া যিনি সর্ব্বদা চৈতন্য লইয়া থাকিতে অভ্যাস করেন, তিনি চৈতন্যের উপরে এই মিথ্যা নামরূপ বিশিষ্ট জগৎ দেখিয়াও দেখেন না অথবা তিনি এই জগৎকে চৈতন্যরূপেই দেখেন। ইহাই সাধনা। এই সাধনাতে সঙ্কল্পক্ষয় ও মনোনাশ এবং তত্ত্বাভ্যাস সমাকালেই করা চাই। অন্য যত প্রকার সাধনা তাহা এই সমকালে তত্ত্বাভ্যাস, মনোনাশ ও বাসনাক্ষয়ের সাধনা হইতেই উদ্ভূত অথবা ঐ সাধনারই অঙ্গীভূত। সমকালে করা চাই। এই সমকালে কথাটিই অতি প্রয়োজনীয়। সমকালে কথাটীই বিশেষরূপে লক্ষ্য করিতে হয়।

মুমুক্ষ। মা! সৃষ্টিতত্ত্ব একরূপ ধারণা করিলাম। কিন্তু সকলেই কি সৃষ্টি সম্বন্ধে এই এক কথাই বলেন ?

শ্রুতি। না সৃষ্টিসম্বন্ধে লোকে নানাপ্রকার চিন্তা করিয়া থাকে। শুনিতে চাও ত শ্রবণ কর।

(১) সৃষ্টিচিন্তাপরায়ণগণ বলেন সৃষ্টিটা ঈশ্বরের বিভূতি বা ঐশ্বর্য্যবিকাশ কিন্তু পরমার্থদর্শিগণ বলেন সৃষ্টিটা স্বপ্ন ও মায়া সদৃশ মিথ্যা।

বিভূতির্ব্বিস্তার ঈশ্বরস্য সৃষ্টিরিতি সৃষ্টিচিন্তকা মন্যন্তে। নতু পরমার্থচিন্তকানাং সৃষ্টাবাদর ইত্যর্থঃ। "**ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে**" ইতি শ্রুতেঃ ন হি মায়াবিনং সূত্রমাকাশে নিঃক্ষিপ্য তেন সায়ুধমারুহ্য চক্ষুর্গোচরতামতীত্য যুদ্ধেন খণ্ডশশ্ছিন্নং পতিতং পুনরুত্থিতঞ্চ পশ্যতাং তৎকৃতমায়াদি সতত্ত্বচিন্তায়া মাদরো ভবতি তথৈবায়ং মায়াবিনঃ সূত্রপ্রসারণসমঃ-সুষুপ্ত স্বপ্নাদিবিকাসঃ। তদারূঢ় মায়াবি সমশ্চ তৎস্থঃ প্রাজ্ঞ তৈজসাদিঃ। সূত্র-তদারূঢ়াভ্যামন্যঃ পরমার্থ মায়াবী। স এব ভূমিষ্ঠো মায়াচ্ছন্নোঽদৃশ্যমান এব স্থিতো যথা তথা তুরীয়াখ্যং পরমার্থ তত্ত্বম্। অতস্তচ্চিন্তায়ামেবাদরো মুমুক্ষূণামার্য্যাণাং ন নিষ্প্রয়োজনায়াং সৃষ্টাবাদর ইতি। অতঃ সৃষ্টিচিন্তকানামেবৈতে বিকল্পা ইত্যাহ-স্বপ্ন মায়া সরূপেতি-স্বপ্নসরূপা-মায়াসরূপা চেতি।

বেদমতাবলম্বিগণ হইতে পৃথক্ মতাবলম্বী এই সৃষ্টিচিন্তকগণ। ইহারা বলেন সৃষ্টিটা ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য-বিস্তাররূপ বিভূতি। কিন্তু পরমার্থ চিন্তক যাঁহারা সেই সমস্ত তত্ত্ববেত্তাগণ সৃষ্টিবিষয়ে কোন আদর দেখান না; কারণ শ্রুতি বলেন"**ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে**" ইন্দ্র অর্থাৎ পরমাত্মা মায়া দ্বারা বহুরূপে প্রতীত হয়েন। সাধারণ লোকেরও ইন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজাল এবং মায়ার কার্য্য সমূহে আদর থাকে না। দেখাগিয়াছে কোন বাজিকর মায়াবী সকল লোকের সমক্ষে আকাশে প্রথমে সূত্র নিঃক্ষেপ করে। পরে সেই সূত্র অবলম্বনে অস্ত্র লইয়া আকাশে আরোহণ করে। তাহার পরে আকাশমার্গে এত ঊর্দ্ধে উঠে যে তাহাকে আর দেখা যায় না। কতকক্ষণ পরে দেখা যায় অঙ্গপ্রতঙ্গগুলি যুদ্ধে খণ্ড খণ্ড ভাবে ছিন্ন হইয়া অধঃপতিত হয় আবার সেই লোকটা উত্থিত হয়। তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পূর্ব্বে যেমন ছিল সেইরূপই আবার দেখা যায়। যাহারা এই মায়াবাজী দেখেন তাঁহাদের কি মায়াবী রচিত মায়া ও মায়ার কার্য্যের এই সমস্ত অদ্ভুত ব্যাপারে আদর থাকে? সেইরূপ মায়াবী ঈশ্বরের সূত্র প্রসরণ ব্যাপার হইতেছে সুষুপ্তি ও স্বপ্নাদি বিলাস। আর সেই সূত্রোপরি আরূঢ় মায়াবীর সমান ঐ সুষুপ্তিও স্বপ্নাদিতে স্থিত প্রাজ্ঞ তৈজসাদি জীব। আর যেমন সূত্র ও সূত্রারূঢ় পুরুষ হইতে ভিন্ন অন্য পরমার্থরূপ মায়াবী আর একজন পৃথিবীতে স্থিত ও মায়াচ্ছাদিত হইয়া অদৃশ্য থাকেন, সেইরূপ তুরীয় নামধারী পরমার্থ তত্ত্ব। যিনি মুমুক্ষু তাঁহার পরমার্থ তত্ত্ব চিন্তাতেই আদর থাকে; গর্দ্দভের লোম কতগুলি ইহা চিন্তা করা যেমন নিষ্প্রয়োজন সেইরূপ সৃষ্টিচিন্তাও পরমার্থচিন্তকগণের নিষ্প্রয়োজন। অতএব ইহা বলা যায়—সৃষ্টিচিন্তকগণের এই সমস্ত বিকল্প; তত্ত্বজ্ঞের নহে; সেইজন্য বলা হইতেছে স্বপ্ন মায়াস্বরূপা অর্থাৎ এই সৃষ্টি স্বপ্নের সমান ও মায়ার সমান।

(২) আবার কোন এক ঈশ্বরবাদী সৃষ্টিচিন্তক এই নিশ্চয় করেন যে, প্রভু ঈশ্বরের ইচ্ছামাত্র এই সৃষ্টি হইয়াছে, কারণ ঈশ্বর

সত্য সঙ্কল্প। যেমন ঘটাদির সৃষ্টি কুম্ভকারের ইচ্ছাতেই হয়, ইহাও সেইরূপ।

(৩) আবার কালচিন্তাকারী জ্যোতিষশাস্ত্রবেত্তাগণ বলেন, কাল হইতে জগতের উৎপত্তি। ইঁহারা বলেন যখন উৎপত্তির কাল আইসে তখন জগতের উৎপত্তি হয় আর যখন প্রলয়ের কাল উপস্থিত হয় তখন ইহার নাশ হয়।

(৪) অপর কতকগুলি লোক বলেন যে, ভোগের জন্য এই সৃষ্টি।

(৫) অপর কেহ কেহ বলেন এই সৃষ্টি ক্রীড়ার জন্য।

(৬) অপর স্বভাববাদী এই সিদ্ধান্ত করেন যে, এই সৃষ্টি সেই দেবতার স্বভাব। তাঁহার ইচ্ছাতে সৃষ্টি ইহা বলা যায় না। কারণ যিনি পূর্ণকাম তাঁহার ইচ্ছা আবার কি?

ইঁহাদের মতে এই সৃষ্টি স্বয়ংপ্রকাশ পরমেশ্বরের স্বভাব। পরমেশ্বর পূর্ণকাম দেবতা। তাহার ঐ পূর্ণকাম অবস্থাতে ইচ্ছা হইতেই পারে না। তবে ঐ অবস্থা হইতে সৃষ্টি কিরূপে হইবে? হইতেই পারে না।

এখন দেখ কার্য্যকারণাত্মক স্থূলসূক্ষ্ম নামরূপ সৃষ্টি যখন হয় তখন ঐ সমস্ত সৃষ্টি ঐ পরিপূর্ণ দেবতাকে আশ্রয় করিয়াই হয়। সৃষ্টি উঁহাতেই হয়, সৃষ্টি উঁহা হইতে অন্য কিছুই নহে। সৃষ্টি যখন এইরূপ তখন ইচ্ছা কাহার হইবে? কাহারও ইচ্ছাতে সৃষ্টি হয় না।

আরও দেখ ইচ্ছা যে হইবে তাহা কিরূপে হইবে? যাহা আমার নাই সেই অপ্রাপ্ত বস্তু বিষয়েই ইচ্ছা হয়। আরও যে জন্য ইচ্ছা হইবে তাহা আমা হইতে ভিন্নও হওয়া চাই। কিন্তু পরমাত্মা হইতে অন্য আর তাঁহার অপ্রাপ্ত কোন কিছু আছে কি?

মুমুক্ষু। মা! এই যে বলা হইল "দেবস্যৈষ স্বভাবোঽয়মাপ্তকামস্য কা স্পৃহা" এই দেবতার স্বভাবই সৃষ্টি—আপ্তকামের আবার ইচ্ছা কি—এই যে স্বভাব বলিতেছেন এই স্বভাবটা কি?

শ্রুতি। পরমেশ্বরের স্বভাবটিই মায়া। আর মায়াই সৃষ্টি। দেখ রজ্জুতে যে সর্প ভাসে তাহা ভাসে কিরূপে? অধিষ্ঠান-ভূত

রজ্জুর স্বভাব হইতেছে, উহা-স্থিত অজ্ঞান। সেইরূপ পরমাত্মায় আত্মমায়া শক্তিই উঁহার স্বভাব। ঐ স্বভাব বশেই আকশাদি ভাসে। শ্রুতিপ্রমাণেও পাওয়া যায় "**এতস্মাৎ আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ**" আত্মা হইতে আকাশ উদ্ভূত হয়। রজ্জুতে অবিদ্যারূপ স্বভাব না থাকিলে সর্পাদি আকারের ভাসা কিছুতেই যেমন সম্ভব হয় না, সেইরূপ পরমাত্মার মায়ারূপ স্বভাব বিনা আকাশাদিরূপে ভাসা অন্য কোন কারণেই হইতে পারে না।

নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃ প্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞম্। অদৃষ্টং—অব্যবহার্য্যং—অগ্রাহ্যং—অলক্ষণং—অচিন্ত্যং অব্যপদেশ্যং—একাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে। স আত্মা। স বিজ্ঞেয়ঃ ॥৭॥

অন্তঃপ্রজ্ঞং ন ইতি তৈজস প্রতিষেধঃ। বহিপ্রজ্ঞং ন ইতি বিশ্বপ্রতিষেধঃ। উভয়তঃ প্রজ্ঞং ন ইতি জাগ্রৎস্বপ্নয়োরন্তরালাবস্থা প্রতিষেধঃ। প্রজ্ঞানঘনং ন ইতি সুষুপ্তাবস্থা প্রতিষেধঃ। বীজভাবাবিবেকস্বরূপত্বাৎ। প্রজ্ঞং ন ইতি যুগপৎ সর্ব্ববিষয়জ্ঞাতৃত্ব প্রতিষেধঃ। ন সর্ব্বজ্ঞ ইতি ভাবঃ। অপ্রজ্ঞং ন ইতি অচৈতন্য প্রতিষেধঃ। অজ্ঞানরূপো ন ইতি ভাবঃ। অদৃষ্টম্ অদৃশ্যম্। ন জ্ঞেয় ইতি ভাবঃ। অব্যবহার্য্যম্ যস্মাদদৃশ্যং তস্মাদব্যবহার্য্যম্। ব্যবহারাযোগ্য ইতি ভাবঃ। অগ্রাহ্যম্ কর্ম্মন্দ্রিয়ৈঃ গ্রহীতুমশক্যং। ন কর্ম্মেন্দ্রিয়গ্রাহ্য ইতি ভাবঃ। অলক্ষণম্ অলিঙ্গমিত্যেতৎ অননুমেয়মিত্যর্থঃ। অচিন্ত্যং মনসোঽপি অগম্যং। অতএব অব্যপদেশ্যং শব্দৈঃ। ন শব্দবাচ্য ইতি ভাবঃ। একাত্মপ্রত্যয়সারং জাগ্রদাদি স্থানেষু এক এবায়মাত্মা ইত্যব্যভিচারী যঃ প্রত্যয়ঃ তেনানুসরণীয়ম্ অথবা এক আত্মপ্রত্যয়ঃ সারং প্রমাণং যস্য তুরীয়স্যাধিগমে তৎ তুরীয়মেকাত্মপ্রত্যয়সারম্। "**আত্মেত্যেবোপাসীত**' ইতি শ্রুতেঃ।

অন্তঃপ্রজ্ঞত্বাদিস্থানি ধর্ম্ম প্রতিষেধঃ কৃতঃ। প্রপঞ্চোপশমিতি শূজাগ্রদাদিস্থান সম্বন্ধন্যং। অতএব শান্তং অবিক্রিয়ং। জগদ্রহিতো-

হতঃ শান্ত ইতি ভাবঃ। শিবং মঙ্গলময়ং। অদ্বৈতং ভেদবিকল্প-রহিতং চতুর্থং তুরীয়ং মন্যন্তে প্রতীয়মান পাদত্রয়রূপ বৈলক্ষণ্যাৎ। স আত্মা স বিজ্ঞেয় ইতি প্রতীয়মান সর্পদণ্ডভূচ্ছিদ্রাদি ব্যতিরিক্তা যথা রজ্জুঃ তথা "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি বাক্যার্থঃ। আত্মা "**অদৃষ্টোদ্রষ্টা**" "**ন হি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতে**" ইত্যাদিভিরুক্তো যঃ স বিজ্ঞেয় ইতি ভূতপূর্ব্বগত্যা। জ্ঞাতে দ্বৈতাভাবঃ ॥৭॥

আত্মা স্বরূপাবস্থায় অন্তঃপ্রজ্ঞ হইতে ভিন্ন অর্থাৎ ইনি স্বপ্নাভিমানী হয়েন না। ইনি বহিপ্রজ্ঞঃ হইতে ভিন্ন অর্থাৎ জাগ্রৎ অভিমান করেন না। ইনি স্বপ্ন ও জাগ্রতের সন্ধি অবস্থা হইতেও ভিন্ন অর্থাৎ স্বপ্ন ও জাগ্রৎ এই উভয়ের অধিষ্ঠাতা এরূপও নহেন। ইনি প্রজ্ঞান-ঘন নহেন অর্থাৎ সুষুপ্তিস্থান নহেন অর্থাৎ সুষুপ্তির অধিষ্ঠাতা হইতেও ভিন্ন। ইনি প্রজ্ঞও নহেন অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ হইতেও ভিন্ন। ইনি অপ্রজ্ঞও নহেন অর্থাৎ অজ্ঞানরূপও নহেন। ইনি অদৃষ্ট অর্থাৎ কোন ইন্দ্রিয়ের সাধ্য নাই তাঁহার দর্শন পায়। ইনি অব্যবহার্য্য অর্থাৎ ইনি অমুক এই প্রকার ব্যবহারের অযোগ্য। ইনি অগ্রাহ্য অর্থাৎ কোন কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা ইঁহাকে গ্রহণ করা যায় না। ইনি অলক্ষণ অর্থাৎ ইঁহাকে কোন অনুমানের দ্বারা লক্ষ্য করা যায় না। ইনি অচিন্ত্য অর্থাৎ মন এই সীমাশূন্যকে চিন্তা করিতে পারে না। ইনি অব্যপদেশ্য অর্থাৎ ইনি শব্দবাচ্য নহেন অর্থাৎ কোন শব্দ দ্বারা ইঁহাকে নির্দ্দেশ করা যায় না। ইনি একাত্মপ্রত্যয়সার অর্থাৎ জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই তিন অবস্থাতে ইনি একই আত্মা, ইনি একই চৈতন্যস্বরূপ এই নিশ্চয় প্রত্যয় লভ্য। ইনি প্রপঞ্চোপশম অর্থাৎ জাগ্রৎ—প্রপঞ্চ উপাধি-রহিত অর্থাৎ ইনি জাগ্রদাদি প্রপঞ্চের নিবৃত্তিস্থান। ইনি শান্ত অর্থাৎ রাগদ্বেষাদি মায়াতরঙ্গশূন্য অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার চলনরহিত ইনি। ইনি শিব অর্থাৎ মঙ্গলস্বরূপ। ইনি অদ্বৈত অর্থাৎ স্বগত, স্বজাতীয়, বিজাতীয় সর্ব্বপ্রকার ভেদশূন্য আপনি আপনি। ইনি চতুর্থ অর্থাৎ পাদত্রয় হইতে ভিন্ন তুরীয় ব্রহ্ম। ইনি আত্মা। ইনিই একমাত্র জ্ঞাতব্য।

শ্রুতি। ওঁকারের তিন পাদ ব্যাখ্যা করা হইল। এখন চতুর্থ পাদের কথা শ্রবণ কর।

মুমুক্ষু। বলুন।

শ্রুতি। **"নান্তঃপ্রজ্ঞং" "ন বহিঃপ্রজ্ঞং" "নোভয়তঃ প্রজ্ঞং" "ন প্রজ্ঞানঘনং" "ন প্রজ্ঞং" "নাপ্রজ্ঞম্"।**

"নান্তঃ প্রজ্ঞং। ভিতরের বাসনাময় সূক্ষ্ম জগৎ হইতেছে অন্তর রাজ্য। ভিতরের রাজ্য যিনি জানেন তিনি অন্তঃপ্রজ্ঞ-তৈজসপুরুষ। তুরীয় ব্রহ্ম যিনি তিনি তৈজস পুরুষ নহেন।

"ন বহিঃপ্রজ্ঞং" বাহিরের স্থূল এই পরিদৃশ্যমান জগৎ যিনি জানেন তিনি বহিঃপ্রজ্ঞ বিশ্বপুরুষ। তুরীয় ব্রহ্ম যিনি তিনি বিশ্বপুরুষও নহেন।

"নোভয়তঃ প্রজ্ঞং" এই পরিদৃশ্যমান্ স্থূল জগৎ এবং বাসনাময় সূক্ষ্ম জগৎ যিনি জানেন তিনি উভয়তঃ প্রজ্ঞ। তুরীয় ব্রহ্ম যিনি তিনি ইহাও নহেন। ইহাতে জাগ্রৎ ও স্বপ্নের সন্ধিরূপ যে মধ্য অবস্থা তুরীয় সম্বন্ধে তাহারও নিষেধ করা হইল।

"ন প্রজ্ঞানঘনং" ঘনপ্রজ্ঞা বলে তাহাকে যেখানে নানাপ্রকারের ভেদ থাকে না। যেমন রাত্রির অন্ধকারে ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর ভেদ লক্ষ্য করা যায় না, সেইরূপ যে জ্ঞানে কোন কিছু ভেদ থাকে না, একটি মাত্র বস্তুর জ্ঞান থাকে—তাহাকেই বলে ঘনপ্রজ্ঞা। ভিতরের বাহিরের ভেদরহিত ঘনপ্রজ্ঞা যাঁর আছে তিনি প্রজ্ঞানঘন। তুরীয় ব্রহ্ম যিনি, তিনি প্রজ্ঞানঘনও নহেন। ইহাতে তুরীয় ব্রহ্ম যে সুপ্তপুরুষ নহেন তাহাই বলা হইল।

"ন প্রজ্ঞং" প্রজ্ঞ বলে সর্ব্বজ্ঞকে। তুরীয় ব্রহ্মকে সর্ব্বজ্ঞও বলা যায় না। সর্ব্বের জ্ঞান যাঁহার আছে তিনিই সর্ব্বজ্ঞ। তুরীয় ব্রহ্মে সর্ব্ব বলিয়া কিছুই নাই। কাজেই এককালে সর্ব্ববিষয়ের জ্ঞান তাঁহাতে থাকিবে কিরূপে?

"নাপ্রজ্ঞং" অপ্রজ্ঞ বলে অচেতনকে। তুরীয় ব্রহ্ম কিন্তু অচেতনও নহেন, অজ্ঞানও নহেন।

মুমুক্ষু। আমরা আত্মাকে বহিঃপ্রজ্ঞ, অন্তঃপ্রজ্ঞ, ঘনপ্রজ্ঞঃ এই ভাবেইত জানি। কিন্তু তুরীয়ত এই সব নহেন বলিতেছেন। অথচ তুরীয়টিই স্বরূপ। তুরীয়ই সত্য। তবে কি জাগ্রৎস্থান, স্বপ্নস্থান সুষুপ্তিস্থান এগুলি মিথ্যা?

শ্রুতি। এক আত্মাই মায়া অবলম্বনে বিবিধ অবস্থা লাভ করেন। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এগুলি মায়ার কল্পনা বলিয়া মিথ্যা। অন্তঃপ্রজ্ঞাদির স্বরূপটি হইতেছে জ্ঞান। এই স্বরূপ জ্ঞান সকল অবস্থাতেই এক। কিন্তু রজ্জুকে যখন সর্প, জলধারা, দণ্ড ইত্যাদিরূপে দেখা যায় তখন অধিষ্ঠান-রজ্জুতে সর্পাদির অধ্যাস হয় মাত্র। অধ্যাসটা কল্পনা, এজন্য মিথ্যা। সর্প, দণ্ড, জলধারা এগুলি কল্পিত এবং পরস্পর ব্যভিচারী অর্থাৎ যে সময়ে রজ্জুকে সর্পরূপে প্রতীতি হয় তখন ইহাকে দণ্ড ও জলধারা দেখা যায় না। আবার দণ্ডরূপে দেখা গেলে সর্প ও জলধারা রূপে দেখা যায় না, আবার জলধারারূপে দেখা গেলে সর্প ও দণ্ডরূপে দেখা হয় না। এজন্য অধিষ্ঠান—রজ্জু হইতে বাস্তবিক অপৃথক্ যে কল্পিত সর্প, দণ্ড ও জলধারা তাহা পূর্ব্বোক্ত রীতিতে পরস্পর ব্যভিচারী এবং কল্পিত বলিয়া অসৎ।

সেইরূপ বিশ্ব তৈজসাদি চৈতন্য, আপনার অধিষ্ঠান যে তুরীয় তাঁহা হইতে পৃথক্ সত্ত্বাবান্ নহেন, পরন্তু পরস্পর ব্যভিচারী এবং কল্পিত বলিয়া অসৎ। রজ্জু আদির ন্যায় অব্যভিচারী সেই জ্ঞানস্বরূপী যে অধিষ্ঠান-চৈতন্য—তাঁহার সম্বন্ধে কোন কিছুই বলা যায় না। তিনিই মাত্র—সত্য। আর সমস্তই কল্পিত বলিয়া মিথ্যা—অসৎ।

মুমুক্ষু। যদি বলা যায় স্বরূপটিই সুষুপ্তি ইত্যাদি অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ব্যভিচার প্রাপ্ত হয়েন?

শ্রুতি। তাহা বলা যায় না। কেননা তুরীয়কে অনুভব করা যায় না। কিন্তু সুষুপ্তিবান্ পুরুষ যিনি, তিনি অনুভবের বিষয় হয়েন।

আর **"ন হি বিজ্ঞাতু র্বিজ্ঞাতের্বিপরিলোপো বিদ্যতে"**। শ্রুতি বলিতেছেন বিজ্ঞাতা যিনি তাঁর বিজ্ঞপ্তির লোপ কখন হয় না। সুপ্ত পুরুষের যে অনুভব থাকে তাহার প্রথম অবস্থা হইতেছে "আর কিছুই নাই"। যদি এই অনুভব না থাকিত তবে পুরুষ জাগ্রত হইয়া নিজের অবস্থা স্মরণে কিরূপে বলিবেন—বেশ ছিলাম, আর কিছুই ছিলনা! এই যে বেশ ছিলাম আর কিছুই ছিল না—ইহা ত স্মৃতি মাত্র। কিন্তু যাহা অনুভব হয় না তাহা স্মৃতিতে আসিবে কিরূপে? স্মরণ যাহা হয় তাহার মূলে পূর্ব্বের একটা অনুভব থাকিবেই। তবেই হইল সুপ্ত পুরুষের "আর কিছুই নাই" এই অভাবসূচক অনুভব থাকে। আর কিছুই নাই যখন এই অনুভব হয়, তখন এই অভাব অনুভবের সঙ্গে সঙ্গে আর একটি বিষয়ের ও অনুভব হয়। সেটি হইতেছে "আমিই আছি"। আবার "আমিই আছি" ইহার পরের অবস্থাটি হইতেছে "আমিই সেই"। এ অবস্থাটিকে স্থিতি বলে। ইহাই তুরীয় ভাব।

"আর কিছুই নাই" ইহার অনুভব যে সুপ্ত পুরুষ করেন, তিনি "আর কিছুই নাই" এই অনুভব করিয়া শূন্য হইয়া যান না। পরন্তু তিনিই "ভরিত চৈতন্য।" "আমিই আছি" এইটি হইতেছে ভরিত চৈতন্যের আত্মানুভূতি। ইহার পরের অবস্থা হইতেছে পরোক্ষ জ্ঞানস্বরূপের অপরোক্ষানুভূতি। ইনিই তুরীয়, ইনিই স্থিতি, ইনিই জ্ঞানস্বরূপ, ইনিই আত্মা।

যিনি আত্মানুভব করেন তিনিই শ্রুতির বিজ্ঞাতা। এই বিজ্ঞাতার যে বিজ্ঞপ্তি সেইটিই তুরীয় ব্রহ্ম। ইহার লোপ কিরূপে হইবে? কাজেই এই তুরীয় ব্রহ্ম শূন্য নহেন।

তাই শ্রুতি বলিতেছেন—এই তুরীয় ব্রহ্ম **"অদৃষ্টম্" "অব্যবহার্য্যং" "অগ্রাহ্য" "অলক্ষণং" "অচিন্ত্য" 'অব্যপদেশ্য" "একাত্মপ্রত্যয়সারং' 'প্রপঞ্চোপশমং' "শান্তং" "শিবং" "অদ্বৈতং" "চতুর্থং মন্যন্তে। স আত্মা। স বিজ্ঞেয়ঃ।**

এই তুরীয় ব্রহ্ম চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়জ্ঞানের বিষয় নহেন বলিয়া

অদৃষ্ট। যেহেতু তিনি জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহের বিষয় নহেন বলিয়া অদৃষ্ট সেই হেতু তিনি সমস্ত ব্যবহারের অযোগ্য অর্থাৎ তাঁহাকে কোন ব্যবহার বিষয়ে আনা যায় না। যেহেতু তিনি অব্যবহার্য্য সেই হেতু তিনি কর্ম্মেন্দ্রিয় সমূহ দ্বারা গ্রহণের অযোগ্য। তিনি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অবিষয় বলিয়া কর্ম্মের ফলস্বরূপও নহেন সেই জন্য অগ্রাহ্য। সেই জন্যই তিনি অলক্ষণ অর্থাৎ লিঙ্গরহিত বলিয়া অনুমানাদি প্রমাণের অবিষয়। সেই জন্য আবার তিনি অচিন্ত্য অর্থাৎ অন্তঃকরণের যে সকল বৃত্তি সেই বৃত্তি সমূহেরও অবিষয়। চিত্তবৃত্তির নিরোধ মাত্রেই তাহাতে স্থিতিলাভ হয়।। যে হেতু অচিন্ত্য সেই হেতু অব্যপদেশ্য অর্থাৎ শব্দপ্রমাণের অবিষয় বলিয়া উপদেশ করারও অযোগ্য। শ্রুতি তাই বলেন **"ন বিদ্মো ন বিজনীমো যথৈতদনুশিষ্যাৎ"**।

নিষেধমুখে এই পর্য্যন্ত বলিয়া শ্রুতি এখন বিধিমুখে তাঁহার কথা বলিতেছেন। বলিতেছেন—এই তুরীয় ব্রহ্ম একাত্মপ্রত্যয়সার অর্থাৎ জাগ্রদাদি অবস্থারূপ স্থান বিষয়ে এই আত্মা একরূপ এইরূপ অব্যভিচারী যে প্রত্যয়-জ্ঞান সেই জ্ঞানের অনুভবেরই তিনি যোগ্য। অথবা একাত্মপ্রত্যয়সার বাক্যে ইহাও বলা যায় যে, এই তুরীয়কে প্রাপ্তি বা তুরীয়ে স্থিতিলাভ করিতে হইলে একমাত্র আত্মজ্ঞানটি সার অর্থাৎ আত্মজ্ঞান মাত্রই মুখ্যপ্রমাণ।

তুরীয়প্রাপ্তি সম্বন্ধে শ্রুতি বলেন **"আত্মেত্যেবোপাসীত"** আত্মা আছেন এই প্রকার উপাসনাই করিবে। আরও বলেন **"অস্তীত্যে-বোপলব্ধব্য"** আত্মা আছেন এই অস্তিভাবের দ্বারাই তাঁহাকে লাভ করা যায়।

জাগ্রদাদি অবস্থারূপ স্থান বিষয়ে আত্মা এক ইহা যেমন বলা হইল, সেইরূপ অন্তঃপ্রজ্ঞত্বাদি ভাবপ্রাপক জাগ্রদাদি স্থান বিষয়ে অভিমানীর যে ধর্ম্ম, সে সমস্ত ধর্ম্মেরও নিষেধ এই তুরীয় সম্বন্ধে করা হইল।

এই তুরীয় আবার প্রপঞ্চোপশম অর্থাৎ আত্মাই আছেন এই

অস্তিভাব দ্বারাই তাঁহাকে লাভ করিতে পারিবেন তিনি যিনি নিশ্চয় করিয়াছেন যে তিনি প্রপঞ্চ হইতে রহিত। সমূল দ্বৈত প্রপঞ্চ যে এই জগৎ তাহার অত্যন্তাভাব হওয়াই প্রপঞ্চের উপশম হওয়া। জগৎ একবারে নাই; সৃষ্টি, স্থিতি, ভঙ্গ একবারেই নাই এই বিষয়ে যিনি নিঃসন্দেহ; জগৎ নাই, একবারেই নাই এই শাস্ত্রবাক্যে যাঁহার কোন সংশয় নাই, তিনিই "জগৎ নাই ব্রহ্মই আছেন" সর্ব্বদা সমকালে এই জ্ঞানের দৃঢ় অভ্যাসে তুরীয়কে লাভ করিতে পারেন, অন্য কেহই আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে না। প্রপঞ্চের উপশম হইলে এই আত্মাকে পাওয়া যায় বলিয়া শ্রুতি বলিলেন—ইনি প্রপঞ্চোপশম।

মুমুক্ষু। মা! যে স্বরূপ বিশ্রান্তিকে লাভ করা, যে আত্মজ্ঞানকে লাভ করা অত্যন্ত কঠিন বোধ হইতেছিল, আবার বলি যে সর্ব্বদুঃখ-নিবৃত্তিরূপ পরমানন্দপ্রাপ্তি অথবা নিরতিশয় আনন্দকে লাভ করা অথবা অনায়াসপদে স্থিতিলাভ করা নিতান্ত ক্লেশসাধ্য মনে হইতেছিল তাহা আপনার প্রসাদে অত্যন্ত সহজ বলিয়া বোধ হইতেছে। মনে হইতেছে শাস্ত্রের কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। শাস্ত্র যে বলিতেছেন—একটি পুষ্পের পাপড়ীকে মর্দ্দন করিতেও আয়াস আছে, কিন্তু এই নিরায়াসপদে স্থিতিলাভ করিতে কোন প্রকার আয়াস নাই ইহা সম্পূর্ণ সত্য।

শ্রুতি। বৎস! তোমার বিশ্বাসে আমি বড়ই প্রসন্ন হইতেছি। সত্যই যিনি মাত্র সৎ বস্তু তিনিই আছেন। অন্য সমস্তই অসৎ। অসতের নাশ ত সর্ব্বদাই হইয়া আছে। আর সৎ আত্মা সর্ব্বদাই আপন স্বরূপে পরম শান্ত অবস্থায় পরমানন্দে আপনি আপনি ভাবেই আছেন। অজ্ঞানের আবরণ সরান অতি সহজ। কারণ এ আবরণটি সম্পূর্ণ কল্পিত। যিনি ঋষিগণের বাক্য যুক্তি দিয়া বুঝিয়াছেন, যিনি অন্ততঃ বিশ্বাস করিয়াছেন "ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা" এই সম্বন্ধে শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ সত্য—"ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা" এই সিদ্ধান্তে যাঁহার বিন্দুমাত্র সংশয়ও নাই এইরূপ বিশ্বাসী শুধু তাঁহার বিশ্বাসেই মুক্তি-লাভ করিতে পারেন। যদি "ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা" এই গুরু বেদান্ত

সিদ্ধান্ত তাঁহার সর্ব্বদা অভ্যাসের বিষয় হয়; যদি "ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা" ইহার অভ্যাস বিশ্বাসী ভক্তের স্মৃতি হইতে একবারও মুছিয়া না যায়। "ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা" ইহা তিনি লোককে বুঝাইতে না পারিলেও যদি সর্ব্বসংশয়শূন্য হইয়া ইহা বিশ্বাস করিয়া থাকেন এবং সেই বিশ্বাসের ফলে তিনি ধারণা করিতে পারেন এবং সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে পারেন "আমি অকর্ত্তা—আমি অভোক্তা"—যদি সর্ব্বদা স্মরণ অভ্যাস করিতে পারেন জগৎ মিথ্যা; করা, ধরা, খাওয়া, শোওয়া, সুখ দুঃখ, শীত উষ্ণ, লাভালাভ, জয় পরাজয়, জনন মরণ, রোগ শোক এ সমস্ত আমাতে নাই—এক কথায় মিথ্যা জগৎকে মিথ্যা জানিয়া ব্যবহারিক কার্য্যেও ব্রহ্মই সত্য আর কিছুই নাই এইটি অভ্যাস লইয়া নিরন্তর যিনি থাকিতে পারেন—তিনিই জীবন্মুক্ত, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। তাই শ্রীগীতা বলিতেছেন—

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥২।৫৫
দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীত-রাগ-ভয়-ক্রোধঃ স্থিতধীর্ম্মুনিরুচ্যতে ॥২।৫৬
যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভং।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥২।৫৭

মনের সর্ব্বপ্রকার কামনা যিনি ত্যাগ করিয়া যিনি আপনি আপনি ভাবে তুষ্ট; যাঁহার মন দুঃখ আসিলেও অনুদ্বিগ্ন ও সুখ পাইয়াও ভোগেচ্ছাশূন্য; যাঁহার রাগ, ভয়, ক্রোধ নাই, যাঁহার দেহ, মন, পরিবারবর্গ, জগৎ কোন পদার্থেই আর স্নেহ নাই; শুভ আসিলেও প্রশংসা নাই, অশুভ পাইয়াও দ্বেষ নাই—এমন যিনি তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। ইঁহার চিত্তবৃত্তি নিরোধ হওয়ায় আত্মার অতি নিকটবর্ত্তিনী বুদ্ধি সংস্কার অবশিষ্টা মাত্র থাকিয়া আর বহির্ম্মুখ হইতে পায় না। ভর্জ্জিত বীজ যেমন বৃক্ষাদি জন্মাইতে পারে না, সেইরূপ ইনি সংসারে থাকিলেও ইঁহার বুদ্ধি আর বিষয় প্রসব করে না।

দেখিতেছ না দৃঢ় অভ্যাসে জগৎ মিথ্যা এই বোধ যাঁহার হইয়াছে তাঁহার কামনা আর কোথা হইতে উঠিবে? একমাত্র আত্মাই আছেন আর কিছুই নাই সর্ব্বদা যিনি এই ভরিত চৈতন্যে দৃষ্টি রাখিতে অভ্যস্ত তাঁহার ইন্দ্রিয়গুলি কূর্ম্মাঙ্গের ন্যায় সর্ব্বদাই শব্দাদি ভোগের বিষয় হইতে সঙ্কুচিত হইয়াই থাকিবে। ভোগের বস্তু পায়না বলিয়া ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি আহার করে না কিন্তু ভোগ তৃষ্ণা তার থাকে, আর যিনি সেই ভরিত-চৈতন্য স্বরূপ তুরীয় আপনি আপনিতে স্থিতিলাভ করেন তিনি আর কোন্ রসে স্পৃহা রাখেন? তাঁহার সকল ভোগ বাসনা আপনা হইতে নিবৃত্ত হইয়া যায়। জগৎ মিথ্যা এই বোধ যাঁহার হয় তাঁহার ইন্দ্রিয় আপনা হইতে বশীভূত হইয়া যায়। তিনি আপন স্বরূপে যুক্ত থাকেন বলিয়া তাঁহার আর কোন চলন, কোন সঙ্কল্প, কোন ভাব-নাই থাকে না। তাঁহার ইন্দ্রিয় আর কোন প্রকারেই বিষয়াভিমুখী হয় না। এই সংযমী তুরিয়ে জাগিয়া থাকেন আর বিষয়ে ঘুমাইয়া পড়েন। তাই শ্রীগীতা আবার বলিতেছেন

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কাম-কামী ॥ ২।৭০

সমুদ্রে সমস্ত বারি রাশি প্রবেশের ন্যায় সর্ব্ববিধ কামনা সেই স্থিতপ্রজ্ঞে প্রবিষ্ট হয় বলিয়া তিনি অতল গম্ভীর সমুদ্রের ন্যায় শান্ত স্থির ভাবে স্থিতিলাভ করেন। সমস্ত কামনা ত্যাগ হইয়া গিয়াছে বলিয়া আর কোথাও মম বোধ নাই, কোথাও অহং বোধ নাই, কোথাও স্পৃহা নাই—তিনি শান্ত স্বরূপে অবস্থান করেন। এইটি ব্রাহ্মী স্থিতি। যিনি আত্মরতি, আত্মতৃপ্ত, আত্মসন্তুষ্ট এমনও যিনি তাঁর কোন কার্য্যও থাকেনা। আর যিনি ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা ইহার দৃঢ়াভ্যাসে তুরীয়ে পৌঁছিয়াছেন তাঁহার সম্বন্ধে আর কথা কি? স্বস্বরূপে অবস্থান করিয়াও যেমন ব্রহ্ম স্বপ্ন জাগ্রৎ সুষুপ্তি লইয়া খেলা করেন মানুষে দেখে—

সেইরূপ আত্মজ্ঞ যিনি তিনি কর্ম্ম করিয়াও অকর্ম্ম দেখেন, অকর্ম্মেও কর্ম্ম দেখেন। জ্ঞানেই সর্ব্ব কর্ম্মের কিন্তু পরিসমাপ্তি। জ্ঞানলাভ করিয়া জগৎ নাই, দেহ নাই, মায়া নাই এ সম্বন্ধে যাঁর সর্ব্বপ্রকার সংশয় নষ্ট হইয়াছে তিনিই আপ্তবন্ত। তত্ত্ববিৎ যিনি তিনি কিছুই করেন না, তিনি যুক্ত। তিনি শ্রবণ স্পর্শন ঘ্রাণ অশন গমন স্বপ্ন শ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ গ্রহণ উন্মেষ নিমেষ সব করিয়াও কিছু করেন না। ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়ের কার্য্য করিতেছে আমি কিছুই করি না ইহা তিনি স্থির জানেন।

মুমুক্ষু। **শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ** ইহা বলিতে বাকী আছে।

শ্রুতি। শ্রবণ কর। এই তুরীয় ব্রহ্ম রাগ দ্বেষাদি সর্ব্বপ্রকার বিকার রহিত বলিয়া শান্ত। এই জন্যই ইনি শিব অর্থাৎ শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব পরমানন্দ বোধস্বরূপ। ইনি অদ্বৈত অথাৎ সর্ব্বপ্রকার ভেদ, সর্ব্বপ্রকার বিকল্প হইতে রহিত। ইনি চতুর্থ—তিন পাদের অপেক্ষা এখানে নাই অর্থাৎ প্রতীয়মান যে বিশ্বাদি তিন পাদ এই তিন পাদ হইতে ইনি বিলক্ষণ। ইনিই আত্মা, ইনিই জানিবার যোগ্য।

এই এক নির্ব্বিশেষ, চিন্মাত্রতত্ত্ব জাগ্রদাদি স্থানরূপ উপাধি রহিত, পরম শুদ্ধ সকলের প্রত্যগাত্মা ইনিই আছেন। অন্য কিছুই নাই। যাহা আছে বলিয়া মনে হয় তাহা মায়া, ইন্দ্রজাল, স্বপ্ন মাত্র। জগৎ নাই ব্রহ্মই আছেন—এই ব্রহ্মই মুমুক্ষু জিজ্ঞাসু জনের জানিবার যোগ্য বস্তু।

মুমুক্ষু। আরও কিছু এই তুরীয় সম্বন্ধে জানিতে ইচ্ছা হয় যদিও সমস্তই বলিয়াছেন তথাপি নিঃসংশয় হইবার জন্য অভ্যাসের বস্তুটিকে দৃঢ় ভাবে জানিয়া লইতে চাই।

শ্রুতি। বল।

মুমুক্ষু। নান্তঃপ্রজ্ঞ ইত্যাদিতে বলিতেছেন যে তুরীয়কে প্রকাশ করিতে কোন প্রকার শব্দের সামর্থ্য নাই। ইনি শব্দবাচ্য নহেন। লোকে যাহা বুঝিতে পারে এরূপ কোন কিছু দিয়া তাঁহাকে নির্দ্দেশ করা যায় না। যদি তাহাই হয় তবে তিনি কি শূন্য হইয়া পড়েন না?

শ্রুতি। না ইনি শূন্য নহেন। ইনি ভরিত চৈতন্য পূর্ব্বে ইহা একবার বলিয়াছি। আবার অন্য প্রকারে বলিতেছি শ্রবণ কর। ইনি আছেন বলিয়া চিত্তস্পন্দন কল্পনা সমূহ ইঁহারই উপরে ভাসিয়াছে। পরিদৃশ্যমান জগৎ যাহা দেখিতেছ তাহা ত স্থূল ভাবেই দেখিতেছ। যাহা দেখিতেছ তাহা না দেখিয়া যখন চক্ষু মুদ্রিত কর তখন স্থূলটাই সূক্ষ্ম হইয়া মনের মধ্যে আইসে। মনের মধ্যে যাহা থাকে তাহা ত কল্পনা মাত্র। এই কল্পনা ত মিথ্যা। এই মিথ্যা কল্পনা কিন্তু শূন্যে শূন্যে থাকিতে পারে না। কল্পনাও একটি সত্য বস্তু অবলম্বনে ভাসে।

শুক্তিতে রজত, রজ্জুতে সর্প, স্থাণুতে পুরুষ, মরুভূমিতে মৃগতৃষ্ণিকা এই যে সব ভ্রম প্রতীতি কল্পনা—এই ভ্রম কল্পনা একটি আশ্রয় অবলম্বনেই ভাসে। কল্পনা কখন নিরাশ্রয় ভাবে থাকিতে পারে না। তুরীয় যিনি তিনি সর্ব্ব কল্পনার আশ্রয় স্থান।

শূন্য যাহা তাহা ত বিকল্প কল্পনা। কল্পনা যখন আশ্রয়শূন্য হইয়া উঠিতে পারে না তখন অধিষ্ঠানরূপ তুরীয় যিনি তিনি শূন্য হইতে ভিন্ন পদার্থ। এই অধিষ্ঠান চৈতন্যটি সৎ। ইহা যদি মান তবে এই জগদিন্দ্রজালের যিনি আশ্রয় তিনি শূন্য একথা তুমি বলিতে পার না।

মুমুক্ষু। নির্ব্বিশেষ যিনি তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াই প্রাণাদি বিকল্প ভাসে। ইহা বুঝিলাম। কিন্তু রজ্জু যাহা তাহা ত সর্পশব্দ বাচ্য হয়। এইরূপে তুরীয় যিনি তিনিই ত শব্দ বাচ্য হইতে পারেন? তবে নিষেধমুখে তুরীয়ের প্রতীতি সম্পাদনের আবশ্যক কি?

শ্রুতি। নিষেধমুখ বাক্যগুলি বাচারম্ভণ মাত্র অর্থাৎ শুধু কথা মাত্র। এই জন্য অসৎ—অবস্তু। সৎ ও অসতের কোন সম্বন্ধ নাই। কাজেই সৎ ও অসতের সম্বন্ধ কখনই শব্দজনিত বোধের বিষয় হইতে পারে না।

আরও দেখ গো আদি জন্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ আছে। কিন্তু আত্মা সম্বন্ধে কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই। কারণ আত্মা যিনি তিনি নিরুপাধিক। গো আদির ন্যায় ইনি জাতিবিশিষ্ট নহেন।

অদ্বিতীয় যিনি তাঁহার কোন সামান্য বিশেষ ভাব নাই। আর পাচকাদির ন্যায় ইঁহাতে কোন ক্রিয়াবান্‌পণাও নাই। কারণ ইনি অক্রিয়। আবার নীল পীত ঘটাদির মত ইঁহাতে কোন গুণবান্‌পণাও নাই কারণ ইনি নির্গুণ। সেই জন্যই বলা হইল নিষেধমুখেই তুরীয়ের প্রতিপাদন, বিধিমুখে নহে। এইজন্য বলা হইতেছে শব্দের দ্বারা তাঁহাকে নির্দ্দেশ করা যায় না।

মুমুক্ষু। এমন আত্মাকে জানিয়া লাভ কি? কোন কিছু দিয়াই ত ইহাকে ধরা ছোঁয়া যায় না।

শ্রুতি। প্রয়োজন আছে। রজ্জুর জ্ঞান হইলে যেমন সর্পভ্রম দূর হয়, সেইরূপ এই তুরীয় আত্মার জ্ঞান হইলে তবে এই অজ্ঞানকৃত সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গ ভ্রম দূর হয়। ভ্রম ভাঙ্গিবার আর অন্য পথ নাই। আত্মাকে না জানা পর্য্যন্ত অনাত্মবিষয়ক তৃষ্ণা কিছুতেই যাইবে না।

মুমুক্ষু। তুরীয়কে আত্মারূপে জানার কি কোন প্রতিবন্ধক আছে?

শ্রুতি। কোন প্রতিবন্ধক নাই। এই আত্মাকে জানিবার জন্যই শ্রুতি বহু উপদেশ করিতেছেন। **তত্ত্বমসি, অয়মাত্মা ব্রহ্ম, তত্ সত্যম্, স আত্মা, যত্ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্‌ব্রহ্ম, স বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ, আত্মৈবেদং সর্বম্** ইত্যাদি। সেই তুমি, এই আত্মাই ব্রহ্ম, তিনিই সত্য, সেই আত্মা যিনি সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ স্বরূপ ব্রহ্ম, বাহিরে ভিতরে যিনি জন্ম রহিত, আত্মাই এই সমস্ত। এই সমস্ত দিয়া শ্রুতি ইঁহারই কথা বলিতেছেন।

মুমুক্ষু। তুরীয় যিনি তিনিই আত্মা। তুরীয়কে জানাই তবে আত্মজ্ঞান। এই আত্মজ্ঞান কিরূপে হইবে? শ্রুতি বলিতেছেন এই যে জগৎটা দেখা যাইতেছে ইহা রজ্জুকে যেমন ভ্রমজ্ঞানে সর্পমত দেখা হইয়া যায় সেই ভাবেই ব্রহ্মকেই এই জগৎরূপে দেখা হইতেছে। এই জগৎটা আবার সব সময়ে একরূপে দেখা হয় না। জাগ্রৎকালে ইহাকে স্থূল জগৎরূপে দর্শন করা যায় স্বপ্নে ইহাকে সূক্ষ্ম বাসনারূপে স্মরণ করা যায় আবার সুষুপ্তিতে দর্শন ও স্মরণ শূন্য একভাবে অর্থাৎ জগৎ নাই আমিই আছি এইরূপ অনুভব হয়।

আবার বলি তুরীয় যিনি- তিনিই আত্মা। এই আত্মাকে জানাই জ্ঞান। তুরীয় আত্মা কিন্তু জাগ্রৎ কালের বিশ্ব পুরুষ নহেন, স্বপ্নের তৈজস পুরুষ নহেন, এই দুয়ের সন্ধিরূপও নহেন, ইনি সুপ্ত পুরুষও নহেন; ইনি সর্ব্বজ্ঞও নহেন ইনি অচেতনও নহেন; যদি এইরূপই হইল তবে আত্মজ্ঞান হইবে কিরূপে? ব্রহ্মে এই জগৎ ভ্রম দূর হইবে কিরূপে? রজ্জুকে আর সর্পজ্ঞান করা যাইবে না কিরূপে? এ কথা আবার বলিতে হইবে।

শ্রুতি। রজ্জুকে রজ্জুভাবে জানাই রজ্জুর স্বরূপ জ্ঞান। কিন্তু রজ্জুকে সর্প কল্পনা করা হইয়া গিয়াছে। এই সর্প কল্পনার নিষেধ দ্বারাই রজ্জুর স্বরূপ জানা যাইবে। আত্মাকে যে বিশ্বপুরুষ, তৈজস পুরুষ ও সুপ্ত পুরুষরূপে দেখা হইয়াছে তাহা কল্পনা মাত্র। কল্পনাতে যাঁহাকে ঐ অবস্থাত্রয় বিশিষ্টরূপে দেখা হইতেছিল—ঐ অবস্থাত্রয়ের নিষেধ দ্বারাই তাঁহাকে তুরীয় ভাবে দেখা যায়। কল্পনা নিষেধে তুরীয় ভাব প্রতিপাদন করাই শ্রুতির অভিপ্রায়।

কিন্তু তুরীয় যিনি তিনি যদি ঐ অবস্থাত্রয় বিশিষ্ট আত্মা হইতে পৃথক্ কিছু হইতেন তাহা হইলে আত্মজ্ঞান হইতেই পারিত না। স্বরূপটি হইতেছে চৈতন্য। সেই চৈতন্য অংশে সকল অবস্থা বিশিষ্ট আত্মা একই।

রজ্জু যেমন সর্পাদিরূপে কল্পিত হয় সেইরূপ অধিষ্ঠান চৈতন্যই অন্তঃপ্রজ্ঞাদিরূপে কল্পিত। যে সময়ে এই কল্পিত অবস্থাত্রয়ের নিষেধ হয় সেই সময়েই আত্মাতে আরোপিত অনর্থরাশির নিবৃত্তিরূপ জ্ঞান ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই জন্য আত্মজ্ঞানের নিমিত্ত কোন পৃথক্ প্রমাণের আবশ্যক হয় না। যেমন সর্পভ্রান্তি নিবারণ জন্য রজ্জুর জ্ঞান ও সর্পের জ্ঞান আবশ্যক অর্থাৎ সর্পজ্ঞানটা কল্পনা বলিয়া মিথ্যা আর রজ্জুজ্ঞানটিই সত্য সমকালে এই দুইই চাই সেইরূপ জগৎ মিথ্যা ও ব্রহ্ম সত্য সমকালে এই দুয়ের অভ্যাসেই কল্পনাক্ষয় হয়।

আত্মজ্ঞান কিরূপে হইবে ইহার উত্তর তবে এই হইল যে আত্মাতে

অন্তঃপ্রজ্ঞ বহিঃপ্রজ্ঞ ইত্যাদি যে অজ্ঞানের আরোপ হয় সেই অজ্ঞান সরাইতে পারিলেই আত্মজ্ঞান হইবে। আমি বাহিরের জগৎ জানি আমি ভিতরের বাসনাময় সূক্ষ্ম জগৎ জানি এই সমস্ত অজ্ঞানের বিনাশ হওয়া ভিন্ন আত্মজ্ঞান বা আত্মভাবে স্থিতি হইবে না। শুধু অজ্ঞান নাশ হইলেই আত্মজ্ঞান হয়। আর অজ্ঞানের রাজ্য কতদূর তাহাত দেখিতেছ? জাগ্রৎ স্থান স্বপ্নস্থান সুষুপ্তি স্থান, সর্ব্বজ্ঞ এই সমস্তই অজ্ঞানের রাজ্য। আত্ম-স্বরূপটি যাহা তাহাই জ্ঞান রাজ্য। সেখানে আর কিছুই নাই। শুদ্ধ নির্ম্মল জ্ঞান। মায়ার কোন স্পন্দন পর্য্যন্ত সেখানে নাই। এই অজ্ঞান নাশই সাধনা।

মুমুক্ষু। অজ্ঞানের নাশ হইলেই কি জ্ঞান লাভ হয়? জ্ঞানের সম্বন্ধে অন্য কোন প্রমাণ কি আবশ্যক করে না?

শ্রুতি। না, অন্য কোন প্রমাণের আর আবশ্যক হয় না। অন্ধকারে আচ্ছন্ন একটি ঘট রহিয়াছে। অন্ধকারের নাশ হইলেই ঘটের জ্ঞান হয়।

মুমুক্ষু। কিরূপে তাহা হইবে? ঘটকে অন্য কোন বস্তু—অর্থাৎ কমণ্ডলুও ত বোধ হইতে পারে?

শ্রুতি। ঘটকে কমণ্ডলু বোধ হয় না। তুমি নাম দিতে ভুল করিতে পার কিন্তু গোলাপকে গোলাপ বল বা অন্য নাম দিয়া ডাক কথা কিন্তু একই। অন্ধকারস্থ ঘটকে জানিতে হইলে দীপের সাহায্যে অন্ধকার নাশ ভিন্ন অন্য প্রমাণের আবশ্যকতা নাই।

মনে কর অন্ধকার নাশকে ছেদন ক্রিয়া বলা হইতেছে। ছেদন ব্যাপারটা হইতেছে ছেদ্য বস্তুর অবয়ব সম্বন্ধ ধ্বংস করা। জ্ঞানটি সর্ব্বব্যাপী পদার্থ। ইহার অবয়ব স্বরূপে উঠিয়াছে এই অজ্ঞান এবং অজ্ঞান প্রসূত এই পরিদৃশ্যমান জগৎ। অবয়ব সম্বন্ধ ধ্বংস করাটিই যেমন ছেদন ব্যাপার সেইরূপ অজ্ঞানটি ধ্বংস করাই আত্মভাবে, জ্ঞান ভাবে পূর্ণভাবে স্থিতির ব্যাপার। জ্ঞানে স্থিতির জন্য অজ্ঞান নিবৃত্তি ভিন্ন অন্য কোন ব্যাপারের আবশ্যকতা নাই।

এই জন্য বলা যাইতেছে আত্মাতে আরোপিত অন্তঃপ্রজ্ঞাদি অন্ধকার দূর করাই তুরীয় স্থিতির জন্য আবশ্যক। যে মুহূর্ত্তে অন্তঃপ্রজ্ঞাদি ধর্ম্মের নিবৃত্তি হয় সেই মুহূর্ত্তেই সমস্ত দ্বৈতবুদ্ধিরূপ অন্ধকার দূর হইয়া অদ্বৈত জ্ঞানে স্থিতি লাভ হয়।

মুমুক্ষু। নান্তঃপ্রজ্ঞ ইত্যাদি বিশেষণগুলি ত সমস্তই প্রতিষেধ বাচক। নান্তঃপ্রজ্ঞ হইতেছে তৈজসের প্রতিষেধ। ন বহিপ্রজ্ঞঃ ইহা বিশ্বের প্রতিষেধ। নোভয়তঃ প্রজ্ঞ ইহা জাগ্রৎ স্বপ্ন এই দুয়ের সন্ধির প্রতিষেধ। ন প্রজ্ঞানঘন ইহা সুষুপ্তাবস্থার প্রতিষেধ। কারণ উহার স্বরূপটি বীজভাবাপন্ন অবিবেকাত্মক। ন প্রজ্ঞ ইহা সর্ব্ব-বিষয়ক জ্ঞানের প্রতিষেধ। ন অপ্রজ্ঞ ইহা চৈতন্যের প্রতিষেধ।

কিন্তু অন্তঃপ্রজ্ঞাদি ভাব সকল আত্মাতে ত প্রত্যক্ষ হইতেছে। রজ্জুতে যে সর্পবোধ এই সর্পবোধটা মিথ্যা। শুধু প্রতিষেধ দ্বারা প্রত্যক্ষ বিষয় যে অন্তঃপ্রজ্ঞাদি ইহা মিথ্যা হইবে কিরূপে ?

শ্রুতি। পরিপূর্ণ চৈতন্য যিনি তিনি সকল অবস্থাতেই পূর্ণ। চৈতন্যের অংশ কিছুতেই হয় না। আকাশকেই যখন কেহ খণ্ড করিতে পারে না তখন চৈতন্যকে খণ্ড করিবে কে ? স্বরূপগত চৈতন্যাংশে বিশ্ব তৈজসাদির কোন পার্থক্য নাই। কিন্তু একটির অবস্থিতি কালে যে অন্যটি থাকে না তাহার কারণ একটি অনির্ব্বচনীয় অজ্ঞান।

রজ্জুতে কল্পিত সর্প ও জলধারাদি যেমন মিথ্যা সেইরূপে জ্ঞানে অজ্ঞানটি কল্পিত বলিয়া মিথ্যা। আরও এক কথা যে আত্মার দ্রষ্টা ভাবটির কোথাও ব্যভিচার হয় না। ঐ দ্রষ্টা ভাবটি সর্ব্বত্র সত্য।

যদি বল সুষুপ্তিকালে আত্মার দ্রষ্টাভাব বা জ্ঞাতৃভাব ত থাকে না। না তাহা বলিতে পার না। সুষুপ্তিতেও আত্মার জ্ঞাতৃভাব অনুভব গোচর হইয়া থাকে। শ্রুতি বলেন **"ন হি বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতের্বিপরিলোপো বিদ্যতে"** অর্থাৎ বিজ্ঞাতা আত্মার জ্ঞান কখনই লুপ্ত হয় না।

এক্ষণে গৌড়পাদের কারিকার কথা শ্রবণ কর। অত্রৈতে শ্লোকা ভবন্তি।

নিবৃত্তেঃ সর্ব্বদুঃখানামীশানঃ প্রভুরব্যয়ঃ।
অদ্বৈতঃ সর্ব্বভাবানাং দেবস্তুর্য্যো বিভুঃ স্মৃতঃ ॥১০
কার্য্যকারণ বদ্ধৌ তাবিষ্যেতে বিশ্ব-তৈজসৌ।
প্রাজ্ঞঃ কারণবদ্ধস্তু দ্বৌ তৌ তুর্য্যে ন সিদ্ধতঃ ॥১১
নাত্মানং ন পরঞ্চৈব ন সত্যং নাপি চানৃতং।
প্রাজ্ঞঃ কিঞ্চন সংবেত্তি তুর্য্যং তৎ সর্ব্বদৃক্ সদা ॥১২
দ্বৈতস্যাগ্রহণং তুল্যমুভয়োঃ প্রাজ্ঞতুর্য্যয়োঃ।
বীজনিদ্রাযুতঃ প্রাজ্ঞঃ সা চ তুর্য্যে ন বিদ্যতে ॥১৩
স্বপ্ননিদ্রাযুতাবাদ্যৌ প্রাজ্ঞস্ত্বস্বপ্ননিদ্রয়া।
ন নিদ্রাং নৈব চ স্বপ্নং তুর্য্যে পশ্যন্তি নিশ্চিতাঃ ॥১৪
অন্যথা গৃহ্ণতঃ স্বপ্নো নিদ্রা তত্ত্বমজানতঃ।
বিপর্য্যাসে তয়োঃ ক্ষীণে তুরীয়ং পদমশ্নুতে ॥১৫
অনাদি মায়য়া সুপ্তো যদা জীবঃ প্রবুধ্যতে।
অজমনিদ্রমস্বপ্নমদ্বৈতং বুধ্যতে তদা ॥১৬
প্রপঞ্চো যদি বিদ্যেত নিবর্ত্তেত ন সংশয়ঃ।
মায়া মাত্রমিদং দ্বৈতমদ্বৈতং পরমার্থতঃ ॥১৭
বিকল্পো বিনিবর্ত্তেত কল্পিতো যদি কেনচিৎ।
উপদেশাদয়ং বাদো জ্ঞাতে দ্বৈতং ন বিদ্যতে ॥১৮

সর্ব্বপ্রকার দুঃখ নিবৃত্তি করিতে যিনি সমর্থ তিনিই প্রভু, তিনিই ঈশান অর্থাৎ তুরীয় আত্মা, তিনি অব্যয় অর্থাৎ কখন আপনার স্বরূপ হইতে প্রচ্যুত হন না—এই তুরীয় কখন আপন স্বরূপ ত্যাগ করেন না। ইঁহার স্বরূপের ব্যভিচার কখন হয় না। এই তুরীয় সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি করিতে কিরূপে সমর্থ? না এই তুরীয়ের জ্ঞান হইলেই প্রাজ্ঞ, তৈজস, বিশ্বাদি রূপ সমস্ত অজ্ঞানের নাশ হয়। অজ্ঞানের ধ্বংসই সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তি।

আর সমস্ত ভাব মিথ্যা বলিয়া আত্মা অদ্বৈত। জাগ্রদাদি অবস্থারূপ তিন স্থান এবং ঐ তিনের বিশ্ব তৈজস প্রাজ্ঞ এই তিন অভিমানী এই সমস্ত রজ্জুতে সর্পবৎ অসৎ। ঐ সমস্তের আশ্রয়-অধিষ্ঠানরূপ তুরীয় আত্মাই অদ্বৈত। অপর সর্ব্বভাব মিথ্যা এই জন্য ব্যয় বা ব্যভিচারের হেতু যে দ্বৈত বস্তু, তাহার অভাব এই তুরীয়—সেই জন্য ইনি অব্যয়। আবার তুরীয় আত্মাই সমস্ত দ্বৈতের প্রকাশক বলিয়া ইনি দেব অর্থাৎ জাগ্রদাদি স্থান সহিত বিশ্ব তৈজসাদিকে,—রজ্জুতে সর্পবৎ অধ্যস্তরূপ ভাবকে আর স্বরূপ হইতে ঐ সমস্তের অভাবকে উহাদের অধিষ্ঠান সাক্ষী হইয়া প্রকাশ করেন, সেই জন্য আত্মা সর্ব্ব-প্রকাশের প্রকাশক দেব। আবার বিশ্বাদি অপেক্ষা চতুর্থ বলিয়া তুরীয় আর সর্ব্বাপেক্ষা ব্যাপক বলিয়া বিভু এইরূপ তাঁহাকে বলা হয় ॥১০

এক্ষণে তুরীয়ের যথার্থ আত্মপনা দেখাইবার জন্য বলিতেছেন "কার্য্যকারণবদ্ধৌ তাবিষ্যতে বিশ্বতৈজসৌ" পূর্ব্বোক্ত বিশ্ব ও তৈজস কার্য্য কারণ দ্বারা বদ্ধ ইহা জ্ঞানিগণ অঙ্গীকার করেন। ইষ্যেতে স্বীকৃতৌ জ্ঞানিভিঃ। "প্রাজ্ঞঃ কারণ বদ্ধস্তু" প্রাজ্ঞ কিন্তু শুধু কারণ ভাবেই বদ্ধ। "দ্বৌ তৌ তুর্য্যে ন সিদ্ধতঃ" তুরীয় আত্মায় এই দুইই সিদ্ধ হয় না।

ফল যেটি সেইটি হইতেছে কার্য্য। আর ফল যাহা হইতে জন্মিতেছে সেই বীজ হইতেছে কারণ। স্বরূপটি গ্রহণ না করা অর্থাৎ স্বরূপের অগ্রহণ (অজ্ঞান) এইটি বীজ। স্বরূপকে কর্ত্তা ভোক্তারূপে অন্যথা গ্রহণ এইটি হইতেছে এই অজ্ঞান বীজের ফল। বিশ্ব ও তৈজস এই উভয়েই স্বরূপের অগ্রহণ এবং তজ্জন্য স্বরূপকে অন্যথা গ্রহণ এই দুই দোষ আছে। এজন্য বলা হইতেছে বিশ্ব ও তৈজস কার্য্য ও কারণ এই দুইটিতেই বদ্ধ। প্রাজ্ঞ কিন্তু শুদ্ধ কারণে বদ্ধ। কারণ প্রাজ্ঞ যিনি তাঁহাতে কর্ত্তা ও ভোক্তা রূপ অন্যথাগ্রহণ নাই কিন্তু কেবল স্বরূপের অন্যথাগ্রহণ এখানে আছে। সুপ্ত পুরুষ কোন কামনাও করেন না,

কোন স্বপ্নও দেখেন না। এজন্য তিনি কার্য্যদ্বারা বদ্ধ নহেন। স্বরূপের অন্যথাগ্রহণটাই এখানে কার্য্য। কর্ত্তা ও ভোক্তা পনা প্রাজ্ঞে নাই বলিয়া ইনি কার্য্যে বদ্ধ নহেন। কিন্তু স্বরূপের বোধশূন্যতা রূপ বীজ ভাবটি মাত্রই প্রাজ্ঞে আছে। তাই বলা হইতেছে ইনি কারণভাবে বদ্ধ। তুরীয়ে কিন্তু স্বরূপের অগ্রহণ বা অন্যথা গ্রহণরূপ বীজ ও ফল ভাব কিছুই নাই। তুরীয় সর্ব্বদা স্বরূপ বিশ্রান্তিতেই আছেন। স্বরূপের ব্যভিচার তাঁহাতে কখন নাই। স্বরূপ বিচ্যুতি তাঁহাতে কখনও নাই ॥১১

প্রাজ্ঞ আত্মা আপনাকে জানেন না, পরকেও জানেন না। সত্যও জানেন না অসত্যও জানেন না। তুর্য্য কিন্তু সর্ব্বদা পূর্ব্বোক্ত সমস্তই দর্শন করেন। ইনি অলুপ্ত চৈতন্য স্বভাব। প্রাজ্ঞ আত্মা আপনার স্বরূপ যে তুরীয় সেই স্বরূপটিকে জানেন না আর বিশ্ব ও তৈজস যেমন বহিঃস্থিত স্থূল বিষয় এবং অন্তস্থিত সূক্ষ্ম বিষয় জানেন সেইরূপ ভিতরে ও বাহিরে কিছুই অনুভব করেন না। আর যিনি প্রাজ্ঞ তিনিও ত আত্মা। **"ন হি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতে"** দ্রষ্টার দৃষ্টি কখনই বিলুপ্ত হয় না বলিয়া—আমিই আছি এই বোধ তাঁহার থাকে অথচ আমিই সেই তুরীয় এবং দৃশ্য যে অসত্য এই জ্ঞান তাঁহার থাকে না। এই কারণেই প্রাজ্ঞ পুরুষ স্বরূপের অভাব এবং অবিদ্যা জনিত দৃশ্যপ্রপঞ্চের সম্যক্ উপলব্ধি এই দুই বন্ধনে বদ্ধ।

তুরীয় আত্মা সর্ব্বদা সর্ব্বদৃক্। অন্য কিছুই ত সেখানে নাই, তিনি আপনিই সর্ব্ব। অদ্বৈত বলিয়া তিনিই সর্ব্বাত্মক এবং দ্রষ্টা বলিয়া আত্মদৃক। আপনিই সর্ব্ব বলিয়া সর্ব্বদৃক্। তাঁহাতে স্বরূপের অভাবাত্মক অবিদ্যাবীজও নাই আর অবিদ্যাসম্ভূত বিপরীত বোধও নাই। স্বপ্রকাশ সূর্য্যে কখন অপ্রকাশ অন্ধকারও থাকে না অথবা অন্যরূপে প্রকাশও থাকিতে পারে না। শ্রুতি যে বলেন **"নান্যদতোঽস্তি দ্রষ্টৃ"** ইহা ভিন্ন অপর দ্রষ্টা নাই—ইহাতে এই তুরীয়ই জাগ্রৎ ও স্বপ্ন সময়েও সর্ব্বদ্রষ্টার ন্যায় থাকেন বলিয়া ইঁহাকে সর্ব্বদৃক্ বলা হইল।

মুমুক্ষু। সর্ব্বদৃক্ ইহা দুই অর্থে ব্যবহার করিতেছেন ?

শ্রুতি। হাঁ। (১) জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিতে তত্তৎ অভিমানী আত্মা যেভাবেই থাকুন না কেন ইঁহাদের মূলে কিন্তু তুরীয় প্রভু আপন স্বরূপে সর্ব্বদাই থাকেন; তাঁহার উপরেই সমস্ত খেলা হয় বলিয়া সর্ব্বভূতে অবস্থিত তুরীয়ই সর্ব্ববস্তু দ্রষ্টার ন্যায় প্রতিভাসমান হয়েন তাই তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বদর্শী।

(২) তুরীয়টি আপনি আপনি। সেখানে দ্বৈত নাই। অন্য কোন কিছুই নাই। তিনি আপনিই সর্ব্ব বলিয়া তিনি সর্ব্বদৃক্ ॥১২

দ্বৈতের অগ্রহণ এই বিষয়ে প্রাজ্ঞ পুরুষ ও তুরীয় আত্মা উভয়েই তুল্য। প্রাজ্ঞ আত্মা স্বরূপাবোধরূপ বীজ নিদ্রাযুক্ত কিন্তু তুরীয়ে স্বরূপের অবোধ নাই এই প্রভেদ।

মুমুক্ষু। প্রাজ্ঞও দ্বৈত জগৎকে উপলব্ধি করেন না আর তুরীয়ও করেন না। তবে প্রাজ্ঞের কারণ-বন্ধন হয়, তুরীয়ের হয় না কেন ?

শ্রুতি। প্রাজ্ঞ নিদ্রিত মত কিন্তু তুরীয়ের নিদ্রা নাই। তত্ত্বাপ্রতিবোধো নিদ্রা। তত্ত্ব বা স্বরূপের অপ্রতিবোধই নিদ্রা। বিশ্ব তৈজসাদি দ্বৈত বোধের উৎপত্তির কারণ হইতেছে স্বরূপের অবোধ। তুরীয় সর্ব্বদা স্বরূপকে জানেন। কিন্তু প্রাজ্ঞ স্বস্বরূপকে জানেন না। প্রাজ্ঞ যিনি তিনি বীজনিদ্রাযুক্ত, বীজনিদ্রাই মূলাবিদ্যা। ইহাই আবার জগৎবিষয়ক বিশেষ বিশেষ জ্ঞানোৎপত্তির বীজ। তুরীয় কিন্তু সর্ব্বদাই দ্রষ্টৃস্বরূপে অবস্থান করেন, এজন্য তাঁহাতে অভাবাত্মক বীজনিদ্রা নাই। এইজন্য তুরীয়ে কারণ-বন্ধন নাই ॥১৩

আদ্য দুই পুরুষ অর্থাৎ বিশ্ব ও তৈজস স্বপ্ন ও নিদ্রাযুক্ত। (স্বপ্ননিদ্রাযুতাবাদ্যৌ। রজ্জুকে সর্পরূপে যে গ্রহণ সেই অন্যথাগ্রহণকে বলে স্বপ্ন। আর স্বরূপের অবোধ-প্রচুর যে অজ্ঞান তাহাই হইল নিদ্রা। বিশ্বপুরুষ ও তৈজসপুরুষ এই দুই দোষযুক্ত বলিয়া স্বপ্ন ও নিদ্রা যুক্ত। এইজন্যই পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ইঁহারা কার্য্য ও কারণে বদ্ধ। কিন্তু প্রাজ্ঞস্বস্বপ্ননিদ্রয়া অর্থাৎ প্রাজ্ঞ পুরুষ স্বপ্নরহিত যে নিদ্রা (অজ্ঞান)

কেবল তাহারই সহিত যুক্ত। এইজন্য পূর্ব্বে বলা হইয়াছে প্রাজ্ঞ কেবল কারণে বদ্ধ। আর ন নিদ্রা নৈব চ স্বপ্নং তুর্য্যে পশ্যন্তি নিশ্চিতাঃ॥ নিশ্চয়কে পাইয়াছেন যে স্থিরবুদ্ধি-ব্রহ্মবিদ্‌গণ তাঁহারা তুরীয়ে স্বপ্নকেও দেখেন না আর নিদ্রাকেও দেখেন না অর্থাৎ মহাবাক্যকে সম্যক্‌রূপে জানিয়া যাঁহারা তত্ত্ব নিশ্চয় করিয়াছেন সেই ব্রহ্মবিদ্‌গণ তুর্য্যে স্বরূপকে অন্যথা দর্শনও করেন না আর স্বরূপের অদর্শনও তাঁহাদের নাই॥ ১৪

স্বরূপকে অন্যরূপে গ্রহণ করাই স্বপ্ন আর স্বরূপের জ্ঞান আদৌ না থাকাই নিদ্রা। স্বরূপকে বিপরীতরূপে গ্রহণ ও স্বরূপের অগ্রহণ এই দুই বিপর্য্যয় জ্ঞান ক্ষয় হইলেই জীব তুরীয়ে স্থিতিলাভ করে।

মুমুক্ষু। আচ্ছা পুরুষ স্বপ্ন বিষয়ে স্থিত কখন হয় আর কখনই বা নিদ্রাবিষয়ে স্থিত হয় আর কবেই বা তুরীয়ে নিশ্চয়প্রাপ্ত হয়?

শ্রুতি। "অন্যথা গৃহ্নতঃ স্বপ্নঃ" পুরুষ স্বপ্নবিষয়ে স্থিত তখন যখন তত্ত্বকে বা স্বরূপকে অন্যরূপে গ্রহণ করে। পুরুষ যখন ব্রহ্মকে এই জগৎরূপে দর্শন করে অথবা তুর্য্যস্বরূপকে বিশ্ব তৈজস প্রাজ্ঞরূপে দর্শন করে তখন তাহার স্বপ্নাবস্থা। ইহাই তত্ত্বের অন্যথা গ্রহণ। আবার তত্ত্বকে বা স্বরূপকে আদৌ না জানা হইতেছে নিদ্রা। "নিদ্রা-তত্ত্বমজানতঃ"। স্বপ্ন ও জাগ্রতে লোকে যখন তত্ত্বের বা স্বরূপের অন্যথা গ্রহণ করে, তখন ঐ পুরুষের স্বপ্ন দেখা হয়। আবার তত্ত্বকে যাহারা জানে না সেইরূপ পুরুষের জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই তিন অবস্থা-তেই স্বরূপ অগ্রহণরূপ নিদ্রা থাকে। আর অন্যথা গ্রহণ এবং অগ্রহণ লক্ষণময় বিপর্য্যয় জ্ঞান ক্ষীণ হইলে অর্থাৎ বিনষ্ট হইলে তুরীয় পদ প্রাপ্তি হয়॥১৫

অনাদিমায়য়া সুপ্তো যদা জীবঃ প্রবুদ্ধ্যতে। জীব যখন অনাদি মায়া-নিদ্রা হইতে প্রবুদ্ধ হয় অর্থাৎ অন্যথা গ্রহণ ও অগ্রহণ এই দুই ত্যাগ করে অর্থাৎ যখন স্বস্বরূপের জ্ঞানলাভ করে সে তখন "অজমনিদ্রম-

স্বপ্নমদ্বৈতং বুদ্ধ্যতে তদা ”- জন্মরহিত, নিদ্রা ও স্বপ্নাবস্থাবর্জ্জিত অদ্বয় জ্ঞানে স্থিতিলাভ করে।

ভাল করিয়া বলিতেছি শ্রবণ কর।

এই জীব অনাদি মায়াতে সুপ্ত। সংসারী জীব স্বরূপতঃ জানেই না অপিচ স্বরূপকে অন্যরূপে গ্রহণ করিয়া ইনি আমার পিতা, ইনি মাতা, ইনি পুত্র, ইনি পৌত্র, এই ক্ষেত্র, এই পশু, আমি ইহাদের পোষক স্বামী, আমি দুঃখী, ইহা দ্বারা আমি উপদ্রুত, ইহা দ্বারা আমি বড় ভাল থাকি—এইরূপ স্বপ্ন দেখে। এই জীব যখন মায়ানিদ্রা হইতে জাগ্রত হয়, যখন বোধপ্রাপ্ত হয় তখন বুঝিতে পারে চৈতন্য যিনি তিনি অজ, অনিদ্র, অস্বপ্ন, অদ্বৈত।

মুমুক্ষু। আহা! মায়ানিদ্রায় মোহিত বলিয়াই ত জীবের এই দুঃখ। সেই জন্যই ত তাহার নানা সম্বন্ধ। কিন্তু চেতন যিনি তিনি অসঙ্গ। কাহারও সহিত তাঁহার সম্বন্ধ হয় না। তিনি সদা পূর্ণ, সদা আপ্তকাম। কিরূপে জীবের স্বরূপ জ্ঞান হইবে?

শ্রুতি। অনাদি মায়াসুপ্ত জীব যখন পরম দয়ালু বেদান্ততত্ত্বজ্ঞ আচার্য্যের নিকট হইতে শ্রবণ করিবেন যে, হে শিষ্য তুমিই সেই নিঃসঙ্গ আত্মা, তোমার পিতা, পুত্র, স্ত্রী, মাতা,তোমার দেহ, মন, তোমার আমি, আমার এ সমস্ত কিছুই নাই—তুমি আপনি আপনি, যাহা কিছু সঙ্গ, যাহা কিছু সম্বন্ধ, তাহা মায়িক—এই সমস্ত শুনিয়া শিষ্য প্রবুদ্ধ হইবে। যেমন নানা জাতীয় বৃক্ষের রস মক্ষিকার উদরে মধুভাব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ এই সমস্ত চিদাভাস জীব সুষুপ্তি অবস্থাতে সমান এক বিম্বরূপ চৈতন্যভাব প্রাপ্ত হয়। আর এখানে পুত্র পিতাদি বা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি বা মনুষ্য পশ্বাদি বা জড় চৈতন্যাদি কোন প্রকার ভেদ ভাব আর থাকে না; বিশেষতঃ এই অবস্থাপ্রাপ্ত বিদ্বান্ যখন জীবভাবে আসিবে না, সেই সময়ে তিনি বুঝিবেন যে তিনিই সর্ব্ব জীবের আত্মা; শ্রুতি তখন তত্ত্বমসি বাক্য দ্বারা জীবের মায়ানিদ্রা ভঙ্গ করিবেন তখনই স্বরূপে বিশ্রাম লাভ করিবেন।

মুমুক্ষু। জীব আপনস্বরূপ আত্মাকে কিরূপ জানিবেন ?

শ্রুতি। জীব জানিবেন যে আত্মার বাহ্য অন্তর বা কার্য্য কারণ কিছুই নাই, জন্মাদি ষড়্‌ভাব বিকারও নাই এজন্য ইনি অজন্মা অর্থাৎ আত্মার বাহ্য অন্তর এবং ভিতর বাহিরেব ধর্ম্মাদি কিছুই নাই। আরও বোধ হইবে যে, আত্মা সম্বন্ধে জন্মাদির কারণরূপা অবিদ্যা বা অজ্ঞান স্বরূপ বীজময় নিদ্রা বলিয়া কিছুই নাই; এজন্য ইনি অনিদ্র অর্থাৎ ইনি সর্ব্বদা বোধস্বরূপ। আবার যে নিমিত্ত আত্মা তুরীয় অনিদ্র এবং স্বরূপের অবোধরহিত, সেই নিমিত্তই তিনি অস্বপ্ন কারণ অন্যথাগ্রহণরূপ যে স্বপ্ন, সেটার উৎপত্তির কারণ হইতেছে স্বরূপের অবোধরূপ নিদ্রা। এই নিদ্রা তুরীয় আত্মাতে কখনই নাই, এজন্য তন্নিমিত্তক ঐ স্বপ্নও তাঁহাতে নাই। এই আত্মা অনিদ্র বলিয়া যেমন অস্বপ্ন, সেইরূপ অজন্মা ও অদ্বৈত। স্বরূপে জাগ্রত হইলে তুরীয় আত্মাকে এইভাবে জানা হয়।

প্রপঞ্চের নিবৃত্তি কিরূপে হইবে যদি জিজ্ঞাসা কর তাহার উত্তরে বলি—যদি পরমার্থ বিষয়ে সত্য সত্যই প্রপঞ্চ বিদ্যমান থাকে তাহা হইলে প্রপঞ্চের নিবৃত্তি এবং অদ্বৈতের সিদ্ধি হইতেই পারে না। কিন্তু রজ্জুতে সর্প যেমন কল্পিত সেই ভাবে পরম-আত্মাতে প্রপঞ্চ কল্পিত মাত্র; এজন্য সেখানে প্রপঞ্চ নাই, এই জন্য অদ্বৈতই সিদ্ধ।

প্রপঞ্চো যদি বিদ্যেত নিবর্ত্তেত ন সংশয়ঃ।

প্রপঞ্চ যদি বিদ্যমান থাকে তবে নিবৃত্তও হইবে এ বিষয়ে সংশয় নাই অর্থাৎ প্রপঞ্চ যদি স্বরূপ হইতে ভিন্ন হইয়াও বিদ্যমান থাকে তবে তাহার নিবৃত্তি নিশ্চয়ই হইবে। রজ্জুতে ভ্রান্তিবুদ্ধি দ্বারা কল্পিত যে সর্প তাহা বিদ্যমান দেখা গেলেও, বিচার বা সম্যক্ দর্শন দ্বারা তাহার নিবৃত্তি হয় ইহাতে জানা গেল যে সর্পটা বাস্তবিক নাই। রজ্জুতে যেমন সর্প কল্পিত, সেইরূপ আত্মাতে প্রপঞ্চ কল্পিত। রজ্জুতে আশ্রিত যে অবিদ্যা তাহা দ্বারাই ভ্রম সর্প কল্পনা। সেইরূপ আত্মাতে জড়িত যে অজ্ঞান [অস্তির সহিত যে নাস্তিভাব জড়িত] সেই অজ্ঞানেই প্রপঞ্চকে সত্যবোধ করায়। ফলে যেখানে জ্ঞান সেখানে

প্রপঞ্চ নাই। আবার যেমন মায়াবী পুরুষ কর্ত্তৃক প্রদর্শিত যে মায়া তাহা বিদ্যমান থাকিলেও তাহার দ্রষ্টা পুরুষের নেত্রবন্ধন যদি খুলিয়া দেওয়া যায় তবে সেই মায়ার নিবৃত্তি হয়—কারণ মায়াটা বাস্তবিক নাই সেইরূপ মায়া মাত্রমিদং দ্বৈতং অদ্বৈতং পরমার্থতঃ এই দ্বৈত মায়া মাত্র পরমার্থে সবই অদ্বৈত অর্থাৎ রজ্জুতে যেমন সর্প আর মায়াবীতে যেমন মায়া সেইরূপ এই প্রপঞ্চ নাম বিশিষ্ট দ্বৈত মাত্র, ইহা ভ্রান্তি দ্বারাই কল্পিত। কিন্তু রজ্জু ও মায়াবী মত পরমার্থতঃ অদ্বৈতই আছেন। এই জন্য বলা হইতেছে অবিবেকীর প্রবৃত্ত বা বিবেকীর নিবৃত্ত এই উভয় প্রকার প্রপঞ্চ আদৌ নাই ॥১৭

"বিকল্পো বিনিবর্ত্তেত কল্পিতো যদি কেন চিৎ" শাস্তা (উপদেষ্টা) শাস্ত্র ও শিষ্য এই প্রকার যে বিকল্প অদ্বৈত জ্ঞানে এ সমস্ত থাকে কিরূপে? যদি বিকল্প কোন কারণে কল্পিত হয় তবে তাহা নিবৃত্ত হইবেই। যেমন এই প্রপঞ্চ মায়াবীর মায়া আর রজ্জুতে সর্পবোধ এই সমস্ত যথার্থ জ্ঞানের পূর্ব্বে কল্পনা করা হয় সেইরূপ এই শিষ্যাদি ভেদরূপ বিকল্প তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বেই কেবল উপদেশের জন্য ব্যবস্থিত। কারণ উপদেশাদয়ং বাদো জ্ঞাতে দ্বৈতং ন বিদ্যতে। এই শিষ্য শাস্তা আর শাস্ত্ররূপ যে ব্যবহারিক কথন তাহা তত্ত্বোপদেশের পূর্ব্বেরই ব্যবস্থা কিন্তু উপদেশের ফলস্বরূপ তত্ত্বজ্ঞান সম্পন্ন হইলে উপদেষ্টাদিরূপ দ্বৈত থাকে না ॥১৮

পুনঃ শ্রুতিরাহ্যতে।

সোঽয়মাত্মাঽধ্যক্ষরমোঙ্কারোঽধিমাত্রম্ পাদা মাত্রাঃ। মাত্রাশ্চ পাদা—অকার উকারো মকার ইতি ॥৮

স উক্তবিধঃ অয়ং আত্মা অধ্যক্ষরং অক্ষরং বর্ণমধিকৃত্য বর্ণ্যমান ওঙ্কারঃ। সোঽয়মোঙ্কারঃ পাদশঃ প্রবিভজ্যমানঃ অধিমাত্রং মাত্রামধিকৃত্য বর্ত্তত ইত্যধিমাত্রম্ পাদরূপ ইতি। যতঃ আত্মনো যে পাদাঃ তে ওঙ্কারস্য মাত্রাঃ। মাত্রাত্মকাস্তুপাদাঃ। কাস্তাঃ? অকার উকারো মকার ইতি।

'সেই এই আত্মা অধ্যক্ষর, ওঙ্কার, অধিমাত্র। অর্থাৎ পূর্ব্বে যে ওঁকারকে চতুষ্পাদ আত্মা বলা হইয়াছে সেই এই আত্মা অধ্যক্ষর— অর্থাৎ অক্ষরকে আশ্রয় করিয়া বর্ণিত। কি সেই অক্ষর? না সেই অক্ষরই ওঁকার। আর সেই এই ওঙ্কার পাদ বা অংশ ক্রমে বিভাগ প্রাপ্ত হইয়া অধিমাত্রা। অর্থাৎ মাত্রাকে আশ্রয় করিয়া যাহা থাকে তাহাই অধিমাত্রা।

আত্মা যিনি তিনি পাদরূপে বিভাগ প্রাপ্ত হন, কিন্তু ওঙ্কার যিনি তিনি মাত্রাকে আশ্রয় করিয়া স্থিত। তবে পাদবিভাগপ্রাপ্ত ওঙ্কারের অধিমাত্রত্ব' কিরূপে হইবে? সেইজন্য বলিতেছেন "পাদা মাত্রা মাত্রাশ্চ পাদা অকার উকারো মকার ইতি। অর্থাৎ পাদ যাহা, তাহাই মাত্রা, মাত্রা যাহা তাহাই পাদ। আত্মার ত্রিপাদ যাহা, তাহাই ওঙ্কারের তিন মাত্রা অকার উকার এবং মকার।

এই মন্ত্র এবং পরবর্ত্তী মন্ত্রে শ্রুতি কনিষ্ঠ অধিকারী কিরূপে আত্মার ধ্যান করিতে সমর্থ হইতে পারেন, তাহাই বলিতেছেন। উত্তম ও মধ্যম অধিকারী যাঁহারা তাঁহারা স্বরূপটিই গ্রহণে সমর্থ। অথাৎ ইঁহারা স্বরূপকে অন্যথা গ্রহণ করেন না। ইঁহারা অধ্যারোপ ও অপবাদ হইতে ভিন্ন যে পারমার্থিক তত্ত্ব তাহারই উপলব্ধি করেন। কনিষ্ঠ অধিকারীকে কিন্তু আরোপ দৃষ্টি অধিকার করিয়া আত্মধ্যান করিতে হইবে। এতদ্ভিন্ন এরূপ অধিকারীর অন্য উপায় নাই। শ্রুতি এক্ষণে তাহাই দেখাইবার জন্য এই মন্ত্র হইতে আরম্ভ করিলেন।

জাগরিতস্থানো বৈশ্বানরোঽকারঃ প্রথমা মাত্রাঽঽপ্তেরাদিমত্ত্বাদ্ বাঽঽপ্নোতি হ বৈ সর্ব্বান্ কামানাদিশ্চ ভবতি য এবং বেদ ॥৯

জাগরিত স্থানো বৈশ্বানরো যঃ স ওঙ্কারস্য প্রথমা মাত্রা আদ্যঃ অংশঃ অকারঃ। কেন হেতুনা? ইত্যাহ আপ্তেঃ। আপ্তির্ব্ব্যাপ্তিঃ। অকারেণ সর্ব্বা বাগ্ ব্যাপ্তা। "অকারো বৈ সর্ব্বা বাক্" ইতি শ্রুতেঃ। আপ্তেঃ ব্যাপ্তত্বাদ্ আদিমত্ত্বাৎ প্রাথমিকত্বাদ্বা। আদিরস্য বিদ্যত ইত্যাদিমৎ। যথৈবাদিমদকারাখ্যমক্ষরং—যথা অকারঃ অক্ষরেষু আদিমান্ ব্যাপকশ্চ

তথা বৈশ্বানরঃ আদিমান্ সর্ব্বজগদ্ব্যাপী চ। তস্মাদ্ বা সামান্যাদ-কারত্বং বৈশ্বানরস্য। তদেকত্ববিদঃ ফলমাহ। আপ্নোতি প্রাপ্নোতি হ বৈ সর্ব্বান্ কামান্ আদিঃ প্রথমশ্চ ভবতি মহতাং য এবং বেদ যথোক্তমেকত্বং বেদেত্যর্থঃ ॥৯

[বৈশ্বানর যিনি তিনিই যে অকার তাহাই দেখাইতেছেন। জাগ্রৎ-স্থান বৈশ্বানর যিনি তিনিই অকাররূপ প্রথমা মাত্রা। পাদ ও মাত্রার তুল্যতা দেখাইবার জন্য ইহাদের এই একতা। ব্যাপ্তি হেতু এবং সকলের আদি বলিয়াও বটে। যেমন অকার দ্বারা সর্ব্ব বাক্য ব্যাপ্ত "অকারো বৈ সর্ব্বা বাগিতি শ্রুতিঃ" অকারই সর্ব্ব বাক্য সেইরূপ বৈশ্বানর দ্বারা জাগ্রৎ ব্যাপ্ত। শ্রুতি বলেন—তস্য হবা এতস্যাত্মনো বৈশ্বানরস্য মূর্দ্ধৈব সুতেজাঃ অর্থাৎ প্রসিদ্ধ এই বৈশ্বানর রূপ আত্মার মস্তক হইতেছে তেজোমণ্ডিত স্বর্গ—এই শ্রুতি প্রমাণে বাচ্য-নামী এবং বাচক-নাম এই দুয়ের একতার কথা বলা হইতেছে। আদি বলা হইতেছে এইজন্য যে যেমন অকার অক্ষরের আদি সেইরূপ বৈশ্বানরও আর সকলের আদি। এই তুল্যতা হেতু বৈশ্বানরের অকারত্ব বলা হইল। এক্ষণে এই একতা যিনি জানেন তাঁহার কি লাভ হয় তাহাই বলিতেছেন। যিনি বৈশ্বানরই যে অকার ইহা জানেন তিনি নিশ্চয়ই সমস্ত ভোগ প্রাপ্ত হন এবং তিনি প্রথম হয়েন। অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ ইহার মধ্যে প্রথম অর্থাৎ মুখ্য হয়েন।

ভাল করিয়া স্মরণ রাখিও বর্ণের মধ্যে অকার যেমন আদিবর্ণ, সেইরূপ চতুষ্পাদ আত্মার মধ্যে বিশ্ব আত্মা আদি। অকারবর্ণরূপত্ব বলার সময়ে আদিত্ব সামান্য অর্থাৎ আদিত্ব সাধর্ম্ম্যই উদ্ভূত হয়। আবার বিশ্ব আত্মা যখন অকাররূপ বলা হয় সে সময় আপ্তি-সামান্য অর্থাৎ ব্যাপকত্বরূপ ধর্ম্মসাম্য উদ্ভূত হয়।

মুমুক্ষু। বৈশ্বানরই যে অকার ইহা যিনি জানেন তিনি সমস্ত ভোগ প্রাপ্ত হন বলিতেছেন। এই জানাটাই কিরূপে হয় এবং ভোগ পাওয়াই বা কিরূপ?

শ্রুতি। ওঁকারকে পরব্রহ্ম ও অপর ব্রহ্ম এই দুই বলা হয়। ইনি সৎ চিৎ ও আনন্দ স্বরূপ। ইনি চিৎস্বরূপ অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ। চিতের স্বভাব দুই প্রকার। স্পন্দ স্বভাব ও অস্পন্দ স্বভাব। স্বভাব হইতেছে মায়া। মায়াকে আছেও বলা যায়না, নাইও বলা যায়না অথচ ইহা অঘটনঘটনাপটীয়সী। আদি অস্পন্দন হইতেছে আদি প্রাণ বা মহাপ্রাণ। পরব্রহ্ম যিনি তিনি স্পন্দরহিত শুদ্ধ আত্মা। ইনি হইতেছেন অমাত্রিক প্রণব। ইনি তুরীয় আত্মা। আর অপরব্রহ্ম যিনি তিনি স্পন্দসহিত আত্মা। ইনি ত্রিমাত্রিক প্রণব। আত্মার এই ত্রিমাত্রা হইতেছে অকার উকার মকার বা বৈশ্বানর, তৈজস এবং প্রাজ্ঞ। এই যে স্থূল জগৎ দেখিতেছ ইহা যাঁহার দেহ, ইহা যিনি অনুভব করেন, ইহা যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া ভাসিয়াছে, ইহার যিনি প্রেরয়িতা তিনি বৈশ্বানর। স্থূল যাহা তাহার কারণটি সূক্ষ্মজগৎ। সূক্ষ্মজগৎ যাঁহার দেহ, সূক্ষ্ম জগৎকে যিনি জানেন, যিনি প্রেরণা করেন—তিনি তৈজস আত্মা। স্থূল ও সূক্ষ্ম আবার ইহাদের কারণে লয় হয়। স্থূল ও সূক্ষ্ম জগৎ যেখানে লীন হয়, যেখানে মনঃস্পন্দন বলিয়া কিছু থাকে না, যেখানে কোন ভোগেচ্ছা নাই, কোন স্বপ্নও নাই এই যে পুরুষ তিনি হইতেছেন প্রাজ্ঞ।

প্রশ্নোপনিষদে প্রশ্নকর্ত্তা সত্যকামকে পিপ্পলাদ মুনি বলিতেছেন—**एतद्वै सत्यकाम परञ्चापरञ्च ब्रह्म यदोङ्कारस्तस्माद्विद्वानेतेनैवायतने नैकतरमन्वेति।** হে সত্যকাম! সত্য, অক্ষর, পুরুষনামক যে পরব্রহ্ম ইনি। এবং প্রথমোৎপন্ন প্রাণ নামক অপর ব্রহ্ম এই উভয় প্রকার ব্রহ্মইহইতেছেন ওঁকার। ওঁকারের লক্ষ্য সর্ব্বাধিষ্ঠান মাত্রারহিত পরব্রহ্ম। কারণ ইনি তিনমাত্রা হইতে পৃথক্ অথবা মাত্রাযুক্ত সোপাধি ব্রহ্ম হইতে শ্রেষ্ঠ। ইহারই প্রতীক অর্থাৎ প্রাপক বলিয়া তিনমাত্রা বিশিষ্ট অকার উকার মকার বর্ণাত্মক ওঁকার হইতেছেন অপর ব্রহ্ম।

পরব্রহ্মের উপাসনার ফল হইতেছে ব্রহ্মপ্রাপ্তি আর অপর ব্রহ্মের

উপাসনার ফল হইতেছে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি। ব্রহ্মপ্রাপ্তিই হইতেছে সদ্যোমুক্তি। এই উপাসকের সম্বন্ধে শ্রুতি বলিতেছেন "ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ইহৈব সমবলীয়ন্তে। এই উপাসকের প্রাণের উপক্রমণ হয় না। ইঁহারা এই খানেই ব্রহ্মভাবে স্থিতি লাভ করেন।

যাঁহারা অপর ব্রহ্মের উপাসক তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা মকারের উপাসনা করেন অর্থাৎ অকার ও উকারকে মকারে লয় করিয়া উহাতেই স্থিতিলাভ করেন, মকারে চিত্ত সমাহিত করেন তাঁহারাও সদ্যোমুক্তি লাভ করিতে পারেন না। কিন্তু ইঁহাদের ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। ইঁহারা ব্রহ্মার নিকটে মাত্রারহিত পরব্রহ্মের উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মার সহিত মুক্তিলাভ করেন। আর যাঁহারা এক এক মাত্রা অর্থাৎ অকার ও উকারকে উপাসনা করেন তঁাহাদের গতি সম্বন্ধে মাণ্ডূক্য শ্রুতি এইখানে বলিতেছেন। গতির সম্বন্ধে বলিবার পূর্ব্বে সাধনার সম্বন্ধে এখানে এই মাত্র বলা যায় যে, মাত্রালয়রূপ ওঁকার উপাসনায় ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়, কিন্তু মাত্রাসহিত ওঁকার জপ ও তদর্থ ভাবনায় ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি ঘটে। যাঁহারা ব্রহ্মপ্রাপ্তির অধিকারী তাঁহারা ত্রিমাত্রিক প্রণবকে বিচার পূর্ব্বক তাহাদের অধিষ্ঠানভূত অমাত্রিক আত্মাকে পরব্রহ্মের সঙ্গে অভেদ জানিয়া সদা ধ্যান রত। আর যাঁহারা নিম্ন অধিকারী তাঁহারা ত্রিমাত্রিক প্রণবে সমাহিত চিত্ত হইয়া ব্রহ্মচর্য্যাদি সাধন পূর্ব্বক প্রণবজপ ও প্রণবার্থ ভাবনায় সদা রত থাকেন।

এখন শ্রবণ কর গতি বা ভোগ সম্বন্ধে প্রশ্নোপনিষদ্ কি বলিতেছেন।

স যদ্যেকমাত্রমভিধ্যায়ীত তেনৈব সংবেদিতস্তূর্ণমেব জগত্যামভিসম্পদ্যতে। তমৃচো মনুষ্যলোকমুপনয়ন্তে স তত্র তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া সম্পন্নো মহিমানমনুভবতি।

একমাত্রা অবলম্বনে যিনি ওঁকারকে ধ্যান করেন, বিচার করেন— সেই পুরুষ, সেই পুরুষ সেই ওঁকারের এক মাত্রার ধ্যানের প্রভাবে

সেই মাত্রার সাক্ষাৎকারবান্ হয়েন। দেহান্তে তিনি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ-জন্ম গ্রহণ করেন; করিয়া তপস্যা ব্রহ্মচর্য্য করিতে থাকেন। তিনি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া আত্মার মহিমা অনুভব করেন। সামবেদীয় ছান্দোগ্য উপনিষদ্ এই মহিমার সম্বন্ধে বলেন '**गो अश्वमिह महिमेत्याचक्षते हस्तिहिरण्यं दासभार्य्या क्षेत्राण्यायतनानीति**" গো, অশ্ব, হস্ত্যাদি পশু, সেবকাদি ভৃত্য আর ভার্য্যা পুত্র পৌত্রাদি কুটুম্ব আর সুবর্ণরজতরত্নাদি ধন আর রোগাদিরহিত দীর্ঘায়ুবিশিষ্ট সুন্দর শরীর এবং ক্ষেত্র পৃথিবী (রাজ্য) আর সুন্দর নিবাসস্থান—এই সকল হইতেছে মহিমা। ওঁকারের একটিমাত্র মাত্রার উপাসক এই সকল মহিমা প্রাপ্ত হয়েন।

अथ यदि द्विमात्रेण मनसि सम्पद्यते सोऽन्तरीक्षं यजुर्भिरुन्नीयते! स सोमलोकं स सोमलोके विभूतिमनुभूय पुनरावर्त्तते। ওঁকারের জপ ও দুই মাত্রার ভাবনারূপ ধ্যান যে উপাসক করেন, তিনি যজুর্বেদময় চন্দ্রমারূপ দেবতাবিশিষ্ট যে মন সেই মনের একাগ্রতা হেতু আত্মভাব প্রাপ্ত হয়েন। দেহান্তে ওঁকারের দুই মাত্রার প্রভাবে চন্দ্রলোকে গমন করিয়া তিনি সেই লোকের মহিমা বা বিভূতি অনুভব করিয়া ভোগক্ষয়ে আবার মনুষ্যলোক প্রাপ্ত হন। ওঁকারের তিন মাত্রা যিনি জানেন তিনি মরণের পর তেজোময় সূর্য্যলোক প্রাপ্ত হন। তাঁহার পুনরাবৃত্তি নাই।

মুমুক্ষু। সাধনার কথাটি ভাল করিয়া বুঝিতে চাই।

শ্রুতি। কি বলিবে বল।

মুমুক্ষু। অকার বা বৈশ্বানর অবলম্বনে ওঁকারের উপাসনা কিরূপে করিতে হইবে তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছি।

শ্রুতি। স্থূল বিশ্বের যাহা কিছু ভোগ তাহা যিনি ঊনবিংশতি মুখ দিয়া ভোগ করেন তিনিই না বৈশ্বানর বা অকার? আর ওঁকার যিনি এই বৈশ্বানর তাঁহার এক মাত্রা হইলেও অকার উকার মকারাদি তিন মাত্রা মায়িক মাত্র কিন্তু তিনি স্বরূপে যাহা তাহা ত্রিমাত্রিক নহে অমা-

ত্রিক। এই অমাত্রিক ওঁকারে স্থিতিলাভ করা বা পরম পদে স্থিতিলাভ করা ইহা সকল সাধনার শেষ ফল। এখন বুঝিতে চেষ্টা কর অকারের সাহায্যে ওঁকার-উপাসনা কিরূপে করিতে হয় এবং ইহা করিলেই বা কি লাভ লয়?

মুমুক্ষু। লাভের কথা ত পূর্ব্বেই বলিয়াছেন এবং তাহা ধারণা করিয়াছি এখন সাধনার কথা বলুন।

শ্রুতি। স্থূলভাবে বলিতে গেলে অকার অবলম্বনে ওঁকারের উপাসনা হইতেছে স্থূল ভোগ দিয়া শ্রীভগবানের অর্চ্চনা। ভোগ নিজে করিও না; ভোগ যাহা কিছু তাহা তাঁহার পূজার জন্য সংগ্রহ কর। "পূজা তে বিষয়োপভোগরচনা" ইহাই অভ্যাস কর। ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহা কিছু দেখিতেছ, শুনিতেছ, করিতেছ সেই সকলে শ্রীভগবান্‌কে স্মরণ করিতে করিতে ভাবনা কর, যাহা দেখি যাহা শুনি যাহা করি তাহা তুমিই করিতেছ। অথবা সর্ব্বাশ্রয় তুমি, সকলের অধিষ্ঠান তুমি, তোমাকে লইয়া তোমার প্রকৃতি তোমার বক্ষে খেলা করিতেছে। যেমন সাগরের বক্ষে তরঙ্গমালা খেলা করে ভাঙ্গে ভাসে সেইরূপে তোমারই বক্ষে তুমিই প্রকৃতি সাজিয়া খেলিতেছ। তরঙ্গ যেমন জল ভিন্ন অন্য কিছুই নহে—আর এই চঞ্চলতার সাহায্যেই যেমন সাগর তরঙ্গ হইয়া খেলা করে সেইরূপ এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎ তুমি ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। তুমি এক কিন্তু জগতের যে বহুরূপ, বহুনাম বহুভাব, এটা তুমি তোমার মায়াকে আশ্রয় করিয়াই দেখাইতেছ।

আমি বলিয়া যাহা কিছু তাহা সত্য হউক বা মিথ্যা হউক ইহার কর্ম্ম হইতেছে সমস্ত ভোগ দিয়া তোমার সেবা। যে ব্যক্তি নিজে কোন কিছু ভোগ করিয়া সুখী হইতে বাসনা করেন না কিন্তু জগতের সকল জীব সকল প্রকার ভোগ পাইয়া যেন সেই ভোগ নিজে ভোগ না করিয়া সেই ভোগ দ্বারা তোমার সেবা করিতে শিক্ষাপায় বা অর্চ্চনা করিতে শিখে জগত্‌কে এই উপদেশ যে ব্যক্তি করেন সেই ব্যক্তি অকারের সাহায্যে ওঁকারের উপাসনা করেন। যদি কোন দরিদ্র সাধক

নিরন্তর ভাবনা করে জগতের দুঃখী লোককে, তিনি অন্ন বস্ত্রাদি সর্ব্বদা বিতরণ করিতেছেন—মনে মনেও যদি কেহ দরিদ্রকে নানা বস্তু দান করেন তবে তিনি পর জন্মে ঐ সমস্ত ভোগ দ্রব্য প্রাপ্ত হইবেন এবং তাহা দ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জীব সেবা করিয়া ইহার উপরের সাধন—ভূমি লাভ করিবেন। শ্রীগীতা "সকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানব" এই কথা এই উপাসনা করিতেই বলিতেছেন। জীবের দুঃখ দূর করিবার জন্য কার্য্য কর—আজকালসবাই ইহা ধরিয়াছে, কিন্তু যখন সমস্ত কর্ম্ম দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিতেছি ইহা মনে রাখিয়া করিতে পারিবে তখন এইসব লোক ধার্ম্মিক হইবে।

স্বপ্নস্থানস্তৈজস উকারো দ্বিতীয়ামাত্রোৎকর্ষাদুভয়ত্বাদ্ বা উৎকর্ষতি হবৈ জ্ঞানসন্ততিং সমানশ্চ ভবতি। নাস্যা ব্রহ্মবিৎ কুলে ভবতি য এবং বেদ ॥১০

স্বপ্নস্থানঃ তৈজসঃ যঃ স ওঙ্কারস্য উকারো দ্বিতীয়া মাত্রা। কেন সামান্যেন ইত্যাহ—উৎকর্ষাৎ। অকারাদুৎকৃষ্ট ইব হি উকারঃ তথা তৈজসো বিশ্বাৎ। উভয়ত্বাদ্বা—অকার-মকারয়োর্ম্মধ্যস্থ উকারঃ; তথা বিশ্ব প্রাজ্ঞয়োর্ম্মধ্যে তৈজসঃ; তদ্বিজ্ঞান ফলমাহ—উৎকর্ষতি হবৈ জ্ঞানসন্ততিং—উৎকর্ষতি বর্দ্ধয়তি জ্ঞান সন্ততিং বিজ্ঞান—সন্ততিং বিজ্ঞানপ্রবাহং। সমানঃ তুল্যশ্চ ভবতি। মিত্রপক্ষস্যেব শত্রুপক্ষাণামপি অপ্রদ্বেষ্যো ভবতি। অব্রহ্মবিচ্চ অস্যকুলে ন ভবতি অস্য বংশ্যাশ্চ ব্রহ্মজ্ঞা ভবন্তি যঃ উপাসকঃ এবং উক্তপ্রকারং একত্বং বেদ বিজানাতি।

স্বপ্নস্থান তৈজস ওঙ্কারের উকাররূপ দ্বিতীয়া মাত্রা। উৎকর্ষ হেতু এবং উভয়ত্ব হেতু। যিনি এইরূপ জানেন তাঁহার জ্ঞানপ্রবাহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং তিনি মিত্রপক্ষের ন্যায় শত্রুপক্ষকেও সমানভাবে দেখেন এবং ইঁহার বংশে কেহ অব্রহ্মবিদ্ হয় না।

মুমুক্ষু। স্বপ্নস্থান—তৈজস এবং ওঙ্কারের দ্বিতীয় মাত্রা উকার—কোন্ সাদৃশ্যে এই উভয়ের একতা ?

শ্রুতি। যেমন পাঠক্রমে অকার হইতে উকার উৎকৃষ্ট অর্থাৎ ওঙ্কার উচ্চারণ করিলে অকারটি হ্রস্ব কিন্তু উকার দীর্ঘ বলিয়া অকার অপেক্ষা উকার উৎকৃষ্ট; সেইরূপ স্থূল উপাধিবিশিষ্ট বিশ্বপুরুষ অপেক্ষা সূক্ষ্ম উপাধি বিশিষ্ট তৈজস উৎকৃষ্ট—শ্রেষ্ঠ।

স্থূল ভূতরূপ উপাধিবিশিষ্ট স্থূল দেহ অপেক্ষা সূক্ষ্ম অপঞ্চীকৃত ভূতরূপ উপাধিবিশিষ্ট সূক্ষ্ম দেহ অবিনাশী। এই জন্য বিশ্ব অপেক্ষা তৈজস শ্রেষ্ঠ। এইরূপ উৎকর্ষতা হেতু উকার ও তৈজসের একতা দৃষ্ট হয়।

মুমুক্ষু। আর কোন্ বিষয়ে একতা ?

শ্রুতি। উভয়ত্ব হেতু। যেমন অকার ও মকারের মধ্যবর্ত্তী হইতেছে উকার সেইরূপ বিশ্ব ও প্রাজ্ঞের মধ্যে অবস্থিত এই তৈজস। এইভাবে উভয়রূপ তুলত্যা জন্যও একতা।

মুমুক্ষু। এই একতা জানিলে কোন্ ফল লাভ হয় ?

শ্রুতি। যিনি একতা জানেন তিনি জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন করেন, শত্রু মিত্র এই উভয় পক্ষকে সমান ভাবে দেখেন এবং ইঁহার বংশে কেহ অব্রহ্মবিৎ জন্মে না। উকার ও তৈজসের একতা যিনি জানিতে পারেন সেই বিদ্বানের পুত্র ও শিষ্যবর্গ মধ্যে জ্ঞানের বৃদ্ধিলাভ হয়; এজন্য উঁহার পুত্র বা শিষ্য মধ্যে কেহই অব্রহ্মবিৎ থাকেন না। ইনি সমান ইন-অর্থাৎ মিত্রপক্ষের ন্যায় শত্রুপক্ষকেও ইনি দ্বেষ করেন না—উভয় পক্ষে সমান ভাব রক্ষা করেন।

सुषुप्तस्थानः प्राज्ञोमकारस्तृतीया मात्रा मितेरपीतेर्वा ; मिनोति ह वा इदं सर्वमपीतिश्च भवति ; य एवं वेद ॥११

সুষুপ্তস্থানঃ প্রাজ্ঞো যঃ স ওঙ্কারস্য মকারাখ্য তৃতীয়া মাত্রা। কেন সামান্যেন ? ইত্যাহ—সামান্যমিদমত্র—মিতেরপীতের্ব্বা। মিতির্বিক্ষেপ

উৎপত্তিঃ অপীতির্লয়শ্চ জাগ্রৎস্বপ্নয়োঃ সুষুপ্তিতো যথা তথা অকারোকারয়োর্মকারোচ্চারণসময়ে পুনঃ প্রণবোচ্চারণ সময়ে চ লয়োৎপত্তী প্রতীয়েতে ততঃ প্রাজ্ঞঃ প্রণবস্য মকারাখ্য তৃতীয়া মাত্রা। যদ্বা মিতির্মানম্‌ পরিমাণম্‌। মীয়েতে ইব হি বিশ্ব তৈজসৌ প্রাজ্ঞেন প্রলয়োৎপত্ত্যোঃ প্রবেশনির্গমাভ্যাং প্রস্থেনেব যবাঃ। তথা ওঙ্কারসমাপ্তৌ পুনঃ প্রয়োগে চ প্রবিশ্য নির্গচ্ছত ইব অকারোকারৌ মকারে। অপীতের্ব্বা-অপীতিরপ্যয় একীভাবঃ। ওঁঙ্কারোচ্চারণে হি অন্ত্যেঽক্ষরে একীভূতাবিব অকারোকারৌ। তথা বিশ্ব-তৈজসৌ সুষুপ্তকালে প্রাজ্ঞে। অতো বা সামান্যাদেকত্বং প্রাজ্ঞমকারয়োঃ।

তৃতীয়াঽভেদবিদিদং জগৎ স্বস্মিন্নেব বিক্ষিপতি পুনস্তল্লয়াধিষ্ঠানং চ ভবতি। নেদমুপাসনত্রয়ং কিন্তু প্রণবব্রহ্মধ্যানৈকোপাসন স্তুত্যর্থমিদং বিভাগেন ফলকথনমিতি বোধ্যম্‌।

বিদ্বৎফলমাহ—মিনোতি হ বৈ ইদং সর্ব্বং জগদ্‌যাথাত্ম্যং জানাতীত্যর্থঃ। অপীতিশ্চ জগৎকারণাত্মা চ ভবতীত্যর্থঃ। অবান্তর ফলবচনং প্রধানসাধনস্তুত্যর্থম্‌॥

[এক্ষণে তৃতীয় পাদ ও তৃতীয় মাত্রার একতা বলিতেছেন] সুষুপ্তিস্থান যে প্রাজ্ঞ পুরুষ তিনি মকাররূপ তৃতীয়া মাত্রা—পরিমাণ এবং একতাই তাহার হেতু। যিনি একতা পূর্ব্বোক্তরূপে জানেন, তিনি সমস্তই জানেন এবং জগতের কারণ হয়েন। অর্থাৎ যিনি উক্ত প্রকার প্রাজ্ঞ ও মকার মাত্রাকে এক করিয়া জানেন, তিনি কারণটি জানেন বলিয়া সমস্তই জানেন। আরও স্পষ্ট কথা এই—প্রাজ্ঞ ও মকারের একতা জ্ঞান যাঁহার হইয়াছে, তিনি এই কার্য্যকারণাত্মক সমস্ত জগৎই জানিয়াছেন আর তিনি নিজে প্রাজ্ঞরূপ মকার মাত্রার জ্ঞাতা বা অভেদোপাসক বলিয়া জগতের কারণভাবকে প্রাপ্ত হয়েন।

মুমুক্ষু। প্রাজ্ঞই যে মকার—কোন্‌ সাদৃশ্য থাকাতে উভয়কে এক বলা হইতেছে।

শ্রুতি। পরিমাণ হেতু উভয়ে অভিন্ন এবং একতা হেতুও অভিন্ন।

মুমুক্ষু। ভাল করিয়া বলুন।

শ্রুতি। প্রথম হেতুটি গ্রহণ কর। প্রস্থ বলে ধান্য বা যব মাপিবার পাত্র। ঐ পাত্র দ্বারা যেমন যব ধান্যদির মাপ করা যায় সেইরূপ প্রাজ্ঞ পুরুষই বিশ্ব ও তৈজস পুরুষকে মাপিবার যেন পাত্র। কারণ লয়ের সময় ইঁহারা উঁহাতেই প্রবিষ্ট হয়েন আবার উৎপত্তি সময়ে উঁহা হইতেই ইঁহারা বাহির হন। ইহা যেমন হয় সেইরূপ অকার এবং উকার এই দুই অক্ষর ওঁকারের উচ্চারণের সমাপ্তিকালে এবং পুনরায় উচ্চারণের প্রারব্ধকালে মকারে প্রবেশ করে ও বাহির হয়।

ওঁকারকে উচ্চারণ করিবার সময় প্রথম অকার বাহির হয় বলিয়া উকারের উচ্চারণ হইয়া উকার লয় হওয়া মত হয় আবার অন্তের মকার উচ্চারিত হইলে ঐ উকার মকারে লয় হওয়া মত হয়। এই প্রকারে অকার উকার এই দুই অক্ষর ওঁকারের উচ্চারণ সমাপ্তিকালে মকারে প্রবেশ হওয়া মত হয়। আবার ওঁকার উচ্চারণের প্রারম্ভে অ উ এই দুই অক্ষর মকার হইতে বাহির হওয়ার মত হয় এই জন্য বলা হইতেছে মকারটি অকার ও উকারের যেন মাপ করিবার পাত্র। প্রাজ্ঞ ও মকারের এই তুল্যতা আছে বলিয়া উভয়ই এক ইহা বলা হইল।

অথবা যেমন ওঁকার উচ্চারণ করিলে মকাররূপ অন্তিম অক্ষরে অকার ও উকার এই দুই অক্ষর একরূপত্ব প্রাপ্ত হয় সেইরূপ সুষুপ্তি-কালে বিশ্ব ও তৈজস পুরুষ দ্বয় প্রাজ্ঞ পুরুষে এক হইয়া যান। এই তুল্যতা জন্য প্রাজ্ঞ ও মকারের একতা বলা হইতেছে।

মুমুক্ষু। এই একতা জানিলে জগতের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হওয়া যায় কিরূপে? কিরূপেই বা জগতের কারণ স্বরূপে স্থিতি লাভ করা যায়?

শ্রুতি। জাগ্রৎকে স্বপ্নে এবং স্বপ্নকে সুষুপ্তিতে লয় করিতে পারিলে কোন ভোগেচ্ছাও থাকে না কোন স্বপ্নও থাকে না। অর্থাৎ

সুষুপ্তিতে জগৎ বলিয়া কোন কিছুই থাকে না। ইহাই ত জগতের প্রকৃত তত্ত্ব। সুষুপ্তিকালে আর কিছুই নাই আমিই আছি এই অনুভব যখন থাকে তখন জগৎ নাই এবং যে চৈতন্যের উপরে অজ্ঞান—প্রসূত এই জগৎ ভাসিয়াছিল সেই চৈতন্য মাত্রই থাকেন; কাজেই বলা হইতেছে প্রাজ্ঞ ও মকারের একতা যিনি জানেন তিনি জগৎ দেখা রূপ অজ্ঞান হইতে মুক্ত হইয়া কারণ স্বরূপ যে চৈতন্য তাঁহাতেই অবস্থান করেন।

গৌড়পাদীয় শ্লোকাঃ ।।

অত্রৈতে শ্লোকা ভবন্তি।
বিশ্বস্যাত্ব বিবক্ষায়ামাদি সামান্যমুৎকটম্।
মাত্রা-সম্প্রতিপত্তৌ স্যাদাপ্তি সামান্য মেব চ ।।১৯
তৈজসস্যোত্ববিজ্ঞানে উৎকর্ষো দৃশ্যতে স্ফুটম্।
মাত্রা সম্প্রতিপত্তৌ স্যাদুভয়ত্বং তথাবিধম্ ।।২০
মকার ভাবে প্রাজ্ঞস্য মান-সামান্যমুৎকটম্।
মাত্রা সম্প্রাতিপত্তৌ তু লয় সামান্য মেব চ ।।২১
ত্রিষু ধামসু যৎ তুল্যং সামান্যং বেত্তি নিশ্চিতঃ।
স পূজ্যঃ সর্ব্বভূতানাং বন্দ্যশ্চৈব মহামুনিঃ ।।২২
অকারো নয়তে বিশ্বমুকারশ্চাপি তৈজসম্।
মকারশ্চ পুনঃ প্রাজ্ঞং নামাত্রে বিদ্যতে গতিঃ ।।২৩

বিশ্বও প্রথম, অকারও প্রথম এই প্রাথমিকরূপত্ব সামান্যই বিশ্বকে অকার বলার কারণ। সমস্ত বর্ণই যেমন অকার ব্যাপ্ত সেইরূপ বিশ্বপুরুষও সমস্ত জগৎ ব্যাপী এই ব্যাপকত্বরূপ সাদৃশ্যই বিশ্বকে মাত্রা-রূপে ভাবনা করার প্রধান কারণ। প্রাথমিকত্ব ও ব্যাপকত্ব—এই দুইটি কারণে বিশ্ব পুরুষের ও অকারের একতা। [উৎকটম্ = উদ্ভূতং]।

তৈজস যে উকার ইহার কারণ হইতেছে তৈজসের ও উকারের বিশ্ব ও অকার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব। আর তৈজসকে মাত্রারূপে ভাবনার কারণ এই দুইই অকার এবং মকার আর বিশ্ব ও প্রাজ্ঞের মধ্যবর্ত্তী।

শ্রেষ্ঠত্ব ও মধ্যবর্ত্তিত্ব এই দুই কারণে তৈজসের ও উকারের একতা।

প্রাজ্ঞকে মকার বলার কারণ উভয়েরই পরিমাপকত্বরূপ সাদৃশ্য আছে। প্রাজ্ঞকে মাত্রারূপে বলার অন্য কারণ হইতেছে উভয়েরই লয়াত্মকত্ব রূপ সাদৃশ্য। প্রাজ্ঞ পুরুষ যেমন বিশ্ব ও তৈজসের পরিমাপক সেইরূপ অকার ও উকারের পরিমাপক হইতেছে মকার। আবার অকার ও উকার যেমন মকারে লয় হয় সেইরূপ বিশ্ব ও তৈজসও প্রাজ্ঞ পুরুষে লয় হয়। এই জন্য পরিমাণ ও লয়ই উভয়ের একত্ব দর্শাইতেছে।

যিনি নিশ্চয় করিতে পারেন যে উক্ত জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি এই স্থান ত্রয়ের তুল্যভাবে অকারাদি মাত্রার সহিত সাদৃশ্য আছে অর্থাৎ এই সমস্ত এই প্রকার ইহা নিঃসংশয়ে যিনি জানেন সেই সমদর্শী পুরুষ জগতের সর্ব্বভূতের পূজনীয় এবং বন্দনীয় মহামুনি।

অকারের উপাসক অর্থাৎ অকার অবলম্বন করিয়া যিনি ওঁকারের উপাসনা করেন তিনি বিশ্বত্ব---বৈশ্বানরের ভাব প্রাপ্ত হন; উকারের উপাসনা করিলে তৈজসের ভাবে---হিরণ্যগর্ভত্বে নীত হওয়া যায় এবং মকার, প্রাজ্ঞ পুরুষে (অর্থাৎ অব্যাকৃত ভাবে) পৌঁছাইয়া দেয়। কিন্তু অমাত্র অর্থাৎ মাত্রা রহিত (যেখানে পাদের ও মাত্রার বিভাগ নাই) সেই চতুর্থের উপাসনা করিলে অন্য কোথাও গমন করিতে হয় না।

এখানে এই বলা হইতেছে—

স্থূল প্রপঞ্চ—জাগ্রদবস্থা—বিশ্ব অভিমানী এই তিন হইতেছে অকার মাত্রারূপ। সূক্ষ্ম প্রপঞ্চ—স্বপ্নাবস্থা—তৈজস অভিমানী এই তিন হইতেছে উকার মাত্রারূপ। স্থূল সূক্ষ্ম উভয় প্রপঞ্চের কারণ—সুষুপ্তি অবস্থা—প্রাজ্ঞ অভিমানী এই তিন হইতেছে মকার মাত্রারূপ।

এই তিন মাত্রার মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব মাত্রা উত্তর উত্তর মাত্রার ভাব প্রাপ্ত হয়েন। অর্থাৎ স্থূল অকার মাত্রা সূক্ষ্ম উকার মাত্রার ভাবকে প্রাপ্ত হয়েন কারণ স্থূলের কারণ হইতেছে সূক্ষ্ম। আবার সূক্ষ্ম উকার

মাত্রা সমস্তের কারণ যে মকার সেই মকার মাত্রার ভাবকে প্রাপ্ত হন ; কারণ স্থূল ও সূক্ষ্ম সর্ব্ব কার্য্যই আপন কারণ ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই প্রকার পূর্ব্ব পূর্ব্ব মাত্রা উত্তরোত্তর মাত্রার ভাবকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

শ্রুতি এই জন্য বলিতেছেন সমস্তই ওঁকার। এই রীতি অনুসারে ওঁকারকে ধ্যান করিয়া যিনি স্থিতিলাভ করিতে পারেন তিনি, ওঁকার যাঁহাকে জানাইয়া দিতেছেন সেই শুদ্ধ ব্রহ্মরূপেই স্থিতিলাভ করেন। এই প্রকারে আচার্য্যের উপদেশে উৎপন্ন যে জ্ঞান সেই জ্ঞানে যিনি ওঁকারকে গ্রহণ করিতে পারেন তিনি পূর্ব্বোক্ত বিভাগ নিমিত্ত যে অজ্ঞান সেই অজ্ঞানকে দূর করিয়া শুদ্ধ ব্রহ্মে স্থিতিলাভ করেন। এই রূপ পুরুষের অন্য কোথায় গমন হইবে ? কারণ, দেশ কালাদি দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন যে ব্যাপক ভাব এই পুরুষ সেই ব্যাপকভাবেই স্থিতিলাভ করেন। মকারের ক্ষয় হইলে বীজভাবের অভাব হয়। তখন অমাত্র রূপ ওঁকারকে যিনি প্রাপ্ত হয়েন তাঁহার আর অন্য গতি হয় না। লোকান্তর গমন তাঁহার হইতেই পারে না, কারণ "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি" ব্রহ্মকে যিনি জানেন তিনি ব্যাপকব্রহ্মরূপেই স্থিতিলাভ করেন।

অমাত্রশ্চতুর্থোঽব্যবহার্য্যঃ প্রপঞ্চোপশমঃ শিবোঽদ্বৈত এবমোঙ্কার আত্মৈব সংবিশত্যাত্মনাঽঽত্মানং য এবং বেদ য এবং বেদ ॥১২

অমাত্রো মাত্রা যস্য নাস্তি সোঽমাত্রঃ অকারাদি মাত্রারহিতঃ। ওঙ্কারশ্চতুর্থস্তুরীয় আত্মৈব কেবলঃ অব্যবহার্য্যঃ বাঙ্মনসয়োঃ ক্ষীণত্বাৎ ব্যবহারাযোগ্যঃ। প্রপঞ্চোপশমঃ জাগ্রদাদিস্থানসম্বন্ধশূন্যঃ। শিবঃ মঙ্গলময়ঃ অদ্বৈতঃ ভেদবিকল্পরহিতঃ। এবং যথোক্তবিজ্ঞানবতা প্রযুক্ত ওঙ্কারস্ত্রিমাত্রস্ত্রিপাদঃ আত্মা এব এবমুক্তপ্রকারেণ জগদাত্মা প্রণব আত্মেত্যুপাস্যমাত্মাধিষ্ঠানকতয়া প্রণবোনাত্মাতিরিক্তঃ কশ্চিদিত্যাত্মৈব কেবল ইতি বিজ্ঞেয়ং বা। যঃ উপাসকঃ এবং সকলমদ্বৈতচিতং বেদ জানাতি সঃ আত্মনা স্বেনৈব আত্মানং স্বং পারমার্থিকরূপং সংবিশতি রজ্জ্বাং সর্প ইব প্রবিশতি কল্পিতাত্মনা চিদাত্ম ভাবং প্রাপ্নোতি ভাবঃ।

পরমার্থদর্শনাৎ ব্রহ্মবিৎ 'তৃতীয়ং বীজভাবং দগ্ধ্বা আত্মানং প্রবিষ্ট' ইতি ন পুনর্জ্জায়তে, তুরীয়স্যাবীজত্বাৎ। ন হি রজ্জুসর্পয়োর্বিবেকে রজ্জ্বাং প্রবিষ্টঃ সর্পো বুদ্ধিসংস্কারাৎ পুনঃ পূর্ব্ববৎ তদ্বিবেকিনামুত্থাস্যতি। মন্দ-মধ্যমিষ্বান্তু প্রতিপন্নসাধকভাবানাং সন্মার্গগামিনাং সন্ন্যাসিনাং মাত্রাণাং পাদানাঞ্চ ক্লৃপ্তসামান্যবিদাং যথাবদুপাস্যমান ওঙ্কারো ব্রহ্মপ্রতিপত্তয়ে আলম্বনী ভবতী। তথা চ বক্ষ্যতি। "আশ্রমাস্ত্রিবিধাঃ" ইত্যাদি ॥১২ ॥

ইতি মাণ্ডূক্যোপনিষন্মূলমন্ত্রাঃ সমাপ্তিং গতাঃ ॥ ওঁ তৎ সৎ ॥

[ওঙ্কারের স্ফুরণে লক্ষিত যে পৃথক্ চৈতন্য তিনি তিন মাত্রা বিশিষ্ট---অধ্যস্ত—কল্পিত। ওঙ্কারের সহিত তদাত্মতা হেতু ইঁহাদিগকে ওঙ্কার বলা হয়। ওঙ্কারকে 'অমাত্র' ইত্যাদি দ্বাদশ সংখ্যা বিশিষ্টা শ্রুতির মন্ত্র পরব্রহ্মের সহিত একতা দেখাইতে ইচ্ছা করিয়াছেন। ইহারই ব্যাখা জন্য শ্রুতি বলিতেছেন]

মাত্রা নাই যাঁহার এমন যে লক্ষ্যরূপ ওঙ্কার তিনি হইতেছেন অমাত্র। চতুর্থ হইতেছেন তুরীয়রূপ কেবল আত্মা। অব্যবহার্য্য বলা হয় এইজন্য যে বাচক ও বাচ্যরূপ যে বাণী আর মন, মূল অজ্ঞান ক্ষয় হইলে তাহাও ক্ষীণ হয় বলিয়া ব্যবহারের অযোগ্য এই আত্মা। প্রপঞ্চের উপশম হইলে আত্মা প্রকট হয়েন বলিয়া ইনি প্রপঞ্চোপশম। অথবা অদ্বৈত আত্মার জ্ঞান হইলে প্রপঞ্চ উপশম ভাব প্রাপ্ত হয় সেই জন্য ইনি প্রপঞ্চোপশম। শিব অর্থাৎ কল্যাণ স্বরূপ এবং অদ্বৈত ইনি। অদ্বৈত বলা যায় এই জন্য যে একের প্রতিযোগী দুই আবার দুয়ের প্রতিযোগী এক–ইহা হইতে রহিত অর্থাৎ এক আর দুই এই যে সংখ্যা তাহা সাপেক্ষিক এবং সম বিষম ভাগযুক্ত। আত্মা কিন্তু সাপেক্ষতা এবং সমবিষম ভাব রহিত এই জন্য সর্ব্বসংখ্যাতীত অদ্বৈত। ইনি সংখ্যাবদ্ধ পরিচ্ছিন্নতা হইতে রহিত বলিয়া সর্ব্বসংখ্যাতীত অদ্বৈত।

ওঙ্কারের লক্ষ্য এই আত্মাই জ্ঞাতা পুরুষ, ইহাঁতে বাচ্য বাচকের ভেদ নাই। ইনি তিন মাত্রা বিশিষ্ট হয়েন ও তিন পাদ বিশিষ্ট হয়েন।

হে সৌম্য! এখানে আর এক বিচারের কথা লক্ষ্য কর।

রজ্জুতে অধ্যস্ত যে সর্পমত সর্প রূপটি আর তার নাম সর্পটি—এই দুইটি অর্থাৎ নামও নামী ইহারা রজ্জুজ্ঞানের অজ্ঞানতা হেতু এক অর্থাৎ ঐ অধ্যস্ত সর্পের নাম ও রূপ এই দুইই রজ্জু সম্বন্ধে যে অজ্ঞান সেই অজ্ঞান হইতে কল্পিত বলিয়া ঐ অজ্ঞানে ঐ দুয়ের একতা দৃষ্ট হয়। আবার রজ্জুর জ্ঞান যখন হয় তখন ঐ কল্পিত নামরূপ অসত্য হয় বলিয়া ঐ অসত্যতাতে উহাদের একতা হয়। আবার রজ্জুর জ্ঞান হইলে ঐ কল্পিত সর্পের নামরূপের পরিণাম হয় ঐ সত্যরজ্জু। কারণ সর্পের, রজ্জু হইতে পৃথক্ সত্তার অভাব রহিয়াছে।

এখন দেখ যে যাহার ভিতরে থাকে সেই উহার আদ্যস্থিতি আর আদ্যন্তঃস্থিতি যাহা তাহাই উহার বর্ত্তমান স্থিতি। "আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্ত্তমানেঽপি তৎ তথা" "অব্যক্তাদীনি ভূতানি" ইত্যাদি প্রমাণ স্মরণ কর।

ভাল করিয়া দেখ। রজ্জু বিষয়ে ভাসমান যে সর্প তাহা ভ্রান্তি-কালের পূর্ব্বে দ্বৈত অভাব হেতু রজ্জুরূপই বটে। আবার ভ্রান্তি নিবৃত্তি হইয়া গেলেও উহা আপন সত্তার অভাব হেতু রজ্জুরূপই থাকে। ভ্রান্তিকালে যে আপন নামরূপ সহিত ইতরবৎ ভাসা তাহাকেওত ভ্রান্তি বলা যায়। কিন্তু সর্পদণ্ড জলধারা ইত্যাদি নামরূপ দ্বারা এক রজ্জুই সুশোভিত হয়; আর সেই বিষয়ে যে সর্পাদির কথন ব্যাপার তাহা "**বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং**" ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণে বাচারম্ভণ মাত্র। হে সৌম্য! এই দৃষ্টান্ত বিচার অনুসারে অমাত্র নির্ব্বিশেষ তুরীয় রূপ আত্মা বিষয়ে বিশ্বাদি তিন পাদ এবং অকারাদি তিন মাত্রার বিচার হইবে জানিও।

"**সংবিশত্যাত্মনাত্মানং য এবং বেদ য এবং বেদ**" ইহার অর্থ হইতেছে যিনি এইরূপে জানেন তিনি আপন আত্মরূপ দ্বারাই আপন পরমার্থরূপ আত্মাতে সম্যক্ প্রকার প্রবেশ করেন। **য এবং বেদ** দুই বার বলায় উপনিষদের পরিসমাপ্তি বুঝাইতেছে। আবার বলি যিনি উক্ত প্রকার অমাত্র—চতুর্থ—তুরীয় আত্মাকে জানিতে পারেন তিনি আপনার

চিদাভাসরূপ আত্মাকে আপনার পরমার্থরূপ প্রত্যক্ চৈতন্য সাক্ষী-রূপী আত্মা বলিয়াই জানেন ইহাই আত্মাকে পরমাত্মাতে প্রবেশ করান।

ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা কর। সুষুপ্তি নামক যে তৃতীয় স্থান সেইটি হইতেছে বীজভাব। ইহাই ক্রম অনুসারে জাগ্রৎ স্বপ্ন স্থানদ্বয় রূপ অঙ্কুরোৎপত্তির কারণ। চতুর্থ অমাত্র তুরীয় আত্মার সম্যক্ জ্ঞানরূপ যে অগ্নি সেই অগ্নি দ্বারা অঙ্কুরকে দগ্ধ করিয়াই পরমার্থদর্শী আত্মবেত্তা পরমাত্মারূপে স্থিতিলাভ করেন তাঁহার আর জন্ম হয় না। কেন জন্ম হয় না দেখ। চণকের দুইটি অঙ্কুর; এই অঙ্কুর দ্বয়ের উৎপত্তি স্থান রূপ কারণ—বীজটি দগ্ধ হইলে থাকে কি? বীজান্তর স্বরূপ এক মহাসূক্ষ্ম সত্তা অঙ্কুরভাব প্রাপ্ত হইয়া আর কখন বৃক্ষভাব প্রাপ্ত হয় না। এইরূপে স্থূল সূক্ষ্ম শরীরদ্বয় রূপ অঙ্কুরের উৎপত্তির কারণ স্থান হইতেছে অবিদ্যাত্মক সুষুপ্তি রূপ বীজ। তুরীয়ের জ্ঞানরূপ অগ্নি দ্বারা জাগ্রৎ স্বপ্ন রূপ অঙ্কুর দগ্ধ হইলে বীজান্তর সূক্ষ্ম মহাসত্তা স্বরূপ চিদাভাস নামক জীবসত্তাই থাকে। সম্যক্ প্রকারে বীজ দগ্ধ হইলে স্থূল সূক্ষ্ম শরীরদ্বয়াত্মক অঙ্কুরভাব বিশিষ্ট সংসাররূপ বৃক্ষ আর কখন জন্মিতে পারে না। কারণ তুরীয়---আশ্রিত মূল---অজ্ঞানের নাশ তখন হইয়াছে, সেই জন্য আত্মা তখন অবীজরূপতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

যেমন রজ্জু ও সর্প এই উভয়ের জ্ঞান হইলে প্রথম সর্পটা রজ্জুতেই প্রবেশ করে আর সেই সর্প বিবেকী পুরুষের ভ্রান্তি জ্ঞানের সংস্কার ধরিয়া আর পূর্ব্ববৎ উদয় হইতে পারেনা এখানেও সেইরূপ জানিও।

উত্তম অধিকারীর কথা বলা হইল। মন্দ মধ্যম সাধক সম্বন্ধে বলা হইতেছে—ইঁহারাও যদি সৎপথে থাকে এবং মাত্রা ও পদের একতাকে সম্যক্ প্রকারে নিশ্চয় করে এরূপ সন্ন্যাসীও উক্তপ্রকার মাত্রা এবং পাদের অভেদতা জ্ঞানরূপ যথার্থ ওঁকার উপাসনা দ্বারা ক্রমমুক্তি লাভ করেন এবং ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি দ্বারা ঐরূপ প্রণবের তিন মাত্রার উপাসককে শেষে ব্রহ্মা স্বয়ং তুরীয় আত্মার সম্যক্ জ্ঞান প্রদান করেন।

ওঁকারের অমাত্র যে তুরীয় পাদ তাহার উপাসনা যিনি করেন তিনি সদ্যোমুক্তি লাভ করেন। ওঁকারের অন্য তিন পাদের উপাসনা যাঁহারা করেন তাঁহারা মন্দ ও মধ্যম সন্ন্যাসী। ইঁহারাও পূর্ব্বোক্ত মাত্রা ও পাদের অভেদতা রূপ উপাসনা দ্বারা ক্রমে মোক্ষ লাভ করেন। এই জন্য শ্রুতি ওঁকার উপাসনা সম্বন্ধে বলিতেছেন—

এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরম্।

এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥

আশ্রম ত্রিবিধ হওয়া উচিত এসম্বন্ধে পরে বলিবেন।

গৌড়পাদীয় শ্লোকাঃ॥

অত্রৈতে শ্লোকা ভবন্তি।
ওঁকারং পাদশো বিদ্যাৎ পাদা মাত্রা ন সংশয়ঃ।
ওঁকারং পাদশো জ্ঞাত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥২৪
যুঞ্জীত প্রণবে চেতঃ প্রণবো ব্রহ্ম নির্ভয়ম্।
প্রণবে নিত্যযুক্তস্য ন ভয়ং বিদ্যতে ক্বচিৎ॥২৫
প্রণবো হ্যপরং ব্রহ্ম প্রণবশ্চ পরং স্মৃতঃ।
অপূর্ব্বোঽনন্তরোঽবাহ্যো ন পরঃ প্রণবোঽব্যয়ঃ॥২৬
সর্ব্বস্য প্রণবো হ্যাদির্ম্মধ্যমন্তস্তথৈব চ।
এবং হি প্রণবং জ্ঞাত্বা ব্যশ্নুতে তদনন্তরম্॥২৭
প্রণবং হীশ্বরং বিদ্যাৎ সর্ব্বস্য হৃদি সংস্থিতম্।
সর্ব্বব্যাপিনমোঙ্কারং মত্বা ধীরো ন শোচতি॥২৮
অমাত্রোঽনন্তমাত্রশ্চ দ্বৈতস্যোপশমঃ শিবঃ।
ওঙ্কারো বিদিতো যেন স মুনি র্নেতরো জনঃ॥

ইতি মাণ্ডুক্যোপনিষদর্থাবিষ্করণপরায়াং গৌড়পাদীয়কারিকায়াং প্রথমমাগম প্রকরণং পূর্ণম্॥ ওঁ তৎ সৎ॥ হরিঃ ওঁ

ওঁকারকে এক এক পাদ করিয়া জানিবে। পাদ যাহা তাহাই মাত্রা। বিশ্বাদি পাদই অকারাদি মাত্রা আর অকারাদি মাত্রাই বিশ্বাদি পাদ। এবিষয়ে, কোন সংশয় নাই। বিশ্বাদি পাদের বিভিন্নতা ধরিয়া

ওঁকারকে জানিবে অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ আত্মাকে অনুভব করিবে। এইরূপে জানিয়া দৃষ্ট অর্থরূপ ইহলোক এবং অদৃষ্ট অর্থরূপ পরলোক বা অন্য কিছুই চিন্তা করিবে না, কারণ ইহা সত্য যে যাহা কিছু আকার বা নাম বা রূপ ধরিয়াছে তাহার মূলে এই ওঁকারই আছেন।

[ওঁকার ধ্যানে যিনি কুশলী তিনি জানেন যে ওঁকারকে জানিলেই সর্ব্বদ্বৈত অপবাদ দূর হয়। ওঁকারের সম্যক জ্ঞানেই মানুষের কৃতার্থতা ; যাঁহার এই সম্যক্ জ্ঞান নাই তাঁহার জন্য ওঁকারকে ধ্যান বা চিন্তা করিতে বলা হইতেছে] প্রণবে চিত্ত সমাহিত করিবে—বিশ্বাদি পাদ চিন্তা করিতে করিতে মনকে একাগ্র করিবে কারণ ইহা জানিও যে ওঁকারই নির্ভয় ব্রহ্ম—সংসার ভয় রহিত ব্রহ্ম। যে পুরুষ প্রণবে নিত্যযুক্ত তাঁহার কোন বিষয়ে ভয় থাকে না। যে পুরুষ সর্ব্বদা বিধিপূর্ব্বক ওঁকার উচ্চারণ রূপ জপ করেন, যিনি পদ ও মাত্রা যে এক ইহা বিচার করেন, তাহার পর ভিতরে অনাহত ধ্বনির সাধন করেন তাঁহার সংসার ভয়, মৃত্যুভয়াদি কিছুই থাকে না। শ্রুতিও বলেন "বিদ্বান্ন বিভেতি কুতশ্চন ইতি" প্রণবের লক্ষ্য তুরীয় আত্মার অনুভব কুশল বিদ্বান্ কোন কিছু হইতেই ভয় পান না।

প্রণবই অপর ব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম। উত্তম অধিকারীর পক্ষে পাদ ও মাত্রা--বুদ্ধি ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে ইনিই একরস, প্রত্যগাত্মা, পরব্রহ্ম। এই ওঁকারই পরব্রহ্মরূপে সর্ব্বদা অবস্থান করিয়াও মন্দ ও মধ্যম অধিকারীর পক্ষে ক্রম অনুসারে অন্য পাদত্রয়ে প্রকট হয়েন। ফলে ইনি অপূর্ব্ব—ইঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ নাই ; ইনি অনন্তর—সর্ব্বাধিষ্ঠান বলিয়া ইঁহা হইতে ভিন্ন জাতীয় কোন কিছুই ইঁহার ভিতরে নাই ; ইনি অবাহ্য--ইঁহার বাহিরেও অন্য বস্তু নাই ; ইনি অনপর---ইঁহার কোন কার্য্য নাই ; ইনি অব্যয় ইঁহার নাশ নাই ; **"সবাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ সৈন্ধবঘনবৎ"** ইতি শ্রুতেঃ।

প্রণবই সকলের আদি, মধ্য ও অন্ত, যেমন মায়াবী রচিত হস্তী (মায়াবী যখন হস্তিরূপ ধারণ করে) রজ্জুতে সর্প, মৃগ তৃষ্ণাতে জল,

স্বপ্ন দৃষ্ট পদার্থ, ইহাদের আদি, অন্ত, মধ্য, সেই একমাত্র মায়াবী, রজ্জু, ঊষর ভূমি, ইত্যাদি অধিষ্ঠান এখানেও সেইরূপ জানিও। যে বস্তু কল্পিত, ভ্রান্তি মাত্র, তাহার আদি অন্ত ও মধ্য হইতেছে তাহার অধিষ্ঠানটি। মিথ্যা উৎপন্ন অর্থাৎ ভ্রান্তি মাত্র যে আকাশাদি সর্ব্ব-প্রপঞ্চ ইহাদের আদি অন্ত মধ্য সেই এক ওঁকার—তুরীয় আত্মা। মনে করা হউক আকাশে যে নীলিমা ভ্রান্তি, ইহা আকাশ হইতে ভিন্ন নীলিমা বলিয়া কোন কিছু বস্তু। সেই ভ্রান্তিকালের পূর্ব্বে ঐ নীলিমা আকাশ—রূপই; সেই জন্য ঐ কল্পিত নীলিমার আদি হইতেছে আকাশ। আবার আকাশ ও আকাশে অধ্যস্ত নীলিমা—ইহাদের বিবেক যখন হয় তখন ঐ অধ্যস্ত নীলিমার পরিণাম আকাশ বলিয়াই ঐ নীলিমার অন্তও ঐ আকাশ, আবার যখন ঐ নীলিমা আদিতে ও আকাশ এবং অন্তেও আকাশ তখন উহা আপনার পৃথক্ সত্তার অভাব জন্য ভ্রান্তিরূপ বর্ত্তমান কালেও আকাশরূপ, সেই জন্য উহার মধ্যটাও আকাশরূপ। সেই জন্য বলা হইতেছে আকাশাদি সমস্ত প্রপঞ্চ একমাত্র অধিষ্ঠান চৈতন্য আত্মাতে অধ্যস্ত বলিয়া ইহাদের আদি অন্ত ও মধ্যে সেই অধিষ্ঠান চৈতন্য ওঁকারই রহিয়াছেন। এইরূপে ঐ মায়াবী স্থানীয় রজ্জু স্থানীয় প্রণবরূপী আত্মাকে—তুরীয়কে সার বস্তু জানিয়া তৎক্ষণাৎ সাধক আত্মভাবে স্থিতি লাভ করেন।

সর্ব্ব হৃদয়ে স্থিত ঈশ্বররূপ ওঁকারকে—অর্থাৎ প্রাণিপুঞ্জের স্মরণ-রূপ বৃত্তির আশ্রয় যে হৃদয় সেই হৃদয়ে স্থিত ঈশ্বররূপ ওঁকারকে আকাশবৎ সর্ব্বব্যাপী বলিয়া জানিও। এইরূপে জানিলে ধীর ব্যক্তির শোকের কোন অবসর থাকে না। "**নরতি শোকমাত্মবিদিতি**"।

[তুরীয় ওঁকারকে যিনি সম্যক্‌রূপে জানিয়াছেন তাঁহার প্রশংসা করিতেছেন] তুরীয় পদ হইতেছেন অমাত্র ও অনন্তমাত্র। যাহাদ্বারা ওঁকারের পরিমাণ করা যায় এইরূপ যে পরিচ্ছেদ তাহা হইল মাত্রা। এই মাত্রা যাঁর পক্ষে অনন্ত এইরূপ ওঁকার হইতেছেন অনন্ত মাত্র। অর্থাৎ এই আত্মা, এত বড়, এই প্রকার পরিচ্ছেদ করিবার শক্তি

কাহারও নাই। ইনি সমস্ত দ্বৈতের উপশম স্বরূপ। দ্বৈতবিশ্রান্তি স্থান বলিয়াই ইনি শিব অর্থাৎ মঙ্গলময়। এই ওঁকারকে যিনি বর্ণিত প্রকারে অবগত আছেন তিনি পরমার্থতত্ত্বের মনন করায়, চিন্তা করায়, মুনি। ইহা যিনি জানেন না তিনি মুনিপদ বাচ্য নহেন।

ইতি গৌড়পাদীয় কারিকার প্রথম আগমপাদ সহ মাণ্ডুক্যোপনিষদের মূল মন্ত্র সমাপ্ত।

ওঁ তৎসৎ ॥ হরিঃ ওঁ ॥